পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 199 Friday, 20 June, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ১৯৯ সংখ্যা ❋ ৫ আষাঢ় ১৪৩২, শুক্রবার, ২০ জুন ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

আক্রমণের তেজ বাড়ছে!

ইজরায়েলের হাসপাতালে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা ইরানের, হুঙ্কার নেতানিয়াহুর

তেহরান ও জেরুজালেম, ১৯ জুনঃ ইরান ও ইজরায়েলের মধ্যে সামরিক সংঘর্ষ সপ্তম দিনে প্রবেশ করল। বৃহস্পতিবার সকালে ইরানের এক পরমাণু কেন্দ্রে হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল। এরপরেই ইজরায়েলের দিকেও ধেয়ে এসেছে একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র। হামলা চালানো হয়েছে দক্ষিণ ইজরায়েলের হাসপাতালে। আর এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত অন্তত ৬৫ জন আহত হয়েছেন। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার ইরানি ব্যালেস্টিক মিসাইল আছড়ে পড়ে ইজরায়েলের হাসপাতালে। ইজরায়েলের বিদেশমন্ত্রকের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে জানান আশ্রয়কেন্দ্রে ছিলেন। অধিকাংশই অল্প আহত হয়েছেন, বেশিরভাগই হয়েছে বিস্ফোরণের শকওয়েভ থেকে।'' জানা গেছে, ওই হাসপাতালে ১০০০-এর ওপর বেড রয়েছে এবং সেখানে দক্ষিণ ইজরায়েলের ১০ লক্ষের বেশি মানুষের চিকিৎসা হয়। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুসারে, এদিন ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র হানায় বড়োসড়ো ক্ষতি হয়েছে ইজরায়েলের। যা মূলত দক্ষিণ এবং মধ্য ইজরায়লের বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে। হাসপাতালে হামলার বেশ কিছু ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। তাতে দেখা গিয়েছে, ইরানি শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা সংঘটিত একটি যুদ্ধাপরাধ। ইজরায়েলের উপ-বিদেশমন্ত্রী শ্যারেন হাসকেল সোশ্যাল মিডিয়ায় সোরোকা হাসপাতালের রোগী এবং কর্মীদের ধোঁয়া থেকে পালিয়ে যাওয়ার এবং ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার ফুটেজ শেয়ার করেছেন। একই সঙ্গে বলেছেন, ''বিশ্বকে অবশ্যই কথা বলতে হবে। অসামরিক লক্ষ্যবস্তুর ওপর ইরানের এই আক্রমণ ইচ্ছাকৃত। অপরাধমূলক।'' ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু বলেন, ''ইরানের সন্ত্রাসবাদী স্বৈরাচারীরা বেয়ার শেভার সোরোকা হাসপাতাল লক্ষ্য

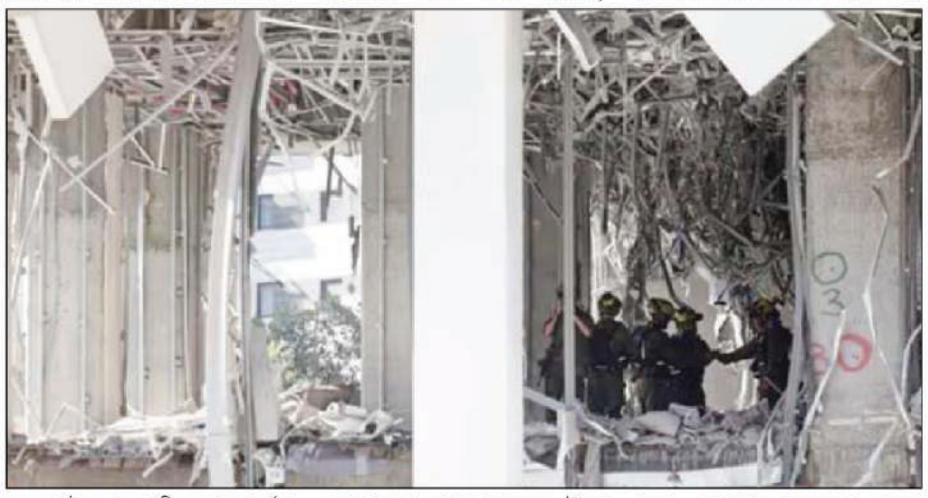

করে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে। হামলা হয়েছে লোকালয় লক্ষ্য করেও। তেহরানকে এর মূল্য চোকাতেই হবে।'' এদিকে, বৃহস্পতিবার সকালে ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাকচি জানিয়েছেন, ''ইরান গর্ব ও সাহসিকতার সঙ্গে আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করে যাবে। আমরা আক্রমণকারীকে অনুশোচনা করতে এবং তার গুরুতর ভুলের জন্য মাশুল দিতে বাধ্য করব।'' বুধবার রাতে, ইসলামিক রেভোলিউশনারি গার্ড কর্পস প্রথমবারের মতো ভারী, দূরপাল্লার, দুই-পর্যায়ের সেজিল ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে ইজরায়েলি লক্ষ্যবস্তুতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা শুরু করে।

হয়েছে। ইজরায়েল ডিফেন্স ফোর্সেস এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, বীরশেবা শহরের এক হাসপাতালে বৃহস্পতিবার সকালে সরাসরি ক্ষেপণাস্ত্র এসে পড়েছে। এই আক্রমণে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং ঘটনাস্থলে জরুরি মোকাবিলা বাহিনী পাঠানো হয়েছে। সোরোকা হাসপাতালের ডিরেক্টর জেনারেল শ্লোমি কোডেশ বলেছেন, ''আজ সকালে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় পুরনো এক সার্জিক্যাল ওয়ার্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যা সম্প্রতি খালি করা হয়েছিল।'' তিনি আরও বলেন, ''হাসপাতালের অন্যান্য ভবনের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। সমস্ত রোগী এবং কর্মী ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর ভয়ে দৌড়ে পালাচ্ছেন স্বাস্থ্য দফতরের কর্মীরা। ইরান থেকে ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্রের পর ইজরায়েল জুড়ে সাইরেন বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষেপণাস্ত্র আছড়ে পড়ে হাসপাতালের উপর। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সোরোকা হাসপাতাল সেখানে জনসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ করার অনুরোধ জানিয়েছে। অন্যদিকে, ইজরায়েলের স্বাস্থ্যমন্ত্রী উরিয়েল বুসো এই আক্রমণ প্রসঙ্গে ইজরায়েল আর্মি রেডিওকে জানিয়েছেন, দেশের দক্ষিণে বেয়ার শেভায় সোরোকা হাসপাতালকে ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে লক্ষ্যবস্তু করে ইরান একটি রেড লাইন অতিক্রম করেছে। এই ঘটনা

পোর্টাল চলছে কীভাবে! এবার রাজ্যের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের হাইকোর্টে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুনঃ ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে গত মঙ্গলবার হাইকোর্টে নতুন করে ধাক্কা খেয়েছে রাজ্য। নতুন করে জারি করা বিজ্ঞপ্তির উপরেও স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছে। আর এবার আরও বাড়ল বিড়ম্বনা। আদালত অবমাননার মামলা হল রাজ্যের বিরুদ্ধে। ওবিসি মামলার জটে আটকে আছে ভর্তি থেকে নিয়োগ। এরই মধ্যে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। অভিযোগ, স্থগিতাদেশ দেওয়ার পরও চালু রয়েছে রাজ্যের কলেজগুলিতে ভর্তির অনলাইন পোর্টাল। পোর্টালে ওবিসি-এ এবং ওবিসি-বি ক্যাটেগরির উল্লেখ রয়েছে। রাজ্যের জারি করা নতুন বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী সব শ্রেণিকে ভর্তির সুযোগ দেওয়া হয়েছে সেখানে। আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও কেন পোর্টাল খোলা হল, সেই প্রশ্ন তুলে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের হল কলকাতা হাইকোর্টে। মামলায় রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দফতর এবং মুখ্যসচিবকে পক্ষভুক্ত করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার পোর্টালের বিরুদ্ধে আবেদন জানিয়ে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ওবিসি সংরক্ষণ সংক্রান্ত মামলার মূল আবেদনকারীর আইনজীবী বিক্রম বন্দ্যোপাধ্যায়। গত মঙ্গলবার শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এই পোর্টালের সূচনা করেন। ২০১০ সালের পরবর্তী রাজ্যের দেওয়া সব ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল করা হয়েছিল আগেই। রাজ্যের বিধানসভাকে নতুন তালিকা প্রকাশ করার কথা বলা হয়েছিল। গত মঙ্গলবার নতুন একটি মামলায় ওই নতুন বিজ্ঞপ্তির উপরেও অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করা হয়েছে। অভিযোগ, রাজ্য নতুন নিয়ম মেনে তালিকা প্রস্তুত করেনি।

অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সঙ্কটজনক, এয়ারলিফট করে নিয়ে যাওয়া হল দিল্লি এইমসে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুনঃ প্রাক্তন বিচারপতি এবং তমলুকের বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে উন্নত চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হল দিল্লি এইমসে। তিনি দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে আইসিইউ-তে ভর্তি ছিলেন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁর শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক এবং তিনি 'লো ফ্লো অক্সিজেন সাপোর্ট'-এ ছিলেন। ৬৩ বছরের অভিজিৎবাবু ভুগছেন অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস এবং 'গ্যাস্ট্রোইনটেস্টিনাল সেপসিস'-এ। গত শনিবার হঠাৎই বারবার বমি ও তীব্র পেটব্যথা শুরু হলে তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছে, তাঁর অবস্থার উন্নতি সেভাবে হয়নি। বিপদ কেটেছে বলা যাচ্ছে না। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তাঁর দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসার প্রয়োজন, তাই দিল্লির এইমস হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা চালানোর কথা ভাবা হয়। পরিবারের সম্মতিতে ও দলের তরফে সিদ্ধান্ত নিয়ে বৃহস্পতিবার দুপুর নাগাদ তাঁকে আলিপুরের বেসরকারি হাসপাতাল থেকে দিল্লি নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। অভিজিৎবাবুকে কলকাতা থেকেই 'এয়ারলিফট' করে রাজধানীতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই ট্রান্সফারে তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল। অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের অসুস্থতার খবর পেয়েই মঙ্গলবার হাসপাতালে যান রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁকে দেখতে গিয়েছেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষও। সূত্রের খবর, সাংসদ হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার দিনই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সচিবালয় থেকে অভিজিৎবাবুর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। জানানো হয়েছিল, প্রয়োজন হলে পিএমও পাশে থাকবে। উল্লেখ্য, বিচারপতি হিসেবে কলকাতা হাইকোর্টে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রায় দিয়ে পরিচিতি পেয়েছিলেন তিনি। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে তিনি বিচারপতির পদ থেকে অবসর নিয়ে বিজেপিতে যোগ দেন এবং তমলুক আসন থেকে জয়ী হয়ে সাংসদ হন। চিকিৎসকদের মতে, অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিসে পেটের তীব্র যন্ত্রণা শরীরের অন্য অংশেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। অনেক সময় এই ব্যথা পিঠ বা বুক পর্যন্ত পৌঁছয়। সঙ্গে হয় বমি। অন্যদিকে, গ্যাস্ট্রোইনটেস্টিনাল সংক্রমণ গুরুতর হলে অন্ত্র ও খাদ্যনালিতে জটিলতা তৈরি হয়, এমনকি ক্যানসার পর্যন্ত হতে পারে।

সেলস ট্যাক্স বিল বিতর্কে নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত

বিজেপির বক্তব্য বিবরণী থেকে বাদ স্পিকারের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুনঃ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ফের রাজনৈতিক তরজা। বৃহস্পতিবার দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল সেলস ট্যাক্স অ্যামেন্ডমেন্ট বিল নিয়ে আলোচনার মাঝপথে বিধানসভা থেকে ওয়াকআউট করলেন বিজেপি বিধায়করা। আর এই ঘটনাকে ঘিরেই ঘটল নজিরবিহীন এক সিদ্ধান্ত। স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে বিজেপি বিধায়কদের বক্তব্য কার্যবিবরণী থেকে বাদ দেওয়া হল। পরে এ ব্যাপারে স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''ওরা কী মনে করেছে জানি না, তবে বিরোধীদের এমন আচরম অতীতে কখনও দেখিনি। তবে ওরা ক্রমাগত স্পিকারের চেয়ারকে অসম্মান করে চলেছেন।'' ঘটনায় ক্ষুব্ধ স্পিকার এও বলেন, ''আমি ব্যক্তিগতভাবে বিরোধীদের বাদ দিতে চাই না, চাই ওরা বিধানসভার আইন মেনে চলুন, কিন্তু বারবার এরকম আচরণ করলে আমরা বাধ্য হব আরও কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে।'' ঘটনার সূত্রপাত, এদিন দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল সেলস ট্যাক্স অ্যামেন্ডমেন্ট বিল নিয়ে আলোচনায় অংশ নেন বিজেপির অশোক লাহিড়ী, অম্বিকা রায় সহ একাধিক বিধায়ক। লাহিড়ী বলেন, '' বক্তব্য হয়ে গেলে সরকারপক্ষ কী বলছে, সেটাও শুনব।'' কিন্তু তাঁর কথা শেষ হতেই শঙ্কর ঘোষের নেতৃত্বে একে একে উঠে যেতে থাকেন বিজেপি বিধায়করা। যদিও অশোক লাহিড়ী বসেছিলেন। পরে ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে মন্ত্রীরা হই হই করতে থাকে। এরপর শঙ্কর ঘোষ কক্ষে আবার ঢুকে অশোক লাহিড়ীকে নিয়ে বেরিয়ে যান। অর্থ

দফতরের প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য রিপ্লাই দিতে শুরু করেন। কিন্তু তাঁর মুখে কথা শুরু হতেই বিরোধী আসন কার্যত ফাঁকা হয়ে যায়। ঘটনায় ক্ষুব্ধ মন্ত্রী বলেন, ''এটা রোজ রোজ হচ্ছে। ওনারা যা ইচ্ছে বলেন, আর আমাদের কথা শোনার আগেই বেরিয়ে যান। এটা আর চলতে পারে না।'' এমন পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপ করেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধানসভার রুলস উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, ''যাঁরা আলোচনার মাঝপথে এভাবে বিশৃঙ্খলা তৈরি করে বেরিয়ে যান, তাঁদের বক্তব্য কার্যবিবরণীতে থাকবে না।'' স্পিকার জানান, ''এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। আমি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছি। প্রয়োজনে বিজেপির বক্তব্য সম্পূর্ণ এক্সপাঞ্জ (বাতিল) করে দেব।'' এ সময় ট্রেজারি বেঞ্চ থেকে অরূপ বিশ্বাস, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সরব হন। বলেন, ''স্যার, ওঁরা রোজ এটা করছেন। আপনি পুরো বক্তব্য এক্সপাঞ্জ করে দিন।'' এ সময় চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানতে চান, ''তাহলে কি আমি ওঁদের বলা কথার উত্তর দেব? নাকি শুধু আমার বক্তব্য রাখব?'' জবাবে স্পিকারের মন্তব্য, ''আমি এক্সপাঞ্জ করে দিলাম। তাই আপনাকে রিপ্লাই দিতে হবে না। আপনি আপনার বক্তব্য রাখুন।'' পরে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য নিজের বক্তব্য রাখেন। ও বিলটি পাস হয়ে যায়। সেই সঙ্গে বিজেপি বিধায়কদের বক্তব্য কার্যত বাতিল হয়ে গেল বিধানসভার কার্যবিবরণী থেকে। যা বিধানসভার ইতিহাসে বিরল বলেই মনে করছেন অনেকেই। স্পিকারের সিদ্ধান্ত নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা।

বজবজে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে সুকান্ত, ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা চেয়ে 'চোর' স্লোগান

দুরন্ত বার্তা, বজবজ, ১৯ জুনঃ বজবজে আক্রান্ত বিজেপি কর্মীকে দেখতে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে রাজ্যসভাপতি সুকান্ত মজুমদার। ১০০ দিনের কাজের টাকা কেন মিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে না, সেই দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন স্থানীয়রা। শুধু তাই নয়, বিজেপি রাজ্য সভাপতিকে 'চোর চোর' বলে জুতোও ছোড়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বৃহস্পতিবারের এই বিক্ষোভের ঘটনায় শাসকদলকেও পাল্টা চোর স্লোগান দেন সুকান্ত মজুমদার। এর পরই তাঁর উদ্দেশে জুতো ছোড়া হয়। বিজেপি রাজ্য সভাপতি স্থানীয়দের ভিড়ের মধ্যে দিয়েই নিরাপত্তারক্ষীদের ঢালে নিজেকে আড়াল করে হাঁটতে হাঁটতে নিজের গাড়িতে ওঠেন। যেতে যেতে বলেন, ''মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রশ্ন করতে চাই, এটাকে গণতন্ত্র বলে কিনা?'' তিনি আরও বলেন, ''ওঁকে অনুরোধ করব, এই ভিডিওটা একবার দেখে নিতে। যেভাবে গণতন্ত্রকে আজকে রাস্তার মধ্যে নগ্ন করে দেওয়া হল, ধর্ষণ করা হল, সেটা ভাবা যায় না। এই পরিস্থিতি তৈরি করে রেখেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর তাঁর ভাইপো এবং জাহাঙ্গির খান।'' সুকান্ত আরও বলেন, ''এই কাজের জন্য জেহাদিদের নিয়ে আসা হয়েছে। এখানকার লোক নয়। বাংলাদেশের লোক রয়েছে। বাংলাদেশ থেকে এসে এইসব করছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এটাকে পাকিস্তান বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন।'' এ ব্যাপারে রাজ্যের বাণিজ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী শশী পাঁজা বলেন, ''বিজেপির সভাপতি নাকি শিক্ষক। আজকে বজবজে যখন মহিলারা তাঁকে ঘিরে ধরেন, বাংলার বঞ্চনা সম্পর্কে বলছিলেন, তখন সুকান্তবাবু মহিলাদের বললেন জেহাদি। ভাবুন তো, প্রতিনিয়ত এই অপমান করে যাচ্ছে বিজেপি। ক'দিন আগেও শাঁখা-সিঁদুর নিয়ে মন্তব্য করা হয়েছিল, কখনও বলেন মন্ত্রীদের জুতোর তলায় রাখেন। আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, সারা ভারতের মহিলা মুখ্যমন্ত্রীদের একজন তিনি। তাঁকে বিজেপির শ্রেষ্ঠ নেতা, যিনি বিশ্বগুরু, তিনি দিদিকে অপমান করে যাচ্ছেন। পুরো বিজেপির নেতা-পার্টি প্রত্যেকেই বাংলার নারীকে অপমান করে যাচ্ছেন। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করি।''

মোদি-ম্যাক্রঁর ঠাট্টা, উপহার গেল ডোকরা নন্দী, জি৭ সম্মেলনে আলোচনার বাইরেও অন্য মুহূর্ত

কানাডা, ১৯ জুনঃ জি৭ সম্মেলন মানেই কূটনীতির টানাপোড়েন, বিশ্ব অর্থনীতির আলোচনা, এবং গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের জটিল পরিকাঠামো। তবে এই রূঢ় পরিবেশের মধ্যেও কিছু মুহূর্ত হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত। কানাডার কানানাস্কিসে এবারের জি৭ সম্মেলনে ঠিক এমনই এক দৃশ্য উঠে এল ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রঁর হাস্যরসের মধ্য দিয়ে। ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রঁ নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় দু'মিনিটের একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন, যেখানে ধরা পড়েছে জি৭ সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রনেতার সঙ্গে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। সেখানেই রয়েছে প্রধানমন্ত্রী সঙ্গে দেখা করার এক অন্তরঙ্গ দৃশ্য। ভিডিওয় দেখা যাচ্ছে, হাসিমুখে দু'জন করমর্দন করছেন। তারপর মোদি একঝলকে বলে ওঠেন, ''আজকাল আপনিও তো টুইটারে যুদ্ধ করছেন দেখছি!'' সঙ্গে সঙ্গে হেসে ফেলেন দুই রাষ্ট্রনেতা। প্রধানমন্ত্রী মোদির পক্ষ থেকে ম্যাক্রঁকে উপহার হিসেবে দেওয়া হয় একটি 'ডোকরা নন্দী'। এটি শুধুমাত্র শিল্পকর্ম নয়, বরং ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি ও আত্মিক বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ। তামিলনাড়ুর ঐতিহ্যবাহী ধাতুশিল্প 'ডোকরা' পদ্ধতিতে তৈরি এই নন্দী মূর্তি হল ধর্মীয় চেতনা, সৌন্দর্যবোধ ও কারুশিল্পের মিশেল। ডোকরা শিল্পে লোস্ট-ওয়াক্স প্রযুক্তির মাধ্যমে তৈরি হয় এই ধাতব প্রতিমা। নন্দীর দেহে খোলা জালের মতো খোদাই, সূক্ষ্ম অলংকরণ এবং উজ্জ্বল লাল জিন বস্ত্র-সব মিলিয়ে এটি এক রাজকীয় শৈল্পিক নিদর্শন। জি৭ সম্মেলনে এবছর ছিল প্রধানমন্ত্রী মোদির পরপর ষষ্ঠবার অংশগ্রহণ, এবং কানাডায় তাঁর এক দশকের মধ্যে প্রথম সফর। সম্মেলনে ভারতের পক্ষ থেকে তুলে ধরা হয়েছে আন্তর্জাতিক সহাবস্থানের প্রয়োজনীয়তা, দক্ষিণ গোলার্ধের দেশের সঙ্গে আরও গভীর সহযোগিতা, এবং প্রযুক্তি ও সন্ত্রাসবাদের মতো বৈশ্বিক ইস্যুতে সম্মিলিত অবস্থান।

উড়ানের আগে সব ঠিক ছিল, বলছেন এয়ার ইন্ডিয়ার এমডি

নয়াদিল্লি, ১৯ জুনঃ আমদাবাদ বিমানবন্দর থেকে ওড়ার ৩৬ সেকেন্ডের মধ্যে ভেঙে পড়ে এয়ার ইন্ডিয়ার বোয়িং ৭৮৭ ড্রিমলাইনার। মৃত্যু হয় ২৭৪ জন যাত্রীর। দুর্ঘটনার ধাক্কায় প্রশ্নের মুখে পড়ে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা। এই আবহেই মুখ খুললেন সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর ক্যাম্পবেল উইলসন। এক খোলা চিঠিতে উইলসন দাবি করেছেন- দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানটি সম্পূর্ণ 'সুস্থ ও সুরক্ষিত' অবস্থায় উড়েছিল। তিনি জানান, বিমানের ডানদিকের ইঞ্জিনটি ২০২৫ সালের মার্চে এবং বাঁদিকের ইঞ্জিনটি এপ্রিল মাসে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছিল। বড় ধরনের মেরামতি হয়েছিল আগের বছর জুনে এবং পরবর্তী বড় পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসে। উইলসনের বক্তব্য অনুযায়ী, দুর্ঘটনার আগে বিমান বা ইঞ্জিনে কোনও যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়েনি। তদন্তে এখনও চূড়ান্ত কিছু বলা না হলেও, প্রাথমিক অনুমান-দু'টি ইঞ্জিন ফেলিওর অথবা সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক ও হাইড্রোলিক সিস্টেম বিকল হয়ে যাওয়াই এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কারণ। দুর্ঘটনার আগে বিমানে 'র‍্যাট' বা র‍্যাম এয়ার টারবাইন চালু হওয়ার অডিও ও ভিডিও ফুটেজ সেই অনুমানকে আরও জোরালো করছে।

সঞ্জয় ভর্মার সঙ্গে ২৩৪ বার ফোনে কথা সোনমের, কে এই মিস্ট্রি ম্যান?

ভোপাল, ১৯ জুনঃ রাজা রঘুবংশী হত্যাকাণ্ডে নতুন মোড়। স্ত্রী সোনমের ফোন থেকে পাওয়া গেল এক মিস্ট্রি ম্যানের নম্বর। সঞ্জয় ভর্মা নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে ২৩৪ বার ফোনে কথা বলেছিলেন সোনম। কে এই ব্যক্তি, তা নিয়েই মাথার চুল ছিড়ছিল পুলিশ। অবশেষে সেই রহস্য উদঘাটন হল। ১১ মে রাজা রঘুবংশীর সঙ্গে বিয়ে হয় সোনমের। এরপরে হানিমুনে মেঘালয়ে যায় নবদম্পতি। সেখানেই রাজাকে সুপারি কিলার দিয়ে খুন করায় সোনম। পুরো পরিকল্পনায় সাহায্য করেছিল সোনমের প্রেমিক রাজ কুশওয়াহা। পুলিশ ইতিমধ্যেই সোনম, রাজ ও তিন সুপারি কিলারকে গ্রেফতার করেছে। তবে তদন্তে নেমেই হঠাৎ উঠে আসে সঞ্জয় ভর্মার নাম। সোনমের ফোন থেকেই

পাওয়া গিয়েছে এই ব্যক্তির নাম। কল রেকর্ডিং চেক করে দেখা যায়, ৩৯ দিনের মধ্যে সোনম ও সঞ্জয়ের মধ্যে ২৩৯ বার ফোনে কথা হয়েছে। শুধু ১ মার্চ থেকে ৮ এপ্রিলের মধ্যে ১০০ বারের বেশি কথা হয়েছে। পুলিশ যখন এই নম্বর ট্রেস করার চেষ্টা করে, তখন দেখা যায় নম্বরটি সুইচ অফ। অদ্ভুতভাবে গত ৮ জুন ফোনটি সুইচ অফ হয়ে যায়। ওই দিনই উত্তর প্রদেশের গাজিপুর থেকে সোনমের খোঁজ মেলে। রহস্য তৈরি হচ্ছিল এই সঞ্জয় ভর্মাকে নিয়ে। কে এই ব্যক্তি, সোনমের সঙ্গে কী তাঁর সম্পর্ক, তা জানার চেষ্টা চলছিল। অবশেষে সেই রহস্যের জট কাটল। মেঘালয় পুলিশের তরফে জানানো হল, সঞ্জয় ভর্মা আর কেউ নয়, আসলে সোনমের প্রেমিক রাজ কুশওয়াহাই। পুলিশকে ঘোল খাওয়াতেই সোনম রাজের নাম বদলে সঞ্জয় ভর্মা বলে সেভ করেছিল।

'অপারেশন সিন্ধু' শুরু ভারতের, দেশে ফিরল ১১০ পড়ুয়া

নয়াদিল্লি, ১৯ জুনঃ নতুন অভিযানে ভারত সরকার। এবার শুরু হল 'অপারেশন সিন্ধু'। মধ্য প্রাচ্যে যে যুদ্ধ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে ইরান-ইজরায়েলের সংঘাতের জেরে, তার মাঝেই এই অভিযান। ইরানে আটকে থাকা ভারতীয়দের উদ্ধার করে আনা হল দেশে। প্রথম দফায় ১১০ জন দিতেই শুরু হল অপারেশন সিন্ধু। গতকাল, বুধবারই ইরান থেকে আর্মেনিয়া হয়ে দোহায় নিয়ে আসা হয় ১১০ জন ভারতীয়কে। এরপরে সেখান থেকে বিমানে এ দিন ভোরে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছন তারা। জানা গিয়েছে, উদ্ধার করে আনা ১১০ জন ভারতীয়ের মধ্যে ৯০ এর মধ্যে অধিকাংশ পড়ুয়া আবার জম্মু-কাশ্মীরের। ইরান-ইজরায়েলের সংঘাত শুরু হওয়ার পরই কাশ্মীরে বিক্ষোভ মিছিলও বেরিয়েছিল সেই কারণে। ভারতীয় পড়ুয়াদের ধাপে ধাপে উদ্ধার করে আনার কাজ শুরু করতেই জম্মু-কাশ্মীর স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের তরফে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও

ভারতীয় পড়ুয়া ফিরল দিল্লিতে। ইরান-ইজরায়েলের সংঘাতের পরই সেখানে আটকে পড়া ভারতীয়দের নিয়ে উদ্বেগ বেড়েছিল। ভারত সরকারও হাত গুটিয়ে থাকেনি। ভারতীয়দের উদ্ধার করে আনার যথাসাধ্য চেষ্টা করছিল, কিন্তু ইরানের আকাশপথ বন্ধ থাকায় তা সম্ভব হচ্ছিল না। পরে ইরান সরকার সীমান্ত দিয়ে উদ্ধারকাজে সম্মতি জনই জম্মু-কাশ্মীরের। এই ১১০ জনই ইরানের উরমিয়া মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটি থেকে ডাক্তারি পড়ছিলেন। ৯০ জন কাশ্মীরী পড়ুয়াকে শ্রীনগর পর্যন্ত যাওয়ার ফ্লাইটে যাওয়ার নিখরচায় ব্যবস্থা করে দিয়েছে ভারত সরকার। সূত্রের খবর, ইরানে প্রায় ১৩ হাজারেরও বেশি ভারতীয় পড়ুয়া রয়েছে। অধিকাংশই মেডিক্যাল পড়তে যায়। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। ইরানে ভারতীয় পড়ুয়া ছাড়াও একাধিক পুণ্যার্থীও আটকে রয়েছেন। তাদেরও ধাপে ধাপে দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই তেহরানে ইমার্জেন্সি হেল্পলাইন চালু করা হয়েছে। ইরানে আটকে থাকা ভারতীয়দের দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে বলা হয়েছে।

বাংলায় পুড়ে মরেছে ১৫০ জন, শুভেন্দু সুর চড়াতেই জবাব ফিরহাদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুনঃ বিধানসভায় উল্লেখপর্বে খিদিরপুর আগুনে সরকারের ব্যর্থতা নিয়ে সরব হন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার ব্যাখ্যা দিলেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। এদিনের বিধানসভায় তাঁর তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য বলেন, ''আগুন ধরার পর সেই জায়গাতেই প্রমোটিং হয়েছে, এমন ঘটনা, কলকাতা তথা রাজ্যের কোথাও নেই। আগুনের পরে একটা বড় বিল্ডিং হয়েছে এমন দৃষ্টান্তও নেই। উল্টে পুনর্বাসন করতে সমস্যায় পড়তে হয়েছে।'' প্রসঙ্গত, খিদিরপুর বাজারে অগ্নিকাণ্ডের পর সিপিএম ও বিজেপির তরফ থেকে ম্যান মেড আগুনের তত্ত্ব তুলে ধরা হচ্ছিল। অভিযোগ উঠছিল, ওই এলাকায় প্রমোটিংয়ের চক্রান্ত করা হচ্ছে। দমকল কেন দেরিতে পৌঁছয়, তা নিয়েও সিপিএম নেতা মহম্মদ সেলিম ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী প্রশ্ন তুলেছিলেন। সেই প্রশ্নের অবশ্য উত্তর বিধানসভাতে দাঁড়িয়েছিলেন দিয়েছেন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। এদিন বিধানসভার উল্লেখপর্বে এই ইস্যুটি উত্থাপিত হলে জবাব দেন ফিরহাদ। মন্ত্রী জানান, গত ১৪ বছরে অগ্নিকাণ্ডে রাজ্যে ১৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে। রাজ্যে ১৩০টি দমকল স্টেশন রয়েছে এখনও পর্যন্ত। চলতি বছরই কলকাতায় ১২টি বড় অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। শুভেন্দুর বক্তব্য অনুযায়ী, জাতীয় রেকমেনডেশন কমিটির তথ্য অনুযায়ী, এখানে ২০০০ দমকল কেন্দ্র হওয়া উচিত, অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সমেত। বিরোধীদের তরফ থেকে বলা হয়, ''সামগ্রিক ভাবে কলকাতা পুরসভা, দমকল, পুলিশ মিলে জনস্বার্থে এসওপি করুন। নতুন ফায়ার ব্রিগেড স্টেশন নেই। ব্যবস্থা নিন।'' জবাবে ফিরহাদ হাকিম বলেন, ''ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। আমরা ইতিমধ্যেই এসওপি করেছি। শুধু সরকারকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। মানুষের অসচেতনতার কথাও উল্লেখ করেন তিনি।'' বিরোধী দলনেতা শুভেন্দুর দাবি, ''নারকেলডাঙা থেকে খিদিরপুর, হাওড়ার মঙ্গলাহাট- ঝুপড়ি এলাকাতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার পিছনে একটাই কারণ, অত্যন্ত মূল্যবান জমিগুলি দখল। ওই জায়গাটা কিছুদিন ফাঁকা পড়ে থাকবে, তারপর প্রোমোটিং হবে।''

বরুণ সেনগুপ্তের প্রয়াণ দিবসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রদ্ধা

কলকাতা, ১৯ জুন ঃ একটি দৈনিক সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠাতা, প্রথিতযশা সাংবাদিক বরুণ সেনগুপ্তের প্রয়াণ দিবসে 'বিনম্র শ্রদ্ধা ও প্রণাম' জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী এক্সবার্তায় লিখেছেন, বরুণ-দা সাংবাদিকতাকে এক অনন্য সাহসী মাত্রায় নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর নির্ভীকতা ও সাবলীল লেখনী আজও তাই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।বরুণ-দা আমাদের গর্ব। তাঁর নামে যে আমাদের শহরে আমি একটা মেট্রো রেলস্টেশন করতে পেরেছি, তার জন্য নিজেকে কৃতার্থ মনে হয়।

লেহগামী উড়ানে যান্ত্রিক ত্রুটি, দিল্লি ফিরলো বিমান

নয়াদিল্লি, ১৯ জুনঃ ফের উড়ানে বিভ্রাট, বিমানে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে জরুরি অবতরণ। দিল্লি থেকে লেহগামী উড়ানে যান্ত্রিক ত্রুটি। মাঝ আকাশ থেকে ফিরল বিমান। দিল্লিতে অবতরণ ইন্ডিগো বিমানের।জানা গেছে, ৬ই২০০৬ বিমানটি দিল্লির বিমানবন্দর থেকে এদিন সকালে গন্তব্যের উদ্দেশে পাড়ি দিয়েছিল। লেহতে পৌঁছানোর কথা থাকলেও যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বিমানটি দিল্লি ফিরে আসে। বিমানটি পুনরায় চালু করার আগে প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলছে। বিমান সংস্থার সূত্রে জানা গেছে, যাত্রীদের লেহ নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি বিকল্প বিমানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বাগনানে বাসে ধাক্কা লরির, মৃত ৪

হাওড়া, ১৯ জুন ঃ বাগনানে বাসে ধাক্কা লরির। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ৪ যাত্রীর। আহত হয়েছেন বাসচালক, কন্ডাক্টর সহ কমপক্ষে ৩০ জন।জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকালে বাগনান-শ্যামবাজার রুটের একটি বাস মুম্বই রোড পার হচ্ছিল। সেই সময় সিগন্যাল উপেক্ষা করে ছুটে আসা একটি লরি সজোরে ধাক্কা মারে বাসটিতে। সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৪ যাত্রীর। আহতদের স্থানীয়হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। লরিটিকে আটক করেছে পুলিশ। দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

শুভমান গিলের অধিনায়কত্বে জয়-পরাজয়ের রেকর্ড

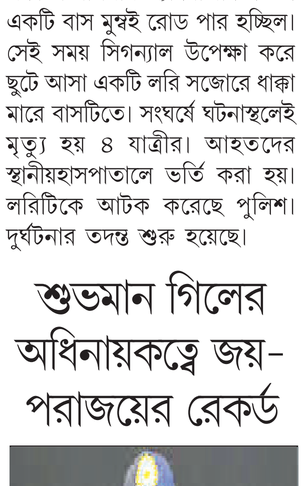

কলকাতা, ১৯ জুন ঃ ভারত-ইংল্যান্ডের মধ্যে প্রথম টেস্টটি আজ, শুক্রবার লিডসের হেডিংলিতে শুরু হবে। এই ম্যাচে ভারতকে প্রথম নেতৃত্ব দিতে নামছেন শুভমান গিল।২৫ বছর বয়সী এই খেলোয়াড়ের ভারতের নেতৃত্ব দেওয়ার একমাত্র পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল ২০২৪ সালের জুলাই মাসে জিম্বাবোয়ের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ।টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে, জিম্বাবোয়ের বিপক্ষে একমাত্র বিদেশে সিরিজ ছাড়াও, গিল তার রাজ্য দল পঞ্জাব এবং আইপিএলে গুজরাট টাইটান্স ফ্র্যাঞ্চাইজির নেতৃত্ব দিয়েছেন।এক নজরে দেখে শুভমানের নেতৃত্বে জয় পরাজয়ের পরিসংখ্যানঃঅধিনায়ক (টি-২০) রেকর্ডঃম্যাচ৫টি জয়ঃ ৪টি

আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনাঃ২১১ দেহ শনাক্ত, ১৮৭ জনের দেহ হস্তান্তর পরিজনদের

আহমেদাবাদ, ১৯ জুন ঃ আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবারও স্বজনহারাদের ভিড় চোখে পড়েছে হাসপাতাল চত্বরে। এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান দুর্ঘটনায় মৃত ২১১ জনের দেহ ডিএনএ পরীক্ষায় শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে এখনও পর্যন্ত। এর মধ্যে ১৮৯টি মৃতদেহ তাঁদের পরিজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। আহমেদাবাদ সিভিল হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ রাকেশ জোশী বলেন, এখনও পর্যন্ত ২১১টি ডিএনএ নমুনা মিলেছে। এর মধ্যে ১৮৯টি মৃতদেহ তাঁদের পরিজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।উল্লেখ্য, এদিনই সকালে গুজরাটের স্বাস্থ্যমন্ত্রী রুষিকেশ প্যাটেল জানিয়েছিলেন, এদিন সকাল প্রত্যন্ত ২১০টি ডিএনএ নমুনা মিলেছে এবং ১৮৭টি মৃতদেহ সংশ্লিষ্ট পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। বাকি দেহগুলি শীঘ্রই হস্তান্তর করা হবে। তারপরে সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে আহমেদাবাদ সিভিল হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ রাকেশ জোশী সেই বিষয়ে তথ্য দেন।প্রসঙ্গত, ১২ জুন দুপুরে আহমেদাবাদ-লন্ডন এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান টেকঅফের কিছুক্ষণ পরেই ভেঙে পড়ে আহমেদাবাদের মেঘানিনগর এলাকায়। বহু যাত্রী মারা গিয়েছেন এই বিমান দুর্ঘটনায়। এদিন দুপুর ১টা ১৭ মিনিট নাগাদ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বিমানবন্দর থেকে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানটি লন্ডনের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেছিল। ১টা ৩৮ মিনিট নাগাদ ভেঙে পড়ে বিমানটি খবর সূত্র জানা গিয়েছে বলে মনে করা হয়েছে।

জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে ফের যান চলাচল স্বাভাবিক

জম্মু, ১৯ জুন ঃ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে ফের স্বাভাবিক হয়েছে সব ধরনের যান চলাচল। ছোট গাড়িগুলিকে দুই দিক থেকেই যাতায়াতের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তবে বড় গাড়িগুলিকে আপাতত শুধু শ্রীনগর থেকে জম্মুর দিকে যেতেই ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে।ট্রাফিক বিভাগের এক আধিকারিক জানান, জাতীয় সড়কে স্বাভাবিক নিয়মে যান চলাচল শুরু হয়েছে। ছোট যানবাহনগুলিকে নিজ নিজ লেনে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং গতি নিয়ন্ত্রণ করতে ও ওভারটেক এড়াতে বলা হয়েছে, যাতে কোনও রকম যানজটের পরিস্থিতি তৈরি না হয়। অন্যদিকে , রাজৌরি ও পুঞ্চ জেলাকে দক্ষিণ কাশ্মীরের শোপিয়ানের সঙ্গে যুক্ত করা মুঘল রোডও যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে বলে জানান।

আহমেদাবাদঃরথযাত্রার নিরাপত্তায় ৪০ এআই ড্রোন

আহমেদাবাদ, ১৯ জুন ঃ আহমেদাবাদে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশ ৪০টি এআই-চালিত ড্রোন ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভিড়, যানবাহন, ট্র্যাফিক জ্যাম নিয়ন্ত্রণ এবং কোনওরকম অস্বাভাবিক কার্যকলাপ শনাক্ত করতে এই প্রযুক্তি সহায়তা করবে বলে জানা গেছে। ড্রোনগুলির মাধ্যমে আকাশপথে নজরদারি ছাড়াও ৪০টি স্থানে এআই-পরিচালিত সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। জামালপুরের জগন্নাথ মন্দির থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ যাত্রাপথে পুরো শোভাযাত্রার নিরবিচ্ছিন্ন কভারেজ নিশ্চিত করার জন্য সবরকম ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন সোনিয়া গান্ধী

নয়াদিল্লি, ১৯ জুন ঃ হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী। জানা গিয়েছে, পেটে ব্যথা-সহ কিছু উপসর্গ নিয়ে দিল্লির গঙ্গারাম হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন ৭৮ বছরের ওই নেত্রী।উল্লেখ্য, সোনিয়া গান্ধী চলতি মাসের ১৫ তারিখে পেটের সমস্যার নিয়ে স্যার গঙ্গা রাম হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। চিকিৎসার পর বৃহস্পতিবার তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। স্যার গঙ্গা রাম হাসপাতালের চেয়ারম্যান ডাঃ অজয় স্বরূপ জানান, সোনিয়া গান্ধীর অবস্থা স্থিতিশীল এবং তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তবে তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখা হবে বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন।

বিরোধী দলনেতা পট্টনায়কের স্বাস্থ্যের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর

ভুবনেশ্বর, ১৯ জুন ঃ ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি বিরোধী দল নেতা সুপ্রিমো নবীন পট্টনায়কের দ্রুত সুস্থতার জন্য কামনা করেছেন। যিনি মুম্বইয়ে. সার্ভিকাল আর্থ্রাইটিসের চিকিসা নিতে যাচ্ছেন।নবীন পট্টনাযক তার আসন্ন চিকিসা সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার জন্য এক্স বার্তায়ে লিখেছেন ভগবান জগন্নাথের আশীর্বাদ এবং ওড়িশার আমার ভাইবোনদের শুভকামনায়, আমি শীঘ্রই আপনাদের সকলের সেবা করার জন্য ফিরে আসার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। ওড়িশার জনগণকে সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। বিরোধী দলনেতার চিকিৎসার জন্য ২২ জুন মুম্বইয়ের কোকিলাবেন ধীরুভাই আম্বানি হাসপাতালে ভর্তি করা হবে। এক্স বার্তায়ে মুখ্যমন্ত্রী মাঝি জানিয়েছেন, বিরোধী দলনেতা নবীন পট্টনায়কের অসুস্থতার কথা জেনে আমি উদ্বিগ্ন।

রাহুল গান্ধীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি, ১৯ জুন ঃ লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাহুলের দীর্ঘ ও সুস্থ জীবনেরও প্রার্থনা জানান তিনি।বৃহস্পতিবার এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে নরেন্দ্র মোদী শুভেচ্ছা জানান রাহুল গান্ধীকে। প্রধানমন্ত্রী এদিন লেখেন, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। তাঁর দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন কামনা করি।

উত্তাল সমুদ্র, মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা জারি

কলকাতা, ১৯ জুন ঃ নিম্নচাপ এবং খারাপ আবহাওয়ার জন্য উত্তাল সমুদ্র। এই পরিস্থিতিতে যেসব মৎস্যজীবীরা ট্রলার নিয়ে গভীর সমুদ্রে গিয়েছেন, তাঁদের অবিলম্বে উপকূলে ফিরে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মস্য দফতরের নির্দেশ অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সমুদ্রে যাওয়া একেবারেই নিষিদ্ধ।গত ১৪ জুন গভীর রাতে কাকদ্বীপের বিভিন্ন খেয়াঘাট থেকে অনেক ট্রলার সমুদ্রে পাড়ি দেয়। প্রথম দফাতেই প্রচুর ইলিশ ধরা পড়ে মৎস্যজীবীদের জালে। গত কয়েক বছরের তুলনায় এবার ইলিশ ধরা পড়ছে বেশি। তাই মৎস্যজীবীদের মধ্যে আশা জেগেছিল। কিন্তু হঠাৎ করে আবহাওয়ার পরিবর্তনে ঘূর্ণাবর্ত এবং জলোচ্ছ্বাসের আশঙ্কা তৈরি হওয়ায় সব বিশ বাঁও জলে। বিপদ এড়াতে আগাম সতর্কবার্তা দিয়ে ট্রলারগুলোকে ফিরে আসার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন।বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সমুদ্রে যাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

সন্দেশখালির প্রতিবাদী মুখ পিয়ালীকে ক্রমান্বয়ে নিপীড়নের অভিযোগ শুভেন্দুর

কলকাতা, ১৯ জুন ঃসন্দেশখালির প্রতিবাদী মুখ পিয়ালীকে ক্রমান্বয়ে নিপী।নের অভিযোগ তুললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।শুভেন্দুবাবু পিয়ালির অভিযোগের ভিডিও দাখিল করেন। বৃহস্পতিবার শুভেন্দুবাবু সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, সন্দেশখালিতে শেখ শাহজাহানের অপরাধের সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া প্রতিবাদী মা বোনদের মধ্যে অন্যতম বোন পিয়ালী দাস (মাম্পি) কে গত ক'দিন ধরে তৃণমূলের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ভাবে প্রলোভনের ফাঁদে ফেলে নিজেদের দলে ভেড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছিল।পিয়ালী দাস সেই প্রলোভনে পা না দেওয়ায়, পরে পুলিশ কে দিয়ে চাপ দেওয়া শুরু হয়। তাতেও চিঁড়ে না ভিজলে পিয়ালী দাসকে সন্দেশখালি থানার চটি চাটা ওসি বলাই ঘোষ হোয়াটস অ্যাপ কল করে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে, হুমকি দেয়, কথা না শোনার খেসারত দিতে হবে, তার জন্য যা ব্যবস্থা নেবার সে নেবে, তার কেউ কিছু করতে পারবে না ইত্যাদি বলে শাসানোর পুরোদমে চেষ্টা করে।সন্দেশখালির ওসি বলাই ঘোষ এই সমস্ত হুমকি সেখানকার স্থানীয় ভিলেজ পুলিশ বিশ্বজি দাসের ফোনের হোয়াটস অ্যাপ ব্যবহার করে দেয় যাতে তার বিরুদ্ধে সরাসরি কোনো প্রমান না রয়ে যায়।সন্দেশখালির প্রতিবাদী মুখ বোন পিয়ালী দাস শাসক দল তৃণমূল আর তার দলদাস পুলিশের শত প্রলোভন, হুমকি চমকানিকে উপেক্ষা করে সাহসের সাথে নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল রয়েছেন, তিনি মাথা নত করেন নি। আমি ওনার এই সাহসী মনোভাবের প্রশংসা করি।আমরা বার বার বলেছি যে তৃণমূলের সাথে সাধারণ মানুষের সমর্থন নেই, রাজ্যে তোলামূলের অস্তিত্ব টিকে রয়েছে পুলিশ, জেহাদী আর দুষ্কৃতীদের জন্য। আমাদের এই দাবী যে সত্য তা এই ঘটনায় আরো একবার প্রমাণিত হল। এই চোর ডাকাতদের রাজত্ব আর বেশি দিন নেই, বদল হবেই হবে আজই হবে।

হিন্দুদের প্রসাদ তৈরির বরাতও মুসলিমদের, প্রশ্ন সুকান্তর

কলকাতা, ১৯ জুন ঃ হিন্দুদের উদ্দেশ্যে বিতরনের জন্য প্রসাদ তৈরির বরাতও মুসলিম ব্যবসায়ীদের দেওয়া হচ্ছে? এক্সবার্তায় এই প্রশ্ন তুললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার।সংশ্লিষ্ট সরকারি নির্দেশিকার একাংশ তুলে ধরে তিনি জানতে চেয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনের কাছে জানতে চাইছি, এই বিজ্ঞপ্তিটি কি সত্য?। এই সঙ্গে বুধবার রাতে সুকান্তবাবু এক্সবার্তায় লিখেছেন, রানীনগর - ১ নং ব্লকে 'দীঘা জগন্নাথ ধাম সাংস্কৃতিক কেন্দ্র' এর প্রসাদ (মিষ্টান্ন) রেশন ডিলারদের কাছে সরবরাহের জন্য যে বিজ্ঞপ্তি সামনে এসেছে তা নিয়ে এখন স্থানীয় হিন্দুদের মধ্যে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এই বিজ্ঞপ্তির সত্যতা অবিলম্বে প্রশাসনকে সর্বসমক্ষে আনতে হবে।বিজ্ঞপ্তিতে দেখা যাচ্ছে, স্থানীয় বেশ কিছু মিষ্টির দোকানের মালিকদের নাম ও নম্বর দেওয়া হয়েছে, যেখানে সেই তালিকায় দেওয়া চারটি মিষ্টির দোকানের মধ্যে তিনটিরই মালিক মুসলিম!তাহলে কি মাননীয়ার 'তোষণের' ওবিসি তালিকার মতো এখানেও ঘুরপথে মুসলিমদের সংরক্ষণ নিশ্চিত করে দিতে এখন থেকে সরকারি উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে জানান হয়?

নলবাড়ির ব্রহ্মপুত্রে নৌকাডুবি, উদ্ধার অভিযানে এনডিআরএফ-এসডিআরএফ

নলবাড়ি (অসম), ১৯ জুন ঃ নলবাড়ি জেলার অন্তর্গত বরক্ষেত্রী বিধানসভা এলাকাধীন মুকালমোয়ার বুকচিরে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র নদে সংঘটিত নৌকাডুবিতে তিন শিক্ষার্থী সহ চারজন নিখোঁজ হয়ে গেছেন। নিখোঁজদের জীবিতাবস্থায় উদ্ধার অভিযানে নেমেছে এনডিআরএফ এবং এসডিআরএফ।ঘটনা বৃহস্পতিবার সকাল প্রায়৭.৪৫টায় মুকালমোয়ার নদিয়া-পেরাধরা ঘাটে সংঘটিত হয়েছে। এদিন সকালে নলবাড়ির মুকালমোয়ায় ব্রহ্মপুত্র নদের নদিয়া-পেরাধরা ফেরিঘাট থেকে ছাত্রছাত্রী সহ প্রায় ২০ জনকে (ভুক্তভোগী এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে ৩০ থেকে ৩৫ জন) নিয়ে ওপারে লারকুচির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল ইঞ্জিলচালিত নৌকাটি। নৌকার সিংহভাগ আরোহী ছিল ছাত্রছাত্রী। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ফেরি নৌকাটি ঘাট থেকে ছেড়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর ডুবে যায়। তবে নৌকার অধিকাংশ যাত্রী সাঁতরে কোনওভাবে পারে উঠতে সক্ষম হলেও তিন শিক্ষার্থী সহ চারজন জলে হারিয়ে গিয়েছেন।নিখোঁজ শিক্ষার্থীদের জাতীয় বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র আরিয়ান আলি, রামপুর জনতা হাইস্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র মাজিদুল ইসলাম এবং পেরাধরা হাসপাতালের চতুর্থ বর্গের কর্মচারী আব্দুল গফুর বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। তৃতীয় নিখোঁজ ছাত্রের পরিচয় জানা যায়নি।জেলা প্রশাসন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, নৌকাডুবির খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে এনডিআরএফ এবং এসডিআরএফ-এর দল নিয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তারা। সূত্রটি জানিয়েছে, এনডিআরএফ-এর ১ নম্বর ব্যাটালিয়নের ৩১ জনের দল চারটি রবার বোট, চারজন ডুবারু এবং দুটি ডিপ ডাইভার সেট নিয়ে ব্রহ্মপুত্রে ঝাঁপিয়েছেন।

কালীগঞ্জ উপনির্বাচনঃভোট দিলেন তৃণমূল প্রার্থী

নদিয়া, ১৯ জুন ঃবৃহস্পতিবার সকাল সাতটায় শুরু হয়ে ছিল কালীগঞ্জ উপনির্বাচন। সেখানে তৃণমূল প্রার্থী আলিফা আহমেদ ভোট দিলেন। পলাশীর মীরা বালিকা বিদ্যানিকেতনের ভোটকেন্দ্রে ভোট দিয়ে বেরিয়ে এসে তিনি জানান, প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে অনেকেই ভোট দিতে আসছেন। আরও বেশি সংখ্যক মানুষকে বুথে এসে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানালেন তৃণমূল প্রার্থী আলিফা। তিনি বলেন, উন্নয়নমুখী কালীগঞ্জ গড়ে তুলতে সবাই নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করুন। যোগ্য প্রার্থীকে জয়যুক্ত করুন। বৃষ্টি কমলে ভোটদানের হার আরও বাড়বে বলে আশাপ্রকাশ করেন তিনি। বিরোধী বিজেপিকে আলিফার কটাক্ষ, ওরা এজেন্ট বসাতে পারছে না। তার জন্য আমরা কী করতে পারি? তাঁদের সংগঠন নেই। আমরা মাটি কামড়ে পড়ে আছি বলে মনে করা হয় বলে জানান হয়েছে আজই।অন্যদিকে সেখানে বড়চাঁদঘর উচ্চ বিদ্যালয়ের ৪৫ নম্বর বুথে নিজের ভোটাধিকার প্রযোগ করলেন কালীগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনের কংগ্রেস প্রার্থী কাবিলউদ্দিন আহমেদ। ভোটদান করে তিনি বলেন, আবহাওয়া খুবই ভাল। কালীগঞ্জ কৃষিপ্রধান অঞ্চল, তাই বৃষ্টি হওয়া ভাল খবর। নিরাপত্তাও ভাল আছে। তবে ২১ নম্বর বুথে কংগ্রেস প্রার্থীর এজেন্টকে বার করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে রাজ্যের শাসকদল।উল্লেখ্য, তৃণমূলের বিধায়ক নাসিরুদ্দিন (লাল) আহমেদের মৃত্যুতে নদিয়ার কালীগঞ্জে উপনির্বাচন হচ্ছে। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে বাড়িতেই আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন তাঁর মৃত্যু হয়। বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। তাঁর মৃত্যুর পর প্রায় চার মাস বিধায়কহীন রয়েছে কালীগঞ্জ।অন্যদিকে ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন কালীগঞ্জের বিজেপি প্রার্থী আশিস ঘোষ। ৮০।১৭৩ নম্বর বুথে ভোট দিলেন কালীগঞ্জের বিজেপি প্রার্থী আশিস ঘোষ। তিনি বলেন, আমি জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী। তবে তিনি উপনির্বাচনে ছাপ্পা এবং ভোট লুটের আশঙ্কা করছেন।উল্লেখ্য, গত বিধানসভা ভোটে কালীগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী নাসিরউদ্দিন তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির অভিজি ঘোষকে ৪৬ হাজারেরও বেশি ভোটে হারিয়েছিলেন।প্রসঙ্গত, কালীগঞ্জে এবার তৃণমূলের তরফে প্রার্থী করা হয়েছে প্রয়াত বিধায়ক নাসিরউদ্দিন আহমেদের কন্যা আলিফা আহমেদকে। আলিফা এর আগে কালীগঞ্জ থেকে জেলা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ময়দানে আছেন বিজেপির আশিস ঘোষ এবং বামফ্রন্ট সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী কাবিলউদ্দিন আহমেদ খবর সূত্র থেকে জানান হয় বলে থাকেন।

নিপীড়িত মহিলাদের সাহায্য করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত ওয়ান স্টপ সেন্টার্য

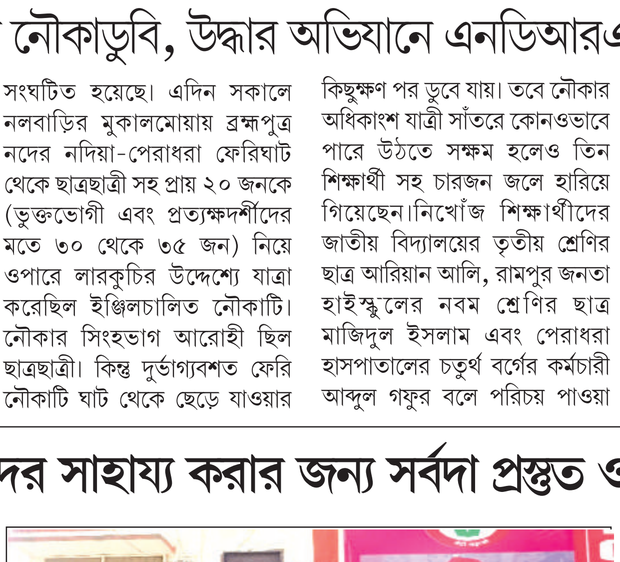

নয়াদিল্লি, ১৯ জুন ঃ প্রায়শই তিক্ত অভিজ্ঞতার পরে জীবনের দিক পরিবর্তন হয় এবং অবস্থা বদলে যায়। কিছু মানুষ এটিকে ইতিবাচকভাবে নেয়। তখন যেমন এদের জীবনেও উন্নতি হয়, পাশাপাশি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে নিজেদের মতো নিপীড়িত মহিলাদের সাহায্য করতেও শুরু করে। কেন্দ্রীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রকের সহায়তায় পরিচালিত ইন্দোরের ওয়ান স্টপ সেন্টারে এমন নিপীড়িত মহিলাদের অনেক অনুপ্রেরণামূলক কাহিনী পাওয়া যায়। রেখার (নাম পরিবর্তিত) গল্পটিও অনুপ্রেরণার চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। চার বছর আগে, ৩৬ বছর বয়সী রেখার স্বামী তাকে রাস্তায় ফেলে দেয় মৃত্যুর জন্য। তিনি বলেন যে তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা মধ্যরাতে তাঁর স্বামীর সাথে তাঁকে মারধর করে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। করোনার কঠিন সময় ছিল তখন। আহত রেখা কোনওভাবে ইন্দোরের বিজয়নগরের ওয়ান স্টপ সেন্টারে পৌঁছেছিলেন এবং তাঁকে সাত দিনের জন্য চিকিৎসা সুবিধা সহ আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল। তিনি আইনি সহায়তা এবং পরামর্শও পেয়েছিলেন। এরপর, ছয় মাসের প্রশিক্ষণের পর তাঁকে একটি এনজিওতে চাকরি দেওয়া হয়। আজও আইনি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন রেখা। এখন শ্বশুরবাড়ির লোকজনের দ্বারা নির্যাতিত হওয়া নারীদের সাহায্য করছেন রেখা। তিনি তাদের শক্তি দিচ্ছেন, মনোবল বৃদ্ধি করছেন। রেখা বলেন যে, নারীরা তাদের সম্পর্ক বাঁচাতে গিয়ে প্রায়শই ভুলে যান যে তাঁদেরও অস্তিত্ব আছে, মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার অধিকার আছে। হয়রানি সহ্য করলে সমস্যার সমাধান হয় না, তাই সবার আগে নারীদের নিজেদের শক্তিশালী করে তোলা উচিত এবং এই শিক্ষাই তিনি এখন দিচ্ছেন।হর্ষিতা (নাম পরিবর্তিত) তাঁর এক মাস বয়সী শিশু কন্যাকে নিয়ে এই কেন্দ্রে আসেন। তার নিজের এবং সন্তানের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তিনি উদ্বিগ্ন। তিনি বলেন যে, কন্যা সন্তানের জন্ম দেওয়ার জন্য তাঁর স্বামী তাঁকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছিলেন। দুই বছর আগে বিয়ে করে যে সুন্দর জীবনের স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন তা এখন ভেঙে যাচ্ছে। হর্ষিতা বলেন যে, এখন তাঁকে নিজের এবং মেয়ের যত্ন নিতে হবে। অর্থনীতিতে এমএ পাশ হর্ষিতা। এখন তিনি তাঁর সঙ্গে হওয়া অবিচারের সুবিচার এবং মেয়ের জন্য ন্যায়বিচার চান। হর্ষিতা চান পুনরায় সংসার ফিরে পেতে। আশা করেন, তাঁর সব যেন ঠিক হয়ে যায়। এই আশা নিয়ে তিনি গত এক মাস ধরে এই কেন্দ্রে আসছেন এবং আইনি পরামর্শ নিচ্ছেন। হর্ষিতা আশা করেন যে একদিন তাঁর স্বামী অবশ্যই এই কেন্দ্রে আসবেন এবং সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।বছর পঞ্চাশের কৌশল্যাও ন্যায়বিচারের জন্য ওয়ান স্টপ সেন্টারে আসেন। এই বয়সেও তাঁর স্বামী তাঁকে প্রতিদিন মারধর করেন। পরিচারিকার কাজ করে যা কিছু তিনি উপার্জন করেন তা কেড়ে নেন এবং তাঁকে ঘর থেকে বের করে দেন। স্বামীর এই অত্যাচারে ক্লান্ত হয়ে তিনি এখন সাহায্যের জন্য ওয়ান স্টপ সেন্টারে আসছেন। কৌশল্যা বলেন যে সন্তানরাও বড় হয়ে গেছে। প্রতিদিন মারধর সহ্য করারও একটা সীমা আছে। তিনি কেবল আশা করেন যে একদিন তার জীবনে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। নির্যাতিত নারীদের এমন অনেক ঘটনা প্রতিদিন এখানে শোনা যায়। ওয়ান স্টপ সেন্টারের প্রশাসক ডঃ বঞ্চনা সিং পরিহার বলেন, নির্ভযা তহবিল থেকে যখন দেশজুড়ে নিপীড়িত মহিলাদের জন্য ওয়ান স্টপ সেন্টার শুরু হচ্ছিল, তখন ইন্দোরেও একটি কেন্দ্র চালু করা হয়েছিল। 'ওয়ান স্টপ সেন্টার' ২০১৬ সাল থেকে এখানে কাজ করছে। এই কেন্দ্রটি মূলত গার্হস্থ্য হিংসা এবং মহিলাদের হয়রানি প্রতিরোধের জন্য পরিষেবা প্রদান করে। কেন্দ্রে মহিলাদের আশ্রয়, চিকিৎসা সহায়তা, আইনি সহায়তা, পুলিশি সহায়তা এবং কাউন্সেলিং একই জায়গা থেকে প্রদান করা হয়। তিনি বলেন যে এখনও পর্যন্ত মোট ১৫,৬৮৩টি ঘটনা 'ওয়ান স্টপ সেন্টার'-এ এসেছে সাহায্যের আশায়, যার মধ্যে প্রায় ৮০ শতাংশ মামলার সমাধান করা হয়েছে। তিনি জানান যে ইন্দোরের ওয়ান স্টপ সেন্টার পারিবারিক হিংসার শিকার মহিলাদের পুনর্বাসনের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণও দিয়েছে, তাদের মুদ্রা ইত্যাদির মতো স্বরোজগার যোজনায় সংযুক্ত করা, তাদের চাকরি দেওয়া, বিভিন্ন প্রয়োজনীয় নথি তৈরি করা, আর্থিক সহায়তা প্রদান করা ইত্যাদি। মহিলা ও শিশু উন্নয়ন বিভাগের ইন্দোরের যুগ্ম পরিচালক ডঃ সন্ধ্যা ব্যাস বলেন, গত কয়েক বছরে মহিলারা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন। গত নয় .বছর ধরে ওয়ান স্টপ সেন্টার পরিচালিত হচ্ছে, যেখান থেকে নারীরা শুধু সকল ধরণের সহায়তাই পাচ্ছেন না, বরং তাদের স্বাবলম্বী করার জন্যও কাজ করা হচ্ছে। পারিবারিক হিংসার শিকার নারীদের পারিবারিক হিংসা সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান, সাফল্য এবং পুনর্বাসনের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। বিভাগটি মহিলাদের ইচ্ছা এবং যোগ্যতা অনুসারে তাঁদের সকল ধরণের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য কাজ করে, তাই ইন্দোরের ওয়ান স্টপ সেন্টার অন্যান্য রাজ্যগুলিকেও অনুপ্রাণিত করছে। উল্লেখ্য, ওয়ান স্টপ সেন্টার নিপীড়িত নারীদের সমন্বিত সাহায্য এবং সহায়তা প্রদান করে। এটি চিকিৎসা সহায়তা, আইনি সহায়তা এবং পরামর্শ, সাময়িক আশ্রয়, পুলিশি সহায়তা এবং নিপীড়িত মহিলাদের মানসিক সহায়তার মতো পরিষেবা প্রদান করে। বর্তমানে সারা দেশে ৮০২টি ওয়ান স্টপ সেন্টার কাজ করে চলেছে।

তিন মিনিটের ব্যবধানে দুবার হালকা ভূমিকম্প অরুণাচল প্রদেশে

ইটানগর, ১৯ জুন ঃ মাত্র তিন মিনিটের ব্যবধানে তিনবার ভূমিকম্পে কেঁপেছে অরুণাচল প্রদশের পশ্চিম কামেং জেলা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। ৩.১ প্রাবল্যের প্রথম কম্পন অনুভূত হয়েছে বুধবার রাত ১১টা ৪৮ সেকেন্ডে ৩৪ সেকেন্ডে এবং ৩.৫ প্রাবল্যের দ্বিতীয় ভূমিকম্প হয়েছে রাত ১১টা ৫১ মিনিট ৩১ সেকেন্ডে। পর পর দুবারের ভূমিকম্পে স্থানীয়দের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। ঘর ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন নাগরিকরা। তবে দুবারের ভূমিকম্পে কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি (এনসিএস)-র প্রকাশিত তথ্যে জানা গেছে, গতকাল রাত বুধবার ভারতীয় সময় রাত ১১ঃ৪৮ঃ৩৪টায় সংঘটিত ৩.১ প্রাবল্যের ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল অরুণাচল প্রদশের পশ্চিম কামেং জেলার ভূপৃষ্ঠের ১০ কিমি গভীরে ২৭.১২ও উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯২.০৭ও পূর্বে।৩.৫ প্রাবল্যের দ্বিতীয় ভূমিকম্প গতকাল রাতে ভারতীয় সময় রাত ১১ঃ৫১ঃ৩১টায় সংঘটিত হয়। এর উৎসস্থলও ছিল পশ্চিম কামেং জেলার ভূপৃষ্ঠের ১০ কিমি গভীরে ২৭.০৯ও উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯২.০৬ও পূবে খবর সূত্র থেকে জানা গেছে আজই।

রাশিফল

মেষঃ আজ আপনি প্রতিটি বিষযকে গুরুত্বের সঙ্গে নেবেন। গুরুত্বপূর্ণ কাজে সাফল্য পাবেন। সকলের সহযোগিতা পাবেন। ভ্রাতৃত্ব আরও দৃঢ় হবে। সকলের সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ বজায় রাখবে। নিকটাত্মীয়দের কাছ থেকে সুখবর পাবেন। সাফল্যের হার বাড়বে। সামাজিক কাজে অংশ নেবেন।

বৃষঃ আজ অতীত উদ্যোগগুলি থেকে আসা সাফল্য আপনার প্রত্যয় বাড়িয়ে তুলবে। আপনার সন্তানদের কারণে আজ আপনি অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জন করতে পারেন। এটি আপনাকে খুব আনন্দিত করবে। দিনের শেষ ভাগের জন্য উত্তেজক এবং বিনোদনমূলক কিছু স্থির করুন।

মিথুনঃআজকের দিনটি উসাহ এবং যোগাযোগে পূর্ণ হবে। আপনার চতুরতা এবং যোগাযোগ দক্ষতার কারণে আপনি আপনার চারপাশের মানুষের সঙ্গে আরও ভাল সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হবেন।

কর্কটঃ আজ আপনার পক্ষপাতদুষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি এড়িয়ে চলা উচিত। আপনার পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিন। বাণিজ্যিক বিষয়ে শিথিলতা বজায় থাকতে পারে। আশেপাশের পরিবেশের প্রকৃত মূল্যায়ন এগিয়ে যাবে। আত্মনিয়ন্ত্রণের ওপর জোর দেওয়া হবে। বকেয়া কাজে আপনি ধৈর্য দেখাবেন। সম্পর্কের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার চেষ্টা করবেন।

সিংহঃ আপনার রুক্ষ মেজাজ আপনাকে কিছু ঝামেলায় ফেলতে পারে। জীবনের অন্ধকার সময়ে অর্থ আপনাকে চালিয়ে যেতে সহায়তা করবে। অতএব, আজ থেকে আপনার অর্থ বিনিয়োগ এবং সংরক্ষণের কথা বিবেচনা করুন, অন্যথায় সমস্যা দেখা দিতে পারে।

কন্যাঃ আজ এক মিশ্র দিন হবে। আপনার চিন্তাভাবনায় স্বচ্ছতা বজায় থাকবে এবং আপনি আপনার কর্মে স্থিতিশীলতা অনুভব করবেন।

তুলাঃআজ আপনি চারপাশের অনুকূলতা দেখে উত্তেজিত হবেন। প্রবীণদের সহায়তায় পরিকল্পনাগুলি ত্বরান্বিত করা হবে। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কাজ এগিয়ে যাবে।

বৃশ্চিকঃ আজ আপনি কর্মক্ষেত্রে জীবনের অভিজ্ঞতাগুলি ব্যবহার করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন। পেশাগত বিষয়ে দায়িত্বশীল মনোভাব বজায় রাখুন। উপলব্ধ সংকেতগুলির সুবিধা নিন।

ধনুঃ আজ ধনু রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি উৎসাহ এবং শক্তিতে ভরপুর হবে। আপনি নিজেকে নতুন সম্ভাবনার জন্য উন্মুক্ত দেখতে পাবেন এবং আপনার চিন্তাভাবনা একটি নতুন দিকনির্দেশনা পাবে।।

মকরঃআজ আপনি কর্মক্ষেত্রে চাপপূর্ণ পরিস্থিতি এড়ানোর চেষ্টা করবেন। আপনি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শিথিলতা এবং অসাবধানতা

কুম্ভঃ আপনার শক্তি পুনরুদ্ধার করতে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিন। অর্থনৈতিক দিকটি শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যদি আপনি কোনও ব্যক্তিকে অর্থ ধার দিয়ে থাকেন তবে আপনি আজ সেই টাকা ফেরত পাবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

মীনঃ আজকের দিনটি আত্ম-সৃষ্টি এবং সৃজনশীলতায় পূর্ণ হতে চলেছে। আপনার অন্তর্দৃষ্টি এবং সংবেদনশীলতা বিকাশের জন্য প্রস্তুত থাকুন, যা আপনাকে আপনার চারপাশের বিশ্বকে আরও গভীর ভাবে বুঝতে সাহায্য করবে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে

আবহাওয়া

মৌসুমী অক্ষরেখা ফের সক্রিয় হয়েছে। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড ও গুজরাটের আরও কিছু অংশে মৌসুমী অক্ষরেখা প্রভাব বিস্তার করবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। কলকাতা সহ প্রায় সব জেলাতেই তাই ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায়।হাওয়া অফিস সূত্রে জানা গেছে, বুধবার দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূম জেলাতে। কলকাতা সহ সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা-মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি ৭০ থেকে ১১০ মিলিমিটার হতে পারে। মালদহ ও দুই দিনাজপুরেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী তিন দিনে তিন থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমবে রাজ্যে।

জোয়ার -ভাটা

জোয়ার-সকাল ১০টা ৫০মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫০মিনিট। ভাটা-সকাল ১১টা৫০মনিট এবং রাত ১০টা ৫১মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৪টা ৫৫মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১১মিনিটে হবেই।

নিরাপত্তার কারণে অক্ষয় কুমারের ছবির শুটিং স্থগিত

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের পাহালগামে এক অপ্রত্যাশিত ঘটনার পর বলিউড তারকা অক্ষয় কুমারের আসন্ন কমেডি ছবি 'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল'-এর শুটিং সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। গুরুতর নিরাপত্তা ও নিরাপত্তা উদ্বেগের কারণে, নির্মাতারা পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ছবির শুটিং সময়সূচি স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়েছেন। প্রতিবেদন অনুসারে, টিমটি মনোরম পাহালগাম অঞ্চলে একটি মূল অ্যাকশন দৃশ্যের শুটিং করছিল, যখন স্টান্ট রিহার্সেলের সাথে জড়িত একটি দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনা ঘটে। যদিও কেউ গুরুতর আহত হয়নি, এই ঘটনার ফলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও প্রযোজনা তত্ত্বাবধায়ক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ক্রুদের সমস্ত চলমান কাজ স্থগিত করতে বাধ্য করে। জনপ্রিয় ওয়েলকাম ফ্র্যাঞ্চাইজির তৃতীয় কিস্তি 'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল'-এ অক্ষয় কুমারের নেতৃত্বে একটি দল রয়েছে। ছবিটি একটি উচ্চ-অক্টেন অ্যাকশন-কমেডি হবে বলে আশা করা হচ্ছে যা অদ্ভুত চরিত্র এবং বিস্তৃত সেট পিসে পরিপূর্ণ, যার মধ্যে অনেকগুলি কাশ্মীরের মনোরম লোকেশনে চিত্রায়িত হওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। হঠাৎ এই ব্যাঘাত প্রযোজনার সময়রেখার উপর প্রভাব ফেলেছে, যা ইতিমধ্যেই ২০২৪ সালের শেষের দিকে মুক্তি পাওয়ার জন্য একটি কঠোর সময়সূচীতে কাজ করছিল। প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা অনুযায়ী, একাধিক অভিনেতা এবং যানবাহনের সাথে একটি বহিরঙ্গন স্টান্ট সিকোয়েন্সের প্রস্তুতির সময় এই ঘটনাটি ঘটে। যদিও নিরাপত্তা বিধিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছিল, তবুও ট্রায়াল রানের সময় কিছু ভুল হয়ে যায়, যার ফলে ক্রুদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়। ঘটনার পর, স্থানীয় প্রশাসন এবং নিরাপত্তা কর্মীরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং প্রযোজকদের নিরাপত্তা পর্যালোচনা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত শুটিং বন্ধ রাখার পরামর্শ দেন। পর্বের পর, ছবির প্রযোজকরা একটি বিবৃতি জারি করে ভক্ত এবং সংশ্লিষ্টদের আশ্বস্ত করেন যে পরিস্থিতির দায়িত্বশীলতার সাথে মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। তারা আরও নিশ্চিত করেছেন যে কোনও বড় ধরণের আঘাতের খবর পাওয়া যায়নি এবং অভিনেতা এবং ক্রুদের সুস্থতা তাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। প্রযোজনা সংস্থা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের তাৎক্ষণিক সহায়তা এবং সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। পরপর একাধিক প্রকল্পের শুটিং করা অক্ষয় কুমার ঘটনার সময় সেটে উপস্থিত ছিলেন না বলে জানা গেছে। তবে, তার দল ঘটনাস্থলের উপর নিবিড় নজর রাখছে বলে জানা গেছে। নিজের স্টান্ট প্রদর্শন এবং শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পরিচিত এই অভিনেতা, পরিস্থিতি স্থিতিশীল হওয়ার পরে এবং সমস্ত নিরাপত্তা উদ্বেগ সমাধানের পরেই কেবল শুটিং শুরু করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। এই বিলম্ব অন্যান্য বিশিষ্ট অভিনেতাদের সময়সূচীকেও প্রভাবিত করেছে, যাদের অনেকেই এই প্রকল্পে প্রচুর তারিখ দিয়েছেন। ছবিটির সম্মিলিত প্রকৃতির কারণে - বলিউডের কিছু জনপ্রিয় কৌতুক প্রতিভাদের অন্তর্ভুক্ত করে - শুটিং ক্যালেন্ডার রদবদল করা লজিস্টিক চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, কাশ্মীর আবারও বলিউড চলচ্চিত্র নির্মাতাদের জন্য একটি পছন্দের স্থান হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে, যা অত্যাশ্চর্য পটভূমি এবং অবকাঠামোগত সহায়তা প্রদান করে। তবে, এই জাতীয় ঘটনাগুলি সিনেমাটিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং বাস্তবতার মধ্যে ভঙ্গুর ভারসাম্য তুলে ধরে। স্থানীয় কর্মকর্তারা বিকল্প ব্যবস্থা অনুসন্ধান বা নিরাপত্তার সাথে আপস না করে বিকল্প সময়সূচী পুনর্নির্ধারণের জন্য প্রযোজনা দলের সাথে আলোচনা করছেন বলে জানা গেছে। ভক্তরা যখন পহেলগামের শুটিং থেকে আরও আপডেট ও পর্দার পিছনের ঝলকের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন, তখন তারকা এবং প্রযোজকদের সাধারণত প্রাণবন্ত সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট থেকে হঠাৎ নীরবতা কেবল কৌতূহল এবং উদ্বেগকে আরও গভীর করেছে। চলচ্চিত্র বাণিজ্য বিশ্লেষকরা বিশ্বাস করেন যে বিলম্ব স্বল্পমেয়াদী ব্যাঘাত ঘটাতে পারে, তবে কৌশলগতভাবে পরিচালিত হলে এটি চলচ্চিত্রের সামগ্রিক পারফরম্যান্সকে প্রভাবিত করার সম্ভাবনা কম। শিল্পের অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিরা আরও উল্লেখ করেছেন যে ওয়েলকাম ফ্র্যাঞ্চাইজির একটি অনুগত ভক্ত বেস রয়েছে এবং অক্ষয় কুমারের সম্পৃক্ততা উল্লেখ যোগ্য বাণিজ্যিক ওজন যোগ করে। অতএব, প্রযোজকদের সতর্কতা অবলম্বন, স্বচ্ছতা বজায় রাখার প্রত্যাশা করা হচ্ছে, যাতে ছবিটির চূড়ান্ত মুক্তি দর্শকদের উৎসাহ বজায় রাখে।

সমস্ত হাইব্রিড মাছের চাষ নিষিদ্ধ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ রাজ্য সরকার মাগুর সহ সমস্ত হাইব্রিড মাছের চাষ নিষিদ্ধ করেছে। বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে আজ মৎস্যমন্ত্রী বিপ্লব রায় চৌধুরী একথা জানিয়েছেন। এক অতিরিক্ত প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, এই ধরনের মাছ স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। হাইব্রিড মাছের উৎপাদন ও বিক্রি বন্ধ করার জন্য মৎস্যমন্ত্রী সচেতনতা প্রচারের জন্য জন প্রতিনিধিদের কাছে আবেদন জানান। এদিকে, বিলুপ্তপ্রায় ৩৩টি প্রজাতির মাছ, যেমনঃ সরপুঁটি, রায়খোর, ট্যাংরা, মৌড়লা, দেশী শিঙি, দেশী মাগুর প্রভৃতির সংরক্ষণ ও প্রচলনে বিশেষ উদ্যোগের কথা মৎস্য মন্ত্রী আজ বিধানসভায় জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে পরিবেশ দপ্তরের সাথে যৌথ উদ্যোগে রাজ্যের ছয়টি জেলা, আলিপুরদুয়ার, মালদা, পূর্ব বর্ধমান, পূর্ব মেদিনীপুর, বাঁকুড়া এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার সরকারি ও রাজ্য মৎস্য উন্নয়ন নিগমের অধীন জলাশয়ে মাছের এই অভয় অরন্য তৈরি করা হয়েছে। যার নাম দেওয়া হয়েছে 'অভয় পুকুর'। প্রকল্পে মোট ব্যয় হয়েছে ১৮ লক্ষ টাকা। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে আরও ১২ ইউনিট তঅভয় পুকুরদ স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়ছে।

মাছের বৈদেশিক রপ্তানি বেড়েছে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ মাছের বৈদেশিক রপ্তানি বেড়েছে। ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের ১.৪২ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে বেড়ে ২৪-২৫ আর্থিক বছরে ১.৪৫ লক্ষ মেট্রিক টন বিদেশে রপ্তানি করা হয়েছে। রত্না দে নাগের এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, রাজ্য মৎস্য দপ্তর, আন্তঃরাজ্য আমদানি কমাবার লক্ষ্যে ২২৪ হেক্টর বৃহৎ জলাশয়ে মৎস্য সমবায় এবং মৎস্য উৎপাদক ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে বড় মাছ চাষের উদ্যোগ নিয়েছে। এর ফলস্বরূপ ১.৫ কেজি বা তার থেকে বড়ো সাইজের পোনা মাছ উৎপাদনের পরিমাণ বাড়বে এবং আন্তঃরাজ্য আমদানির পরিমাণ কমবে বলে মন্ত্রীর দাবি। আরও এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন জীবিকার জন্য গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া মৎস্যজীবীদের স্বার্থ রক্ষায় রাজ্য সরকার উদ্যোগী হয়েছে। মৎস্য মন্ত্রী বিপ্লব রায় চৌধুরী জানান, এখনও পর্যন্ত ৮ লক্ষ ৪৭ হাজারের বেশি মৎস্যজীবীকে কোড যুক্ত সচিত্র পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়ছে রাজ্যের ৩৩০৬ টি সামুদ্রিক মাছের ট্রলার এবং ৩৯৬৫ টি সামুদ্রিক মোটরচালিত নৌকোতে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রের আবিষ্কার করা দ্বিমুখী এম.এস.এস ট্রান্সপন্ডার (Two way MSS Transponder) বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য মৎস্য দপ্তর। প্রথম পর্যায়ে ৫০০টি সামগ্রিক মাছের ট্রলারে এই যন্ত্র বসানো হয়েছে। এর ফলে নৌকো বা ট্রলারগুলোর যেকোনো সময়ে অবস্থান নির্ণয় করা যাবে, বিপর্যয়ের সময় বার্তা পাঠানো সহজ হবে। সমুদ্রসাথী প্রকল্পের আওতায় মৎস্যজীবীদের বিমার আওতায় আনা হয়েছে। অন্য এক প্রশ্নের জবাবে মৎস্য মন্ত্রী জানিয়েছেন, ২০২৩-২৪ সালে ২৩,০০০ ও ২০২৪-২৫ সালে ৪৮,০০০ মৎস্যজীবীকে মৎস্য দপ্তরের অধীনে উন্নততর মাছচাষ, রঙিন মাছ চাষ, মাছের খাবার তৈরি, মাছ প্রক্রিয়াকরণ ও হ্যাচারি পরিচালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। আগামি দিনে পশ্চিমবঙ্গের মাছ চাষ উন্নয়নে যার পরোক্ষ প্রভাব পড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।

অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার সঙ্গে প্রমোটিং-এর সম্পর্ক নেই ঃ দাবি রাজ্য সরকার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ খিদিরপুর বাজার সহ সাম্প্রতিক কালে একাধিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলেও তার সঙ্গে প্রমোটিং এর কোনো সম্পর্ক নেই বলে রাজ্য সরকার দাবি করেছে। এ বিষয়ে বিরোধীদের তোলা অভিযোগের জবাব দিয়ে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বিধানসভায় বিবৃতি দেন। তিনি বলেন, সাম্প্রতিক কালে রাজ্যে বেশ কয়েকটি বড়সড় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। যার জন্য তিনি অপরিকল্পিত নগরায়ন এবং সাধারণ মানুষের সচেতনতার অভাবই দায়ী। তবে কলকাতায় যে কটি অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে তার কোথাওই পুড়ে যাওয়া জায়গায় প্রোমোটিং হয়েছে এমন কোন অভিযোগ নেই। বরং ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য সরকারের তরফে ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। দমকলমন্ত্রী জানান অগ্নিকাণ্ডের বাড়বাড়ন্ত নিয়ে সরকার উদ্বিগ্ন। সেজন্য তাঁর নেতৃত্বে একটি কমিটি তৈরি করা হয়েছে। যারা অগ্নিকাণ্ড রুখতে মান্য কার্যবিধি (এস ও পি) তৈরি করবে। এদিকে বিধানসভার উল্লেখ পর্বে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যের অগ্নিনির্বাপণ পরিকাঠামোর বেহাল দশা নিয়ে সরব হন। তিনি বলেন, ২০২৫ সালে ১২ টি বড় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে শহরে। যার মোকাবিলার মত পরিকাঠামো রাজ্য সরকারের নেই।গত আর্থিক বছরে রাজ্যে প্রায় ১৫০ জনের বেশি মানুষ অগ্নিকান্ডে মারা গেছেন।প্রমোটার রাজ বা আগুন লাগানো হয়েছে কিনা সেবিষয়েও তিনি সংশয় প্রকাশ করেন।এর জন্য একটা এস ও পি তৈরীর আবেদন রাখেন। রাজ্যে মাত্র ১৩০ টি দমকল কেন্দ্র রয়েছে। কলকাতা শহরে রয়েছে মাত্র ১৮টি। যেখানে প্রয়োজন দু হাজার কেন্দ্রের। গজা, প্যাড়া বিতরণ করতে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। সেখানে দমকলের জন্য বরাদ্দ বাড়ানোর বিরোধী দলনেতার দাবি।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত বাড়িটি ভাঙ্গা পড়েছে

দুরন্তবার্তা, সুমন দে, শান্তিনিকেতন ঃ মালিকানা সমস্যা থাকার কারণে বীরভূমের শান্তিনিকেতনে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত বাড়িটি ভাঙা পড়েছে বলে রাজ্য সরকার জানিয়েছে। আজ বিধানসভায় বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল এই প্রসঙ্গ তুললে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন বিষয়টির নিন্দা করে বলেন তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর সব সময় মনীষীদের স্মৃতি বিজড়িত জায়গাগুলি সংরক্ষণে সজাগ থাকে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে ব্যক্তি মালিকানা সংক্রান্ত সমস্যা থাকায় কিছু করা যায়নি বলে তিনি জানান। তিনি বলেন আবাস নামের এই বাড়িটি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছেলে অলকেন্দ্রনাথ ঠাকুর তৈরি করেছিলেন। কিছু গত এপ্রিল মাসে বাড়িটির মালিকানা হাতবদল হওয়ার পরে পুরসভা বাড়িটি না ভেঙে ফেলার জন্যে নোটিশ জারি করলেও কোন লাভ হয়নি।

ছেলে ইজরায়েলে, দুশ্চিন্তায় মা-বাবা

দুরন্তবার্তা, রামপুরহাট, ১৯ জুন ঃ ছেলে ইজরায়েলে নেভিতে প্রশিক্ষণরত। বীরভূমের মল্লারপুরের উৎকণ্ঠায় বাবা মা। ছেলে বাড়ি ফেরার অপেক্ষায় দিন গুনছেন তাঁরা। বীরভূমের মল্লারপুরের বাহিনা এলাকার বাসিন্দা অরিত্র সিনহা। ২০২২ সালে ইন্ডিয়ান নেভিতে যোগদান করে। এরপর ভারত সরকার ইজরায়েলে পাঠায় প্রশিক্ষণের জন্য। সেখানে যাওয়ার পর থেকেই ইরানের সঙ্গে শুরু হয় যুদ্ধ। ফলে আটকে যায় তার দেশে ফেরা। মল্লারপুরের বাড়িতে রয়েছেন তার বাবা জয়শঙ্কর সিনহা ও মা অনিমা সিনহা। জয়শঙ্করবাবু বলেন, অক্টোবরে ছেলের ইজরায়েল থেকে দেশে ফেরার কথা ছিল। সেই মতো প্লেনের টিকিট ছিল। কিন্তু ইজরায়েলের সমস্ত বিমানবন্দর বন্ধ থাকায় শুক্রবার দেশে ফেরা অনিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় ছেলের জন্য চিন্তা হচ্ছে। রাত্রে ঘুম হয় না। ছেলে ভারতীয় দূতাবাসের দফতরে জানিয়েছেন কিন্তু সেখান থেকে কোন সবুজ সংকেত মেলেনি। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, অরিত্র তিন বছরে ৩ মে ইজরাইল যায় ইন্ডিয়ান নেভির ডিপার্টমেন্টে ট্রেনিং করার জন্য। সেখানে দেড়মাস থাকার কথা ছিল। সে দেশের পরিস্থিতি খারাপ থাকায় শুক্রবার নিজের দেশে ফিরতে পারছে না অরিত্র। বাবা জয়শঙ্কর সিনহা জানান, বুধবার রাত্রে ছেলের সাথে কথা হয়েছিল। ছেলে জানিয়েছে সে ভালো আছে। কোনো ভয় নেই। সেফটি জায়গায় আছে। ইজরায়েলের তেল আবিবি শহরে একটি হোটেলে আছে। তবে তার চারপাশে বোমার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। ডিপার্টমেন্ট তাদের দেশে ফেরাব ব্যবস্থা করছে। দেশে ফিরতে না পারায় খুব দুচিন্তায় রয়েছে বাবা-মা। মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন যে ছেলে ভালো ভাবে দেশে ফিরতে পারে।

যৌন নিগ্রহে নাবালিকার আত্মহত্যা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ পটাশপুর থানা এলাকায় যৌন নিগ্রহের শিকার হয়ে এক ১৪ বছর বয়সী নাবালিকার আত্মহত্যার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে মৃত নাবালিকার দুই তুতো দাদাকে আটক করে জুভেনাইল আদালতের নির্দেশে হোমে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ সূত্র থেকে জানা গেছে, গত ২৬ এপ্রিল ওই নাবালিকা গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। সেই সময় নাবালিকার পরিবার আত্মহত্যার কোনও কারণ খুঁজে পায়নি। সম্প্রতি একটি অশ্লীল ভিডিও ভাইরাল হয়। ভিডিওতে দেখা যায়, দুই অভিযুক্ত নাবালক তাদের তুতো বোনকে বাড়িতে জোরপূর্বক বিবস্ত্র করে যৌন নির্যাতন চালাচ্ছে। এই ভিডিওটি দেখার পরই পরিবার বুঝতে পারে, কেন মেয়েটি অভিযুক্তদের দেখলেই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে যেত। নাবালিকার পরিবারের অভিযোগ, এই বর্বর যৌন নিগ্রহের কারণেই মেয়েটি আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে। এরপর নিহত নাবালিকার বাবা পটাশপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে দুই অভিযুক্ত নাবালককে আটক করে। তাদের জুভেনাইল আদালতে পেশ করা হয়। বিচারকের নির্দেশে তাদের হোমে পাঠানো হয়। পটাশপুর থানার পুলিশ ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে। এই জঘন্য অপরাধের পেছনে আর কেউ জড়িত আছে কিনা, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

পুলিশের বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ পুলিশ সুপার পরিচয়ে চাকরি দেওয়ার নামে তোলাবাজি, কলকাতার গড়ফা থানা এলাকার ভাড়া বাড়ি থেকে সুস্মিত সেন নামের ভুয়ো পুলিশকে গ্রেপ্তার করেছে আমডাঙ্গা থানার পুলিশ, উদ্ধার তাড়া তাড়া নোটের বান্ডিল। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে একটি ল্যাপটপ, তিনটি মোবাইল ফোন। উদ্ধার ভুয়ো আধার কার্ড, ভোটার কার্ড। গড়ফা এলাকায় নীলবাতি গাড়ি নিয়ে ভুয়ো নামে রনজয় চ্যাটার্জি বলে পুলিশ সুপার পরিচয়ে ঘুরে বেড়াতো। সম্প্রতি আমডাঙ্গা থানায় চাকরির নামে প্রতারনার শিকার এক ব্যক্তি অভিযোগ করেন, তদন্তে নেমে ভোর রাত্রে গড়ফা এলাকা অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে আমডাঙ্গা থানার পুলিশ, ধৃতকে আজই বারাসাত আদালতে তোলা হবে। তার আসল পরিচয় ও ঠিকানা জানার চেষ্টা করছে আমডাঙা থানার পুলিশ।

'কেশরী চ্যাপ্টার-২' বিতর্কের জবাব দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেশরী চ্যাপ্টার-২ চলচ্চিত্রটি ঘিরে ক্রমবর্ধমান বিতর্কের বিষয়ে তার নীরবতা ভাঙলেন, যা সম্প্রতি সংবেদনশীল ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক বিষয়গুলিকে উস্কানি মূলকভাবে চিত্রিত করার অভিযোগে বিভিন্ন মহল থেকে সমালোচনা ও বিরোধিতার মুখোমুখি হয়েছে। ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঝড়ের মধ্যে, ব্যানার্জি দৃঢ়ভাবে চলচ্চিত্রের শৈল্পিক প্রকাশের অধিকারকে সমর্থন করেছেন এবং সৃজনশীল কণ্ঠস্বরকে নীরব করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন। একটি জনসাধারণের অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেওয়ার সময়, মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছেন, বলেছেন যে শিল্প, সিনেমা এবং সাহিত্য একটি সমাজের আত্মার প্রতিচ্ছবি এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত সেন্সরশিপ থেকে রক্ষা করা উচিত। কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা দলের নাম না করে, ব্যানার্জি বিকল্প আখ্যান প্রদানকারী বা ইতিহাসের প্রচলিত সংস্করণকে চ্যালেঞ্জ করে এমন চলচ্চিত্র এবং সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তিগুলিকে লক্ষ্যবস্তু করার ক্রমবর্ধমান প্রবণতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। কেশরী চ্যাপ্টার ২ এর বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি গোষ্ঠী আপত্তি উত্থাপন করার পরে তার মন্তব্য এসেছে, এটিকে তথ্য বিকৃত করার এবং অনুভূতিতে আঘাত করার অভিযোগ এনেছে। কিছু রাজনৈতিক সংগঠন ছবিটি নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছে, অভিযোগ করেছে যে এর বিষয়বস্তু অস্থিরতা উস্কে দিতে পারে বা নির্দিষ্ট আদর্শিক উদ্দেশ্যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে কাজে লাগাতে পারে। চলচ্চিত্র নির্মাতাদের জনসাধারণের কাছে ক্ষমা চাওয়ার এবং সেন্সরশিপ কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপের আহ্বানও জানানো হয়েছে। এই ধরণের চাপ প্রত্যাখ্যান করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জোর দিয়ে বলেন যে বাংলা সর্বদা সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার দেশ, যেখানে বুদ্ধিজীবী, চলচ্চিত্র নির্মাতা ও লেখকরা ভিন্নমত প্রকাশ করার, অস্বস্তিকর প্রশ্ন উত্থাপন করার এবং অতীতের নতুন ব্যাখ্যা দেওয়ার জায়গা খুঁজে পেয়েছেন। 'যদি আপনি কলমকে চুপ করিয়ে দেন, তাহলে কণ্ঠস্বর অন্য উপায় খুঁজে পাবে,' শিল্প ও সাহিত্যের মাধ্যমে বাংলার প্রতিরোধের ঐতিহ্যের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন। তিনি আরও বলেন যে কোনও চলচ্চিত্র বা বইকে রাজনৈতিক সুবিধার ভিত্তিতে বিচার করা উচিত নয়। পরিবর্তে, বিতর্ককে গণতান্ত্রিক উপায়ে উৎসাহিত করা উচিত, শিল্পীদের হুমকি বা ভয় দেখিয়ে নয়। ব্যানার্জি পুনর্ব্যক্ত করেছেন যে কোনও সৃজনশীল কাজকে যথাযথ আইনি এবং সমালোচনামূলক কাঠামোর মাধ্যমে মূল্যায়ন করা উচিত - জনতার ক্ষোভ বা রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রচারণার মাধ্যমে নয়। কেসারি অধ্যায় ২ বিতর্ক সোশ্যাল মিডিয়া, চলচ্চিত্র মহল এবং শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। কেউ কেউ ছবিটির সাহসী গল্প বলার সমর্থন করেছেন এবং কম-অনুসন্ধানিত ঐতিহাসিক ঘটনা তুলে ধরার সাহসের জন্য এর নির্মাতাদের প্রশংসা করেছেন, অন্যরা এটিকে সংশোধনবাদী ও প্রদাহজনক বলে নিন্দা করেছেন। বিখ্যাত সারাগড়ির যুদ্ধ এবং তার পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে অনুপ্রাণিত এই ছবিটি একটি কাল্পনিক সিক্যুয়েল বলে মনে করা হচ্ছে। এতে জাতীয়তাবাদ, ঔপনিবেশিক প্রতিরোধ ও রাজনৈতিক বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়বস্তু তুলে ধরা হয়েছে - যে বিষয়গুলি সমসাময়িক আলোচনায় এখনও গভীরভাবে মেরুকরণ করছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বক্তব্যকে একটি উল্লেখযোগ্য হস্তক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে, বিশেষ করে এমন এক সময়ে যখন ভারতজুড়ে সৃজনশীল শিল্পগুলি প্রায়শই প্রভাবশালী রাজনৈতিক মতাদর্শকে চ্যালেঞ্জ করে এমন বিষয়গুলি অন্বেষণের জন্য প্রতিক্রিয়ার মুখোমুখি হয়েছে। তার মন্তব্য তৃণমূল কংগ্রেসের শৈল্পিক স্বাধীনতা রক্ষা এবং সাংস্কৃতিক পুলিশিং প্রতিরোধের বৃহত্তর অবস্থানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা থিয়েটার, সাহিত্য এবং সিনেমার সাথে সম্পর্কিত পূর্ববর্তী বিতর্কগুলিতে তিনি বজায় রেখেছিলেন। ইতিমধ্যে, কেশরী অধ্যায় ২-এর প্রযোজক ও পরিচালক একটি স্পষ্টীকরণ জারি করেছেন, জোর দিয়ে বলেছেন যে ছবিটি একটি কল্পকাহিনীর কাজ এবং কোনও সম্প্রদায়কে অপমানিত করা বা ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিকে ভুলভাবে উপস্থাপন করার উদ্দেশ্য নয়। তারা আরও বলেছেন যে তাদের সৃজনশীল উদ্দেশ্য ছিল ভারতের অতীতের ভুলে যাওয়া অধ্যায়গুলির উপর একটি সংলাপ শুরু করা, বিভাজন বা অস্থিরতা উস্কে দেওয়া নয়। আশ্বাস সত্ত্বেও, বিক্ষোভ এবং সোশ্যাল মিডিয়ার ক্ষোভ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিছু গোষ্ঠী আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার হুমকি দিচ্ছে। বাংলা এবং মুম্বাইয়ের চলচ্চিত্র সমিতিগুলি নির্মাতাদের সাথে সংহতি প্রকাশ করেছে, কর্তৃপক্ষকে তাদের নিরাপত্তা এবং মত প্রকাশের অধিকার নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছে। সাংস্কৃতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন যে কেসারি চ্যাপ্টার ২-এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃজনশীল স্থান সংকুচিত হওয়ার একটি বৃহত্তর জাতীয় প্রবণতাকে প্রতিফলিত করে। সাম্প্রতিক বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র, ওয়েব সিরিজ এবং সাহিত্যকর্ম অনুভূতিতে আঘাত করার অভিযোগে নিষিদ্ধ, সম্পাদনা বা সামাজিক বয়কটের মুখোমুখি হয়েছে - এমন একটি ধরণ যা অনেকে ক্রমবর্ধমান অসহিষ্ণুতা এবং শিল্পের রাজনীতিকরণের লক্ষণ হিসাবে দেখেন। বিতর্কটি যখন উন্মোচিত হচ্ছে, তখন সকলের নজর এখন কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন সংস্থাগুলি কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায় এবং নির্মাতারা সমালোচকদের শান্ত করার জন্য ছবির কোনও অংশ সম্পাদনা করতে পছন্দ করেন কিনা তার দিকে। তবে, চলচ্চিত্রের শৈল্পিক অধিকারের পক্ষে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্পষ্ট ও সোচ্চার অবস্থান নির্মাতাদের উৎসাহিত করতে পারে এবং সিনেমার স্বাধীনতা রোধ করতে চাওয়া শক্তিগুলিকে একটি পাল্টা আখ্যান প্রদান করতে পারে। কেসারি চ্যাপ্টার ২ নিয়ে বিতর্ক সিনেমার ক্ষেত্রকে ছাড়িয়ে গেছে, কে ইতিহাস বলতে পারবে ও কীভাবে তা নিয়ে একটি বৃহত্তর আদর্শিক দ্বন্দ্বে পরিণত হয়েছে। আপাতত, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বালিতে একটি রেখা টেনেছেন - যা ক্রমবর্ধমান বিতর্কিত সাংস্কৃতিক দৃশ্যপটে মত প্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তার সরকারের প্রতিশ্রুতিকে পুনরায় নিশ্চিত করে।

ভারতীয় বাজার যুগান্তকারী সপ্তাহের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ ভারতের প্রাথমিক বাজার একটি ঐতিহাসিক ও উচ্চ-দামের সপ্তাহের জন্য প্রস্তুত, যেখানে কোম্পানিগুলি প্রাথমিক পাবলিক অফারিং-এর মাধ্যমে আনুমানিক ১.৭ বিলিয়ন ডলার সংগ্রহের প্রস্তুতি নিচ্ছে, যা দেশের আই.পি.ও. ইতিহাসের সবচেয়ে সক্রিয় অংশগুলির মধ্যে একটি। তালিকাভুক্তির এই ঢেউ বিনিয়োগকারীদের পুনর্নবীকরণ করা আস্থাকে তুলে ধরে এবং একটি তেজি স্টক বাজারে ইক্যুইটি অফারগুলির জন্য তীব্র ক্ষুধাকে প্রতিফলিত করে। বাজার প্রতিবেদন অনুসারে, শক্তিশালী সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচক, অনুকূল বাজার মনোভাব এবং ক্রমবর্ধমান খুচরা বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণের সমন্বয় কোম্পানিগুলির জন্য তাদের জ্জঞ্চঞ্জ চালু করার জন্য আদর্শ পরিস্থিতি তৈরি করেছে। আসন্ন এই সপ্তাহেই স্বাস্থ্যসেবা, লজিস্টিকস, ফিনটেক এবং উৎপাদন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের একাধিক কোম্পানি বাজারে আসবে, প্রতিটি কোম্পানি এই উচ্ছ্বাসকে পুঁজি করার আশা করছে। সবচেয়ে প্রত্যাশিত অফারগুলির মধ্যে রয়েছে আতিথেয়তা এবং খাদ্য পরিষেবা প্ল্যাটফর্ম রেবেল ফুডস, যা মোট তহবিলের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সংগ্রহ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। সারিবদ্ধ অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কোম্পানিগুলির মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্যসেবা ডায়াগনস্টিক ফার্ম, প্রযুক্তি-চালিত লজিস্টিক স্টার্টআপ এবং বিশেষ রাসায়নিক উৎপাদক। এই তালিকাগুলি দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন। বিশ্লেষকরা মনে করেন যে ১.৭ বিলিয়ন ডলারের সম্মিলিত তহবিল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা কেবল সংখ্যার বিষয় নয় বরং ভারতের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতা ও বিকশিত মূলধন বাজারের প্রতিফলন। এই আইপিওগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি তাদের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের আগেই ওভারসাবস্ক্রাইব হয়ে গেছে, যার জন্য ধন্যবাদ, শক্তিশালী বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণ। বিশ্বব্যাপী তহবিল এবং সার্বভৌম সম্পদ প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতীয় ইক্যুইটিতে, বিশেষ করে নতুন যুগের এবং প্রযুক্তি কেন্দ্রিক উদ্যোগগুলিতে, নতুন আগ্রহ দেখিয়েছে। এই আইপিও উন্মাদনার অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হল খুচরা বিনিয়োগকারীদের উৎসাহ বৃদ্ধি। গত দুই বছরে, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এবং সরলীকৃত কেওয়াইসি পদ্ধতির সহায়তায়, শেয়ার বাজারে খুচরা অংশগ্রহণ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক তরুণ বিনিয়োগকারী, বিশেষ করে টিয়ার-২ এবং টিয়ার-৩ শহর থেকে, এখন আইপিও সাবস্ক্রিপশনে সক্রিয়, এগুলিকে ইক্যুইটি বাজারে কার্যকর প্রবেশের পয়েন্ট হিসাবে দেখে। তাছাড়া, সাম্প্রতিক তালিকাভুক্তির পারফরম্যান্স ইতিবাচক মনোভাবকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। বছরের শুরুতে চালু হওয়া বেশ কিছু আইপিও তালিকাভুক্তির পর শক্তিশালী লাভ করেছে, যা আরও আগ্রহকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। যেসব কোম্পানি ধারাবাহিক রাজস্ব বৃদ্ধি, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন বা শক্তিশালী ব্র্যান্ড প্রত্যাহার প্রদর্শন করে, তারা সেকেন্ডারি মার্কেটে চমৎকারভাবে পুরস্কৃত হচ্ছে। বিনিয়োগ ব্যাংকার ও উপদেষ্টারা উল্লেখ করেছেন যে এই সপ্তাহের আঙ্ক্ষইপিও ভিড় অনেক কোম্পানির একটি কৌশলগত পদক্ষেপ যা বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত সম্ভাব্য বাজারের অস্থিরতার আগে জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করার লক্ষ্যে কাজ করে। কিছু বিশ্ব অর্থনীতিতে নির্বাচন, সুদের হারের প্রত্যাশার পরিবর্তন এবং ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার কারণে, ইস্যুকারীরা তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল উইন্ডোতে মূল্যায়ন লক করতে আগ্রহী। বাজার নিয়ন্ত্রক, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া, আইপিও প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছ ও বিনিয়োগকারী বান্ধব রাখার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সুবিন্যস্ত প্রকাশ, T+3 তালিকাভুক্তির নিয়ম এবং কঠোর সম্মতির প্রয়োজনীয়তা আইপিও পাইপলাইনের উপর আঙ্ক্ষস্থা বজায় রাখতে সাহায্য করেছে, আরও বেশি কোম্পানিকে জনসাধারণের পথে যেতে উৎসাহিত করেছে। বিশেষজ্ঞরা আরও সতর্ক করে দিয়েছেন যে আইপিওর উত্থান উত্তেজনাপূর্ণ সুযোগ উপস্থাপন করলেও, বিনিয়োগকারীদের অবশ্যই পরিশ্রম করতে হবে এবং পালের মানসিকতা এড়াতে হবে। প্রতিটি প্রসপেক্টাসের মূল্যায়ন মৌলিক বিষয়, প্রোমোটারের গুণমান, মূল্যায়নের মেট্রিক্স এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনার ভিত্তিতে করতে হবে। কিছু বাজার কণ্ঠস্বর নতুন যুগের কিছু সংস্থায় স্ফীত মূল্যায়ন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, যারা এখনও লাভজনক হয়নি, যদিও সামগ্রিক বাস্তুতন্ত্র আশাবাদী। ভারতীয় অর্থনীতির জন্য, এই ব্যস্ত আইপিও ক্যালেন্ডার কেবল মূলধন সংগ্রহের প্রবণতার চেয়েও বেশি কিছু। এটি ভারতের উদ্যোক্তা ভূদৃশ্যের পরিপক্কতার ইঙ্গিত দেয়, যেখানে স্টার্টআপ এবং মাঝারি আকারের কোম্পানিগুলি পাবলিক সত্তায় পরিণত হচ্ছে। এটি আরও নির্দেশ করে যে কীভাবে পাবলিক মার্কেট প্রাথমিক বিনিয়োগকারী এবং ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্টদের জন্য একটি কার্যকর প্রস্থান কৌশল হয়ে উঠছে। বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে, এই সপ্তাহটি আসন্ন মাসগুলির জন্য একটি নজির স্থাপন করতে পারে। যদি এই আইপিওগুলি সাবস্ক্রিপশন এবং তালিকাভুক্তির দিন লাভ উভয় ক্ষেত্রেই ভাল পারফর্ম করে, তবে এটি বছরের দ্বিতীয়ার্ধে পাবলিক ইস্যুগুলির একটি বৃহত্তর পাইপলাইন ট্রিগার করতে পারে। বেশ কয়েকটি ইউনিকর্ন এবং প্রাইভেট ইক্যুইটি-সমর্থিত সংস্থাগুলি তাদের নিজস্ব পরিকল্পনা চালু করার আগে এই সপ্তাহের আইপিও ব্যাচের ফলাফল মূল্যায়নের জন্য অপেক্ষা করছে বলে জানা গেছে। দালাল স্ট্রিটে কার্যকলাপ তীব্রতর হওয়ার সাথে সাথে, ভারতীয় আইপিও বাজার একটি শক্তিশালী বিবৃতি দিতে প্রস্তুত বলে মনে হচ্ছে - কেবল চুক্তির পরিমাণের দিক থেকে নয়, বরং দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির জন্য মূলধন গঠনের একটি গতিশীল ইঞ্জিন হিসাবে এর ভূমিকাকে সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রেও। বিনিয়োগকারী, নিয়ন্ত্রক এবং কোম্পানিগুলির জন্য, এই সপ্তাহটি আত্মবিশ্বাস, সময় এবং দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গির একটি লিটমাস পরীক্ষা।

এক বছরে এক কোটি গাছ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে 'এক বছরে এক কোটি গাছ' লাগানোর সঙ্কল্প নিয়ে গত ৫ জুন থেকে শুরু হয়েছে পশ্চিম বঙ্গের সব জেলা সহ ত্রিপুরায় গাছ লাগানোর প্রক্রিয়া। এছাড়াও উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণ বঙ্গে পরিবেশ বান্ধব বার্তা দিতে 'পরিবেশবান্ধব' নামকরণে একটি সুসজ্জিত ট্যাবলো পরিভ্রমণ করবে ও বৃক্ষ রোপনের জন্য বিনামূল্যে 'চারা গাছ' দেবেন বলে জনিয়েছেন আয়োজক সংগঠন তপজিটিভ বার্তাদ। উদ্যোগী সংস্থার প্রধান মলয় পিট সামগ্রিক বৃক্ষ রোপনের কাজে মহিলাদের অগ্রসর হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন।

মদনমোহনপুর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মধুসূদন দে-র আত্মজীবনী

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিবেদন, ঃ বাঁকুড়া জেলার ওন্দা ব্লকের মেদিনীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মানডিহা গ্রামে এক দরিদ্র তিলি পরিবারে আমার জন্ম। শৈশবের নিদারুণ দারিদ্রতা ছিল আমার প্রতিদিনের সঙ্গী। অভাব অনটনের সংসার। প্রতিদিন, প্রতিবেলা অনাহারে কাটাতে হয়েছে। খিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে-শিশু শ্রমিকের কাজ করেছি। শৈশবের অধিকাংশ দিন উপোস করে কাটাতে হয়েছে। আমার বাবা স্বর্গীয় বাউল চন্দ্র দে। স্থানীয় এক জোতদার এর অধীনে স্বল্প বেতনে কাজ করতেন। মা বিলাসী বালা দে। একজন আদর্শ গৃহবধূ। মানডিহা গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আঙ্ক্ষমার লেখাপড়া শুরু। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে কৃষ্ণনগর উচ্চ বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হই। এই বিদ্যালয় থেকে ১৯৮৫ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করি। ইতিপূর্বে মানডিহা গ্রাম থেকে কোনো ছাত্র-ছাত্রী মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করে নি। তাই গ্রামবাসী খুব খুশি হয়েছিল। আমাকে গ্রামের মানুষ আদর করে বলতে শুরু করেছিল- গ্রামের উদীয়মান সূর্য। ১৯৮৭ সালে রামসাগর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করি। রামসাগর উচ্চ বিদ্যালয় আমাকে কে. পি. এস. মেমোরিয়াল এ্যাওয়ার্ড দিয়ে সম্মানিত করেছিল। তারপর বিষ্ণুপুর রামানন্দ কলেজ থেকে অনার্স গ্র্যাজুয়েট পাশ করি। রামানন্দ কলেজে বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজের জন্য এন. এস. এস ইউনিটের সাথে যুক্ত হয়ে কাজ করি। এরপর বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার ডিগ্রী করতে গিয়ে পড়াশোনার খরচ জোগাড় করতে না পেরে বাড়ি ফিরে আসি। জীবন যুদ্ধে জানতে পারি-দারিদ্রতার অন্যতম কারণ শিক্ষার অভাব। ১৯৯১ সাল। বাঁকুড়া জেলায় শুরু হয়েছে তখন সাক্ষরতা আন্দোলন। গরিব আদিবাসী পল্লীর ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের জন্য সাক্ষরতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়লাম। ওন্দা ব্লকের মেদিনীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত তালার পাড়া আদিবাসী সাক্ষরতা কেন্দ্রে দীর্ঘ সাত বছর বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষকতা করেছি। ১০-১২টি আদিবাসী গ্রামের মানুষজনকে নিয়ে গড়ে তুলেছিলাম-আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থা। ১৯৯৯ সালের ১ লা জুলাই বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের অধীন ওন্দা দক্ষিণ চক্রের অন্তর্গত পুরুষোত্তমপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে যোগদান করি। এরপর জন্মভূমির টানে ১৭ ই জুলাই ২০০২ সালে মানডিহা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে নিযুক্ত হই। সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় আদিবাসী পল্লীর ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য গড়ে তোলা হয়-তালারপাড়া শিশু শিক্ষা কেন্দ্র। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে আদিবাসী পল্লীর পড়ুয়ারা যাতে উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে পারে তার জন্য ২০১১ সালে প্রতিষ্ঠা করি মানডিহা জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়।১৮ ই জানুয়ারি ২০১৩ সালে মানডিহা জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়ের শুভ উদযাপন মুহূর্তটি ইতিহাস সাক্ষী থেকে স্মরণীয় করে তুলেছিলাম। ২০১৬ সালে বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের নির্দেশ মোতাবেক ওন্দা দক্ষিণ চক্রের অন্তর্গত মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদে যোগদান করি। বিদ্যালয়ে সার্বিক উন্নয়নের জন্য একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণ করি। অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার ফলে ২০১৯ সালে রাজ্য সরকার মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়কে তশিশু মিত্রদ বিদ্যালয় পুরস্কার দিয়ে প্রধান শিক্ষক ও বিদ্যালয় কে বিশেষভাবে সম্মানিত করেছে। রাজ্যস্তরীয় পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে কলকাতার রবীন্দ্র সদনে সুসজ্জিত মঞ্চে উপস্থিত হয়েছিলাম - ওন্দা দক্ষিণ চক্রের অন্তর্গত মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে। জীবনের সায়াহ্নে শিশু মিত্র খেতাব লাভ করে ওন্দা ব্লকের ইতিহাসের পাতায় নিজের ও বিদ্যালয়ের জায়গা করে নিয়েছি।

মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত ২ এবং আহত অন্তত ৩০

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিবেদক, বাগনান ঃ বৃহস্পতিবার সাত সকালেই এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় দুজনের মৃত্যু হল এবং অন্তত ৩০ জন যখন বলে জানা গিয়েছে।। জানা গিয়েছে এদিন সকাল সাড়ে ছটা নাগাদ আসেন বাগনান কেন্দ্রের বিধায়ক অরুনাভ সেন। জরুরী ভিত্তিতে জখমদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। জানা গিয়েছে যখমদের মধ্যে ৬ জনের অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক। বাকিদের বাগনান এবং উলুবেড়িয়া

হাওড়ার বাগনান থানা এলাকার বাগনান লাইব্রেরী মোড়ে শ্যামবাজার যাওয়ার জন্য একটি বেসরকারি বাস যখন শ্যামবাজার যাচ্ছিল তখন ১৬ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে কোলাঘাট গামী একটি স্টোনচিপ বোঝায় ডাম্পার আড়াআড়িভাবে ধাক্কা মারে। কোন সিগনাল মানেনি বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এদিন এই দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তে বাগনান হাসপাতালে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে হাসপাতাল ও স্থানীয় নার্সিং হোমগুলিতে ভর্তি করা হয়েছে। এই ঘটনায় ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের প্রায় ঘন্টা খানেক যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে অবশ্য যানজট মুক্ত হয় ১৬ নম্বর জাতীয় সড়ক , যানচলাচল স্বাভাবিক হয়। এদিকে উলুবেড়িয়া হাসপাতালে আহতদের দেখতে যান রাজ্যের মন্ত্রী পুলক রায়।

উওর বাইশহাটা সমবায় এস.ইউ.সি.-র হাতছাড়া

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর ঃ সামনে বিধানসভার নির্বাচন। আর তার আগে সমবায় নির্বাচনে জয়ের ধারা অব্যাহত শাসক তৃনমূল কংগ্রেসের।আবার একক সংখ্যা গরিষ্ঠ হিসাবে জয়লাভ করলো তৃনমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা। বৃহস্পতিবার কুলতলি বিধানসভার জয়নগর ২ নং ব্লকের উওর বাইশহাটা এস.কে.ইউ.এস-এর নির্বাচনের মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন ছিলো। মোট ৬ টি আসনের এই নির্বাচনে বিরোধীরা কোন আসনে প্রার্থী না দেওয়ায় শাসক তৃনমূলের ৬ জন প্রার্থীকেই বিজয়ী বলে ঘোষণা করেন এই নির্বাচনের দায়িত্ব প্রাপ্ত অফিসার দেবরাজ নস্কর। ১৯৫২ সালের তিন জুলাই এই সমবায় গঠিত হয়। তার পর টানা ৭৩ বছর ধরে ক্ষমতায় ছিলো এস ইউ সি আই। আর এই প্রথম বিরোধী শূন্য হলো এই সমবায়। আর একক ভাবে ক্ষমতায় এলো শাসক তৃনমূল কংগ্রেস। এবারের নির্বাচনে জয়ী ৬ জন সদস্য হলো- আয়েশা মিস্ত্রী, মমতাজ লস্কর, মোশারফ মোল্লা, সোলেমান মোল্লা, সাহালম গায়েন ও দুলাল ভুইয়া। এদিন মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিনে যেকোনো গন্ডগোল এড়াতে বকুলতলা থানার ওসি প্রদীপ রায়ের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়।তবে এদিন জয়ের পরে বাইশহাটা অঞ্চল তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি নুরহোসেন গাজী বলেন, কুলতলি বিধানসভার বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মন্ডলের উন্নয়ন দেখে এলাকার মানুষ তৃনমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের এই সমবায়ের দায়িত্ব তুলে দেন।দীর্ঘ ৭৩ বছর ধরে এস ইউ সি আই এই সমবায়কে নিজেদের দলীয় অফিস বানিয়ে রেখেছিলো। মানুষের উন্নয়নে সমবায়ের কোনো কাজ এরা করে নি।তার বদলে এরা বহু দেনা করে গেছে।তাই আর নির্বাচনে দাঁড়াতে সাহস পায়নি।আমাদের হাতে সমবায় দায়িত্ব এবার এলো।আমরা কুলতলির বিধায়কের নির্দেশ মেনে এই সমবায়ের মাধ্যমে এলাকার উন্নয়নে কাজ করবো।আর ২০২৬ এর বিধানসভার নির্বাচনের আগে এই জয় শাসক তৃনমূল কংগ্রেসের কাছে আরও অক্সিজেন এনে দিলো মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্তবার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ১৯৯ সংখ্যা, শুক্রবার ৫ আষাঢ় ১৪৩২

অন্ধকারেই হারিয়ে যাচ্ছে শৈশব ঃ ভারতে এক কোটিরও বেশি শিশুশ্রমিক, নীরব বিপদে ভবিষ্যৎ

ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থায় শিশুরা বরাবরই এক আবেগের প্রতীক, ভবিষ্যতের কারিগর হিসেবে দেখা হয় তাদের। কিন্তু বাস্তবতার কঠিন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আজ প্রশ্ন ওঠে; সেই ভবিষ্যতের ভিত কি শিশুশ্রমের করালগ্রাসে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে? এক সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক রিপোর্ট জানাচ্ছে, ভারতে বর্তমানে এক কোটিরও বেশি শিশু জড়িয়ে রয়েছে শ্রমে, যাদের বয়স ৫ থেকে ১৭ বছরের মধ্যে। এই পরিসংখ্যান শুধুমাত্র উদ্বেগের নয়, তা এক সামাজিক ব্যর্থতার নগ্ন উদাহরণ। যেখানে শিশুরা বই-খাতার পরিবর্তে ধরছে হাতুড়ি, কাস্তে বা ভাটার ইট। এমন এক রাষ্ট্রচিন্তার বহিঃপ্রকাশ যেখানে শিক্ষার অধিকার কেবল কাগজে কলমে সীমাবদ্ধ এবং অর্থনৈতিক অসমতা, দারিদ্র্য, ও অভিভাবকদের অসচেতনতা মিলিয়ে নির্মমভাবে ছিন্নভিন্ন করছে শৈশবকে। বিশেষজ্ঞদের মতে, শিশুশ্রমের প্রাথমিক কারণ দারিদ্র্য এবং শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যর্থতা। গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশ পরিবারই আয় কম থাকার কারণে পরিবারের খরচ চালাতে শিশুদের কাজে পাঠাতে বাধ্য হয়। শহরাঞ্চলেও অবৈধ কারখানা, নির্মাণশিল্প, হোটেল ও গৃহপরিচারিকার কাজ; এই সমস্ত জায়গায় ন্যূনতম মজুরিতে শিশুদের দিয়ে শ্রম করানো হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে তারা

কাজ করছে ভয়াবহ পরিবেশে, ঝুঁকিপূর্ণ যন্ত্রপাতির মাঝে। জাতীয় শিশু অধিকার রক্ষা কমিশন ও ইউনিসেফ-সহ একাধিক সংস্থা বারবার সরকারকে সতর্ক করেছে এই প্রবণতা নিয়ে। তবুও বাস্তবে খুব সামান্য পরিবর্তন হয়েছে। 'শিক্ষা সকলের জন্য' প্রকল্প এবং মিড ডে মিল চালু হলেও, গ্রামে বহু শিশু এখনও বিদ্যালয়ের বাইরে থেকে যাচ্ছে। এক ভয়াবহ তথ্য হল; অধিকাংশ শিশুশ্রমিকই কর্মক্ষেত্রে নিগৃহীত, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়, এবং তারা শিশু পাচারের চক্রে জড়িয়ে পড়ে। এক বার এই চক্রে ঢুকে গেলে ফের সমাজের মূল স্রোতে ফিরে আসা তাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। শিক্ষা, খেলাধুলা, সামাজিক বিকাশ; এসব শব্দ তখন তাদের জীবনে অর্থহীন হয়ে ওঠে। আইনগত দিক থেকে দেখলে ভারত সরকার ২০১৬ সালে 'চাইল্ড লেবার অ্যাক্ট'-এ সংশোধন এনে ১৪ বছরের নিচে কোনও শিশুকে কোনও কাজেই নিযুক্ত করা যাবে না বলে জানায়। এমনকি ১৪ থেকে ১৮ বছরের কিশোরদেরও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে বিরত রাখার কথা বলা হয়। কিন্তু আইনের প্রয়োগ এখনও তেমন দৃঢ় নয়। অবৈধ কারখানা বা গৃহস্থালিতে কাজ করা শিশুদের বিরুদ্ধে কোনও বড়সড় নজরদারি নেই। বরং কিছু জায়গায় এই প্রবণতাকে স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া হয়। শিশুশ্রম বন্ধ করার জন্য শুধু আইন করলেই চলবে না। প্রয়োজন গণসচেতনতা, সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সর্বোপরি সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা। পরিবার যদি বুঝতে পারে যে তাদের শিশুরা শিক্ষিত হয়ে আরও ভালো ভবিষ্যৎ গড়তে পারে, তবে শিশুশ্রমের প্রবণতা হ্রাস পাবে। এর জন্য দরকার বিস্তৃত সামাজিক নিরাপত্তা বলয়, যাতে দরিদ্র পরিবারগুলি নির্ভর করতে পারে সরকারের সহায়তায়। অপরদিকে, বহু ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, কিছু শিশু নিজের ইচ্ছেতেই কাজে নামছে কারণ তার চারপাশে কেউ শিক্ষা বা বিকাশের সুযোগই দেখায়নি তাকে। এই অবস্থায় শুধু নিষেধাজ্ঞা নয়, প্রয়োজন বিকল্প পথ দেখানো। যেমন; কর্মমুখী শিক্ষা, হাফটাইম স্কুল ও আর্থিক সহায়তা মিলিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ কাঠামো তৈরি করা, যেখানে শিশুদের কাজে না গিয়ে শিক্ষালয়ে আকৃষ্ট করা সম্ভব হয়। শিশুশ্রমে নিযুক্ত শিশুদের বয়স যত বাড়ে, ততই তারা এক সময় বড় হয়ে ওঠে সেই শ্রমিক সমাজের অংশ হিসেবে, যাদের জীবনে শিক্ষার অভাব ভবিষ্যৎকে ধ্বংস করে দেয়। এতে দেশের সামগ্রিক মানবসম্পদ উন্নয়নের চিত্রও ব্যাহত হয়। এক কোটির বেশি শিশুশ্রমিক মানে এক কোটি সম্ভাবনা হারিয়ে যাওয়া। আমাদের সমাজে শিশুদের নিয়ে নানা রকম দিবস পালন হয়, আন্তর্জাতিক শিশু দিবস, জাতীয় শিক্ষা দিবস, আরও কত কিছু। কিন্তু সেই শিশুরাই যদি তাদের প্রাথমিক অধিকার; শিক্ষা, খেলা, নিরাপদ জীবন; থেকে বঞ্চিত থাকে, তবে এই সমস্ত আড়ম্বরতা ব্যর্থতা ছাড়া কিছু নয়। এখানে দায়িত্ব শুধু সরকারের নয়, আমাদের সকলের। এক জন নাগরিক হিসেবে, এক জন অভিভাবক হিসেবে, এক জন শিক্ষক বা সমাজকর্মী হিসেবে আমাদের উচিত শিশুদের প্রতি সংবেদনশীল হওয়া। কোনও শিশুকে শ্রমে দেখলে প্রতিবাদ করা, প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানানো, কিংবা নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী কাউকে স্কুলে পাঠাতে সহায়তা করা — এই সবই ছোট ছোট পদক্ষেপ যা বড় পরিবর্তন আনতে পারে। মোটকথা, ভারতের উন্নয়ন তখনই সম্ভব, যখন দেশের প্রত্যেকটি শিশু নিরাপদ, শিক্ষিত এবং স্বাধীন জীবনের স্বপ্ন দেখতে পারবে। শিশুশ্রম মানেই একটি জাতির ভবিষ্যতের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। এক কোটি শিশুর এই অন্ধকার জীবন আমাদের সকলের কাছে প্রশ্ন রেখে যাচ্ছে — আমরা কি প্রস্তুত এই অন্ধকার সরিয়ে আলো দেখাতে? যদি হ্যাঁ, তবে আর দেরি নয় ; এখনই সময় সমাজকে নতুন করে ভাবার, পরিকল্পনা করার এবং সর্বোপরি; কাজ শুরু করার।

মাতৃমৃত্যুর উচ্চ হার পশ্চিমবঙ্গের সামনে এক কঠিন বাস্তবতা

স্বাস্থ্যব্যবস্থার প্রগতির নিরিখে একটি দেশের বা রাজ্যের সাফল্য অনেকাংশে নির্ধারিত হয় মাতৃমৃত্যুর হার দ্বারা। একটি মা যখন সন্তান জন্ম দেওয়ার প্রক্রিয়ায় প্রাণ হারান, তখন সেটি শুধু একটি ব্যক্তিগত ক্ষতি নয়, বরং একটি বড় সামাজিক ও নীতিগত ব্যর্থতার পরিচায়ক। সম্প্রতি প্রকাশিত পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের মাতৃমৃত্যুর হার জাতীয় গড়ের তুলনায় এখনও বেশি। এটি নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক এবং আত্মসমালোচনার উপযুক্ত মুহূর্ত। ভারতের সামগ্রিক স্বাস্থ্য পরিস্থিতি বিগত কয়েক বছরে কিছুটা উন্নতি করলেও, রাজ্যভিত্তিক চিত্র বিশ্লেষণ করলে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান খুব আশাব্যঞ্জক নয়। জাতীয় গড়ে যেখানে প্রতি লক্ষ জীবিত সন্তানের জন্মে ৯৭ জন মায়ের মৃত্যু হচ্ছে, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে সেই হার ১০৩। যদিও বিগত বছরগুলির তুলনায় এই সংখ্যায় সামান্য হ্রাস ঘটেছে, তা সত্ত্বেও এটি এখনও জাতীয় হারের ওপরে অবস্থান করছে, যা রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দুর্বলতা স্পষ্ট করে তোলে। এই অবস্থার পেছনে একাধিক কারণ ক্রিয়াশীল। প্রথমত, স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর অসম বন্টন। রাজ্যের কিছু অংশে যেখানে উন্নত হাসপাতাল ও প্রশিক্ষিত চিকিৎসক রয়েছেন, সেখানে বহু গ্রামীণ এলাকায় এখনও পর্যন্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পর্যন্ত নেই। গর্ভবতী মহিলাদের জন্য পর্যাপ্ত ও নিয়মিত চেক-আপের ব্যবস্থা, নিরাপদ প্রসবের জন্য প্রশিক্ষিত নার্স বা ধাত্রী, এবং জরুরি অবস্থায় দ্রুত ব্যবস্থা;এই মৌলিক পরিষেবাগুলির অভাব এখনও অনেক এলাকায় প্রকট। দ্বিতীয়ত, সমাজে সচেতনতার অভাবও এক বড় সমস্যা। বহু নারী এখনও গর্ভাবস্থায় ার প্রাথমিক ও নিয়মিত চিকিৎসা নিতে পারেন না শুধুমাত্র অজ্ঞানতা, কুসংস্কার, অথবা পারিবারিক অবহেলার কারণে। অনেক ক্ষেত্রে পরিবারের পুরুষ সদস্যরা প্রসবের ঝুঁকি ও তার গুরুত্বকে গুরুত্ব দেন না, ফলে শেষ মুহূর্তে যখন জটিলতা দেখা যায়, তখন আর সময় বা সুযোগ থাকে না। এই সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি বদলানো জরুরি। তৃতীয়ত, স্বাস্থ্যকর্মীদের ঘাটতি এবং তাদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব একটি বড় সমস্যা হিসেবে থেকে যাচ্ছে। একদিকে চিকিৎসক, নার্স এবং আয়াদের সংখ্যা কম, অন্যদিকে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের একটি বড় অংশ শহর কেন্দ্রীভূত। ফলে গ্রামীণ বা প্রত্যন্ত অঞ্চলে জরুরি চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছানো সম্ভব হয় না। অনেক ক্ষেত্রে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে নিয়মিত ওষুধ সরবরাহ নেই, পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি নেই, এমনকি গর্ভবতী নারীর জরুরি রেফারালের ব্যবস্থাও যথাযথ নয়। এছাড়াও একাধিক প্রশাসনিক জটিলতাও পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলছে। সরকারি হাসপাতালগুলিতে ভিড়, কর্মীদের অনীহা, দীর্ঘ প্রতীক্ষা, অপ্রতুল পরিষেবা ইত্যাদি কারণে অনেক পরিবারই শেষ পর্যন্ত প্রাইভেট ক্লিনিক বা অনুপযুক্ত নার্সিং হোমে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, যা অনেক সময় নিরাপত্তাহীন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। আবার প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসার খরচ অনেক বেশি হওয়ায় দরিদ্র পরিবারগুলি সে সুযোগ পায় না। ফলে তারা বাধ্য হয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ও অসুরক্ষিত উপায়ে সন্তানের জন্ম দেয়, যার পরিণতি হয় মর্মান্তিক। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প যেমন 'জননী সুরক্ষা যোজনা', 'মাতৃত্ববান্ধব হাসপাতাল' ইত্যাদির উদ্দেশ্য প্রশংসনীয় হলেও বাস্তবায়নে ঘাটতি থেকেই যায়। কাগজে-কলমে সুচারু পরিকল্পনা থাকলেও মাটির মানুষের জীবনে তার প্রভাব পড়ে না। একদিকে আধুনিক প্রযুক্তি ও পরিষেবার কথা বলা হয়, অন্যদিকে বহু মহিলাকে সন্তান প্রসব করতে হচ্ছে বাড়ির মাটিতে, কোনও প্রশিক্ষিত সাহায্য ছাড়াই। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন একটি ব্যাপক এবং আন্তঃবিভাগীয় পরিকল্পনা। শুধুমাত্র স্বাস্থ্যদপ্তরকে দায়ী করলেই চলবে না। শিক্ষাদপ্তর, নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তর, পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়ন বিভাগের সমন্বয়ে সচেতনতা ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের পথে এগোতে হবে। স্কুলস্তর থেকে প্রসব ও মাতৃত্ব সংক্রান্ত স্বাস্থ্যশিক্ষা চালু করতে হবে, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আরও সচেতন হয়। সামাজিক সংগঠন ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকেও এই উদ্যোগে সক্রিয়ভাবে যুক্ত করতে হবে। স্থানীয় স্তরে প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ করে প্রতিটি গর্ভবতী নারীর পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনে রেফারালের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। গ্রামীণ এলাকায় সুলভে এবং নিরাপদ মাতৃত্ব পরিষেবা পৌঁছে দিতে না পারলে রাজ্যের সামগ্রিক মানবোন্নয়নের চিত্র কখনওই আশাব্যঞ্জক হবে না। স্বাস্থ্য শুধুমাত্র একটি ব্যক্তিগত চাহিদা নয়, এটি একটি মৌলিক অধিকার। একজন মা যখন সন্তান জন্ম দেওয়ার সময় প্রাণ হারান, তখন সেটি শুধুমাত্র এক জীবনের অপচয় নয়, বরং একটি পরিবারের, একটি সমাজের, এমনকি একটি জাতিরও অপূরণীয় ক্ষতি। কারণ একটি মাতৃমৃত্যু মানে একটি শিশুর ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেওয়া, একটি পরিবারের ভারসাম্য নষ্ট হওয়া এবং সমাজে নারীস্বাস্থ্যের গুরুত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠা। তথ্য অনুযায়ী, যেসব এলাকায় শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা তুলনামূলকভাবে উন্নত, সেসব জায়গায় মাতৃমৃত্যুর হার অনেক কম। অর্থাৎ এই সংকট শুধুমাত্র চিকিৎসার সংকট নয়, এটি এক প্রকার সামাজিক বৈষম্য ও অবহেলার পরিণাম। সুতরাং প্রয়াস হতে হবে বহুস্তরীয়। স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর পাশাপাশি নারী শিক্ষা, পুষ্টি, সামাজিক সুরক্ষা, ও পারিবারিক সহায়তা বাড়ানোও সমান জরুরি। পশ্চিমবঙ্গ একসময়ে সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক হিসেবে পরিচিত ছিল। মাতৃমৃত্যুর মতো একটি সূচকে এখনও জাতীয় গড়ের চেয়ে পিছিয়ে থাকা রাজ্যের জন্য লজ্জার। এই পরিসংখ্যান শুধুমাত্র স্বাস্থ্যদপ্তরের রিপোর্ট নয়, বরং এটি এক সামাজিক দর্পণ, যেখানে দেখা যাচ্ছে উন্নয়নের ফাঁকে আমরা কতটা পিছিয়ে পড়েছি একজন মায়ের মৌলিক অধিকার রক্ষায়। আজ যখন দেশে বা রাজ্যে বড় বড় উন্নয়নের গল্প বলা হচ্ছে, সেই সময় একজন মায়ের নিরাপদ প্রসব নিশ্চিত না করতে পারা আমাদের ব্যর্থতার সবচেয়ে করুণ প্রতিফলন। উন্নয়নের পরিক্রমায় যদি নারী নিরাপত্তা, মাতৃত্বের মর্যাদা ও স্বাস্থ্যসেবা পিছিয়ে পড়ে, তবে সেই উন্নয়ন কতটা টেকসই ও মানবিক, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এখন সময় এসেছে এই প্রশ্নগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে ভাবার ও কর্মপন্থায় সেই অনুযায়ী পরিবর্তন আনার। এই চ্যালেঞ্জ শুধুমাত্র প্রশাসনের নয়, এটি আমাদের সকলের। একজন মা যেন সন্তানের জন্ম দেওয়ার সময় নিজের জীবন নিয়ে খেলতে বাধ্য না হন, সেই পরিবেশ আমরা তৈরি করতে পারলেই বলা যাবে;আমরা সত্যিকারের উন্নয়নের পথে এগোচ্ছি। একবিংশ শতাব্দীর পশ্চিমবঙ্গ মাতৃত্বকে যদি এখনও বিপজ্জনক অভিজ্ঞতা হিসেবে রাখে, তবে সেই রাজ্যের অগ্রগতির গল্পে বড় ফাঁক থেকেই যাবে।

গার্হস্থ্য হিংসার মামলায় ৪৯৮এ ধারার অপব্যবহার

ভারতের বিচারব্যবস্থায় গার্হস্থ্য হিংসার শিকার নারীদের সুরক্ষার জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮এ ধারা একটি গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে সুপ্রিম কোর্ট একাধিক রায় ও পর্যবেক্ষণে স্পষ্ট করেছে, এই ধারার অপব্যবহারের প্রবণতা উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে। একাধিক মামলায় আদালত মন্তব্য করেছে, অনেক সময় মহিলারা প্রতিহিংসা বা ব্যক্তিগত রেষারেষির কারণে এই ধারা ব্যবহার করছেন, যা শুধু পুরুষ নয়, তাঁর পরিবারের উপরও গভীর প্রভাব ফেলছে। এই ধারাটি ১৯৮৩ সালে দণ্ডবিধিতে সংযোজন করা হয়, যার মূল লক্ষ্য ছিল বিয়ের পর মহিলাদের উপর হওয়া শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন রুখে দেওয়া। সমাজের বাস্তবতায় একথা মানতেই হবে যে বহু মহিলা এখনও স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনের দ্বারা নিপীড়নের শিকার হন। তাঁদের সুরক্ষার প্রয়োজন যেমন বাস্তব, তেমনই আইনটির অপব্যবহারও বাস্তব সমস্যা হয়ে উঠেছে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা সম্প্রতি একাধিক মামলায় বলেছেন, ৪৯৮এ একটি ধারালো অস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে এটি 'লিগাল টেররিজম' হয়ে উঠছে, যেখানে একজন মহিলা স্বামীর পরিবারের সমস্ত সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন, এমনকি প্রমাণ ছাড়াও। একটি মামলায় আদালত নির্দেশ দিয়েছে, এফ.আই.আর. দায়েরের পর গ্রেফতার নয়, আগে তদন্ত করতে হবে ও তা প্রমাণের ভিত্তিতে পদক্ষেপ নিতে হবে। এই পর্যবেক্ষণ নারী অধিকার রক্ষাকারী সংগঠনগুলির মধ্যে দ্বিধা সৃষ্টি করেছে। একদিকে তাঁরা স্বীকার করছেন যে কিছু ক্ষেত্রে এই আইনের অপব্যবহার হচ্ছে, অন্যদিকে তাঁরা মনে করছেন যে এই ধরনের পর্যবেক্ষণ বা নীতিগত রদবদল মূলত নির্যাতিত মহিলাদের বিচার পাওয়ার পথকে কঠিন করে তোলে। অনেক ক্ষেত্রেই মহিলারা দীর্ঘদিন ধরে সহ্য করার পর মামলা করেন। সেক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখা, বা তাঁর অভিযোগকে হালকা করে দেখা, তাঁকে আরও একা করে দিতে পারে। অন্যদিকে, যাঁদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়, তাঁদের জন্য পরিস্থিতি ভয়াবহ। একবার এই ধারায় অভিযোগ দায়ের হলে, আইন অনুযায়ী স্বামী, শ্বশুরবাড়ির অন্যান্যদের বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ ফৌজদারি মামলা শুরু হয়। সেই সঙ্গে আসে সামাজিক কলঙ্ক, চাকরি হারানোর আশঙ্কা, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার ভয়। আদালতের দীর্ঘ প্রক্রিয়া, খরচ ও মানসিক যন্ত্রণা; সব মিলিয়ে এটি তাঁদের জীবনে একটি ঘোর অন্ধকার অধ্যায় হয়ে ওঠে। ভারতীয় বিচারব্যবস্থা বার বার বলেছে, আইনের অপব্যবহার যেন মূল উদ্দেশ্যকে নষ্ট না করে। অর্থাৎ, যে কারণে ৪৯৮এ ধারা তৈরি হয়েছিল, সেই কারণ যেন এই ধরনের কেসে প্রশ্নবিদ্ধ না হয়। এই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আজ সমাজকে একটি ভারসাম্য খুঁজতে হবে ; যাতে না-দোষী কেউ শাস্তি না পান, আবার প্রকৃত নির্যাতিতা মহিলারাও ন্যায্য বিচার থেকে বঞ্চিত না হন। আইনের অপব্যবহার রোধে কিছু সুপারিশ ইতিমধ্যেই আদালত ও আইন কমিশনের পক্ষ থেকে এসেছে। যেমন, প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়া অবিলম্বে গ্রেফতার নয়, অভিযোগকারীর ও অভিযুক্তের পরিবারের মধ্যে মধ্যস্থতার চেষ্টা, কাউন্সেলিং, এবং থানার পরিবর্তে পরিবার আদালতের মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তি করার পরামর্শ। এই ধরনের ব্যবস্থাগুলি বাস্তবায়িত হলে হয়তো একদিকে নির্যাতনের শিকার মহিলারা সাহায্য পাবেন, আবার অন্যদিকে, মিথ্যা অভিযোগের হাত থেকেও কেউ রক্ষা পাবেন। সমাজবিজ্ঞানীদের একাংশ মনে করেন, এই ধারার অপব্যবহারের মূল কারণ আইন নয়, বরং তা সমাজের গভীরে থাকা পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা ও সামাজিক মূল্যবোধের অভাব। যদি একজন মহিলা মনে করেন যে তাঁকে অন্যায়ভাবে শ্বশুরবাড়ির হাতে হেনস্থা হতে হয়েছে, বা যদি একজন পুরুষ মনে করেন যে স্ত্রী তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করেছেন, এই দ্বন্দ্বের উৎস আসলে পারস্পরিক আস্থা ও শ্রদ্ধার অভাব। আইন এখানে শেষ উপায় হয়ে দাঁড়ায়, আর সেটিরও যদি অপব্যবহার হয়, তবে সম্পর্ক, পরিবার ও সমাজ ; সবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভারতীয় সমাজ ক্রমাগত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। নারীর অধিকার, স্বাধীনতা ও স্বীকৃতি আজ আগের তুলনায় অনেক বেশি। কিন্তু সেই সঙ্গেই এসেছে আইনের অপব্যবহারের প্রশ্ন।

অনুকুলচন্দ্রের বাণী

—ঃ শাশ্বতী ঃ—

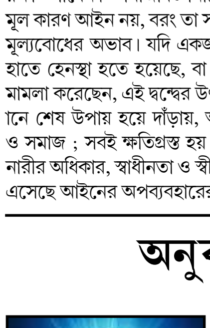

অযথা সন্দেহসঙ্কুল মন আপদকেই ডেকে আনে; অব্যবস্থ নিরাকরণে। আত্মোৎসর্গ-শক্তি যাদের দুর্ব্বল। ভালবাসাকে তা'রাই দুর্ব্বলতা ভাবে; যেখানে দিতে হবে; তোমার যা' আছে তা' হতেই দিও,; যেমন পার — পাচ্ছ যা' হ'তে; পরসহৃদয়তায় তা'র মাথায় হাত বুলোতে যেও না, মুর্খের মত নিজের পায়ে নিজেই কুড়োল মারার বাহাদুরী কিনতে যেও না। মেয়ে-মহলে থাকতেই যে অভ্যস্ত; সম্বলই তা'র বাহাদুরীপূর্ণ প্রীতি-ঘোটায় বিহ্বল কামানুগত্য, যদিও সে বাহাদুরী প্রায়শঃ প্রমাণহীন; বাস্তবে। বাধাকে বাধ্য করার মুরোদ নেই অথচ কর্ম্মী; তা'র মানেই যা'রা ধাপ্পাবাজ ভাঁওতামুখর; আস্ফেধর্ম্মী। মিথ্যার উপর যা'দের ভিত্তি; তা'রা দক্ষ বুদ্ধিমান্ নয়, বরং দাম্ভিক ভড়ং-এ চৌকস্‌ই; সাধারণতঃ।

সানা ইউসুফের হত্যাকাণ্ড এবং পিতৃতান্ত্রিক সহিংসতার গভীর পচন

সানা ইউসুফের নৃশংস হত্যাকাণ্ড তাদের বিবেককে নাড়া দিয়েছে যারা বিশ্বাস করতে সাহস করে যে আধুনিকতা পুরুষতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের আদিম প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। তার গল্প কেবল সংবাদপত্রের কলামে চাপা পড়ে থাকা একটি অপরাধের গল্প নয়; এটি এমন একটি সমাজের প্রতিফলন যা এখনও মৌলিকভাবে পুরুষ আধিপত্য দ্বারা পরিচালিত, যেখানে একজন নারীর স্বাধীনতার দাবিকে বিদ্রোহ হিসেবে দেখা যেতে পারে - এবং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা যেতে পারে। সানা ইউসুফের সাথে যা ঘটেছিল তা দুঃখজনক, তবে আরও ভয়াবহ হল এই উপলব্ধি যে তার ভাগ্যও ব্যতিক্রম নয়; এটি এমন একটি কাঠামোগত বাস্তবতার একটি ভয়াবহ চিত্র যা উপমহাদেশ জুড়ে অসংখ্য নারীর জীবনকে সংজ্ঞায়িত করে। সানা ইউসুফের ক্ষেত্রে, প্রতিবেদনগুলি থেকে জানা যায় যে তাকে একজন পুরুষ দ্বারা অনুসরণ করা হয়েছিল, হয়রানি করা হয়েছিল এবং অবশেষে হত্যা করা হয়েছিল যাকে সে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তার আবেশী আকাঙ্ক্ষা মেনে নিতে, তার স্বায়ত্তশাসনকে তার ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করতে তার অস্বীকৃতি তার নির্মম পরিণতির দিকে পরিচালিত করেছিল। এটি এমন একটি গল্প নয় যা নারীদের কাছে অপরিচিত - শহর ও গ্রামে, অভিজাত মহল এবং প্রান্তিক সম্প্রদায়গুলিতে, এই ধরণটি টিকে আছে। একজন নারীর কর্তৃত্ব, বিশেষ করে প্রেম, বিবাহ এবং ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে, গভীরভাবে পুরুষতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে ধ্বংসাত্মক হিসেবে দেখা হয়। এবং যখন নারীরা নিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা করে, তখন সহিংসতা পুরুষের আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য একটি পতনশীল প্রক্রিয়া হয়ে ওঠে। দক্ষিণ এশিয়ার অনেক অংশে সামাজিক কাঠামো এখনও নারীদের সম্মান এবং লজ্জার কাঠামোর মধ্যে রাখে যা পুরুষদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। একজন নারীর পছন্দ প্রায়শই তার নিজের হিসাবে নয় বরং তার পরিবারের - আরও নির্দিষ্টভাবে, তার পুরুষ অভিভাবকের - সম্মানের প্রতিফলন হিসাবে তৈরি করা হয়। যখন এই কাল্পনিক সম্মান ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে বলে মনে করা হয়, তখন প্রতিশোধ নেওয়া হয়। সেই প্রতিশোধ বিভিন্ন রূপ নিতে পারে মানসিক ব্ল্যাকমেইল, নজরদারি, সমাজচ্যুতি, জোরপূর্বক বিবাহ এবং অনেক ক্ষেত্রে, শারীরিক সহিংসতা এবং হত্যা। সানা ইউসুফের হত্যাকাণ্ড সরাসরি এই ধারাবাহিকতার মধ্যে পড়ে। তিনি না বলার সাহস করেছিলেন - এবং তার জীবনের মূল্য দিতে হয়েছিল। এই হত্যাকাণ্ডকে আরও শীতল করে তোলে এমন পরিবেশ যা এই ধরনের কাজকে সম্ভব করে তোলে। পুরুষতান্ত্রিক অধিকার বিচ্ছিন্নভাবে তৈরি হয় না; এটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান, পারিবারিক ব্যবস্থা, আবেশী প্রেমকে মহিমান্বিত করে এমন সিনেমাটিক উপস্থাপনা এবং সময়মতো ক্ষতিগ্রস্তদের রক্ষা করতে ব্যর্থ বিচার ব্যবস্থা দ্বারা লালিত হয়। ব্যক্তিগত খুনির দিকে আঙুল তোলা সহজ, এবং তাকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। কিন্তু আমাদের যে আসল প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে তা হল কতজন মানুষ, ব্যবস্থা এবং সাংস্কৃতিক বার্তা সানার উপর তার মালিকানার অনুভূতিকে আরও শক্তিশালী করেছে? এটা কেবল ব্যক্তিগত রোগবিদ্যা সম্পর্কে নয়; এটা সাংস্কৃতিক অনুমতি সম্পর্কে। চলচ্চিত্র, সাহিত্য, সঙ্গীত, এমনকি আদালতের বক্তব্যেও পুরুষের সাধনার ধারণাটি প্রায়শই রোমান্টিকভাবে উপস্থাপন করা হয় - এমনকি যখন এটি অবাঞ্ছিত হয়। একজন পুরুষের জেদকে আবেগ, তার নিয়ন্ত্রণকে যত্ন, তার ঈর্ষাকে ভালোবাসা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। নারীদের ভয় বা প্রতিরোধ প্রকাশ করার জন্য খুব কমই জায়গা থাকে, যার জন্য তাকে দোষারোপ করা হয় না। এই মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশে, একজন পুরুষের হিংস্র হয়ে ওঠার জন্য স্পষ্ট উৎসাহের প্রয়োজন হয় না। তার চারপাশের বাতাস ইতিমধ্যেই বিষাক্ত অনুমতিতে ভারী। তদুপরি, নারীদের জীবনে নজরদারি এবং বিধিনিষেধের ব্যাপক স্বাভাবিকীকরণ রয়েছে - প্রায়শই তনিরাপত্তাদ এর আড়ালে পরিবারের সদস্যরা চাপিয়ে দেয়। অল্পবয়সী মেয়েদের মনোযোগ আকর্ষণ না করতে, একা বাইরে না যেতে, খুব জোরে কথা না বলতে, তারা যা চায় তা না পরতে শেখানো হয়। এই সমস্ত নির্দেশের একটিই তাৎপর্য রয়েছে একজন মহিলার নিরাপত্তা তার ক্ষতি করতে পারে এমন ব্যক্তিদের দোষের মধ্যে নয়, বরং আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতার মধ্যে। এই বিকৃত যুক্তিটি নীরবে পিতৃপুরুষের ধারণাকে আরও শক্তিশালী করে যে নিয়ন্ত্রণের সীমানার বাইরে থাকা একজন মহিলা আদেশের জন্য হুমকি। সানা ইউসুফের ক্ষেত্রে, এই যুক্তি মারাত্মক প্রমাণিত হয়েছিল। তার নিজের শর্তে বেঁচে থাকার প্রচেষ্টা - যে কোনও প্রাপ্তবয়স্কের জন্য একটি মৌলিক অধিকার - একজন পুরুষের তার উপর তার অধিকারের বিশ্বাসকে হুমকির মুখে ফেলেছিল। এই হত্যার পিছনের ভয়ঙ্কর সত্যটি হল তিনি আবেগের শিকার ছিলেন না বরং পুরুষতন্ত্রের শিকার ছিলেন। তিনি যে বিপদের মুখোমুখি হয়েছিলেন তা জনসাধারণের জীবনে পা রাখার কারণে নয়, বরং এমন একজন পুরুষের কাছ থেকে এসেছিলেন যার পুরুষত্বের ধারণা এতটাই ভঙ্গুর ছিল যে এটি প্রত্যাখ্যান সহ্য করতে পারেনি। তার হত্যাকাণ্ড একটি স্মরণ করিয়ে দেয় যে অনেক মহিলার জন্য, তাদ বলার সহজ কাজটি তাদের সবচেয়ে বিপজ্জনক কাজগুলির মধ্যে একটি। লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার এই মহামারী মোকাবেলা করার জন্য, আমাদের আইনি সংস্কার বা সাময়িক ক্ষোভের চেয়েও বেশি কিছু প্রয়োজন। আমাদের একটি সাংস্কৃতিক পুনর্গঠন প্রয়োজন। পরিবারগুলিকে এমন ছেলেদের লালন-পালন করতে হবে যারা সীমানা বোঝে, যারা স্বায়ত্তশাসনকে সম্মান করে এবং যারা কোনও মহিলার সময়, শরীর বা আবেগের অধিকারী নয়। স্কুলগুলিকে অবশ্যই সম্মতিকে একটি মৌলিক মূল্যবোধ হিসেবে শিক্ষা দিতে হবে, কেবল একটি আইনি শব্দ নয়। কর্মক্ষেত্রগুলিকে অবশ্যই নারীদের কেবল সুযোগ দিয়েই নয়, বরং সুরক্ষা এবং মর্যাদা দিয়েও ক্ষমতায়িত করতে হবে। এবং মিডিয়াকে অবশ্যই এমন বর্ণনা পরিত্যাগ করতে হবে যা প্রেমের নামে অনুসরণ এবং জোরপূর্বক আচরণকে মহিমান্বিত করে। দ্রুত বিচার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রায়শই, লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার মামলাগুলি প্রক্রিয়াগত বিলম্ব, দুর্বল তদন্ত এবং সামাজিক চাপের কারণে হারিয়ে যায়। যখন আইন জরুরিতা এবং স্পষ্টতার সাথে কাজ করে না, তখন এটি একটি সংকেত পাঠায় যে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা অগ্রাধিকার নয়। সানার জন্য ন্যায়বিচার দ্রুত এবং স্বচ্ছ হওয়া উচিত, কেবল তার পরিবারের শোকের জন্য নয় বরং এই সমাজের প্রতিটি মহিলাকে জানাতে হবে যে তার জীবনের মূল্য আছে, তার পছন্দের ওজন আছে এবং তার মৃত্যু কেবল আরেকটি পরিসংখ্যান হিসাবে ভেসে যাবে না। সানা ইউসুফের হত্যাকাণ্ড প্রতিদিনের ট্র্যাজেডির পটভূমির আওয়াজে ম্লান হওয়া উচিত নয়। এটি আমাদের সাথে থাকা উচিত - অসহায়ত্বের গল্প হিসাবে নয় বরং সমস্ত ধরণের পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রের আহ্বান হিসাবে। তার নাম একজন ভুক্তভোগী হিসাবে নয়, বরং একটি চ্যালেঞ্জ হিসাবে স্মরণ করা উচিত আমরা কীভাবে ভালোবাসি, কীভাবে আমরা শিক্ষা দিই, কীভাবে আমরা পরিচালনা করি এবং কীভাবে আমরা ক্ষমতা এবং আত্মসমর্পণের মধ্যে এখনও অসমভাবে বিভক্ত একটি পৃথিবীতে স্থান ভাগ করে নিই তা পুনর্বিবেচনা করা। সানার প্রতি সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি হবে এমন একটি সমাজ যেখানে কোনও মহিলাকে না বলার অধিকার প্রমাণ করার জন্য মৃত্যুবরণ করতে হবে না। সেই সমাজ আজ বেদনাদায়কভাবে অনেক দূরে বোধ করে। কিন্তু তাকে স্মরণ করা, এবং তিনি যা প্রতিনিধিত্ব করেন তার জন্য লড়াই করা, এটিকে আরও কাছে আনার দিকে প্রথম পদক্ষেপ।

ইরানের সাথে ইসরায়েলের গণনাকৃত সংঘর্ষ ও আঞ্চলিক ক্ষমতা সংগ্রামের ভূত

মধ্যপ্রাচ্যের চির-অস্থির ভূ-প্রকৃতিতে, যেখানে জোটগুলি তরল এবং অভিযোগগুলি প্রাচীন, ইরানের সাথে ইসরায়েলের তীব্রতর সংঘাত কেবল নিরাপত্তা এবং আধিপত্য নিয়ে একটি ভূ-রাজনৈতিক সংঘর্ষের চেয়েও বেশি কিছু। এটি আদর্শ, ইতিহাস এবং কৌশলের একটি দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ - যেখানে উভয় জাতি একই ঐতিহাসিক পর্ব থেকে ভিন্ন শিক্ষা নিয়েছে। লক্ষ্যবস্তু হামলা, পারমাণবিক উদ্বেগ এবং বাগ্মীতার দ্বারা চিহ্নিত বর্তমান উত্তেজনা দশকের অবিশ্বাস, বিশ্বাসঘাতকতা এবং অস্তিত্বগত নিরাপত্তাহীনতার পুঞ্জীভূত ওজন বহন করে। ইসরায়েলের আজকের অবস্থান প্রতিক্রিয়াশীল ছাড়া আর কিছুই নয়; এটি একটি পরিকল্পিত কৌশল, যা ইহুদিবাদী রাষ্ট্রের পূর্ব-প্রতিরক্ষামূলক প্রতিরক্ষার মূল যুক্তিতে গভীরভাবে প্রোথিত। ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে, ইসরায়েল এই নীতির উপর পরিচালিত হয়েছে যে হুমকির সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করা একটি বিলাসিতা যা এটি বহন করতে পারে না। ১৯৬৭ সালের ছয় দিনের যুদ্ধ থেকে শুরু করে ১৯৮১ সালে ইরাকের ওসিরাক পারমাণবিক চুল্লিতে হামলা এবং পরবর্তীতে ২০07 সালে সিরিয়ার চুল্লিতে বোমা হামলা পর্যন্ত, ইসরায়েলের জাতীয় নিরাপত্তা মতবাদ সর্বদা সিদ্ধান্তমূলক এবং প্রায়শই একতরফা সামরিক পদক্ষেপের দিকে ঝুঁকেছে। ইতিহাস থেকে, বিশেষ করে হলোকাস্ট থেকে, তারা যে শিক্ষা নিয়েছে তা থেকে, এটি শিখেছে যে অস্তিত্বগত হুমকিগুলিকে নিরপেক্ষ করতে হবে, যাতে তারা আর ফিরে আসার সুযোগ না পায়। এই বিশ্বদৃষ্টি এখন ইরানের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গিকে উদ্দীপিত করে। তেহরানের পারমাণবিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা তেল আবিবে কেবল কৌশলগত হুমকি হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয় না, বরং একটি সভ্যতার হুমকি হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। অতীতের গণহত্যার স্মৃতি এবং আঞ্চলিক ঘেরাও নিয়ে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগ ইসরায়েলি নেতৃত্বকে - রাজনৈতিক দল নির্বিশেষে - আক্রমণাত্মক নিয়ন্ত্রণ কৌশলের দিকে চালিত করে। এবং যখন ইসরায়েলি নেতারা মানচিত্র থেকে ইসরায়েলকে মুছে ফেলার বিষয়ে ইরানি স্লোগান শোনেন, তখন তারা এগুলিকে বাগ্মীতার বিকাশ হিসেবে দেখেন না; তারা এগুলিকে উদ্দেশ্যের ঘোষণা হিসেবে দেখেন। অন্যদিকে, ইরানের অবস্থান তার নিজস্ব ঐতিহাসিক ক্ষত দ্বারা গঠিত - বিদেশী হস্তক্ষেপের অভিজ্ঞতা, বিশেষ করে ১৯৫৩ সালে CIA-MI6-এর অভ্যুত্থান, ১৯৮০-এর দশকে ইরাকের সাথে মর্মান্তিক যুদ্ধ এবং পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা এবং বিচ্ছিন্নতার দীর্ঘ রেকর্ড। ইসলামী প্রজাতন্ত্র, একটি বিপ্লব থেকে উদ্ভূত যা উপনিবেশবাদ বিরোধী এবং ধর্মতান্ত্রিক ছিল, নিজেকে হাজার বছরের পুরনো পারস্যের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হিসাবে দেখে যা পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ এবং ইসরায়েলি আগ্রাসন উভয়কেই প্রতিহত করতে হবে। তেহরানের কাছে, ইসরায়েলের পারমাণবিক কর্মসূচির বিরোধিতা আঞ্চলিক শান্তির বিষয়ে নয়, বরং একটি অসম স্থিতাবস্থা বজায় রাখার বিষয়ে যা ইরানকে আঞ্চলিক আধিপত্য হিসাবে তার ন্যায্য স্থান থেকে বঞ্চিত করে। অস্তিত্বগত হুমকির এই পারস্পরিক ধারণা নিশ্চিত করে যে উভয় দেশই এমন একটি কৌশলগত নৃত্যে আবদ্ধ থাকে যা আপোষের জন্য খুব কম জায়গা দেয়। যদিও ইসরায়েল নিশ্চিত করতে চায় যে ইরান কখনই পারমাণবিক শক্তিতে পরিণত না হয়, ইরান পারমাণবিক উন্নয়নকে - বেসামরিক বা অন্যথায় - একটি সার্বভৌম অধিকার এবং কৌশলগত প্রতিবন্ধক হিসাবে দেখে। ২০১৫ সালের পারমাণবিক চুক্তি (জ্বাঞ্চঞ্জঞ্জঙ) সংক্ষেপে আলোচনার জন্য একটি জানালা খুলে দিয়েছিল, কিন্তু ট্রাম্প প্রশাসনের একতরফা প্রত্যাহারের ফলে এর অবসান ঘটে, সংঘাতকে সন্দেহ এবং ক্ষোভের পরিচিত ধারায় ফিরিয়ে আনে। বর্তমান উত্তেজনার পর্বটি যা আলাদা করে তা হল যুদ্ধক্ষেত্রের প্রসার। ইরানের সাথে ইসরায়েলের ছায়াযুদ্ধ সীমান্ত পেরিয়ে গেছে;সিরিয়া, লেবানন, ইরাক এমনকি লোহিত সাগরেও। সাইবার আক্রমণ থেকে শুরু করে ইরানি পারমাণবিক বিজ্ঞানীদের হত্যা, এবং এখন ইরানি সম্পদের উপর খোলাখুলি হামলা, ইসরায়েলের কৌশল নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে ক্ষয়ক্ষতির দিকে এগিয়ে গেছে। এবং ইরান, পূর্ণ মাত্রার প্রতিশোধ এড়িয়ে, ইসরায়েল এবং তার মিত্রদের উপর চাপ বজায় রাখার জন্য তার আঞ্চলিক প্রক্সি - লেবাননে হিজবুল্লাহ, ইয়েমেনে হুথি, ইরাকে শিয়া মিলিশিয়া - এর বিশাল নেটওয়ার্ক সক্রিয় করেছে। তবে, বৃহত্তর ট্র্যাজেডি হলো আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক শক্তিগুলো যেভাবে ইরান-ইসরায়েল সংঘাতকে তাদের নিজস্ব কৌশলগত স্বার্থে কাজে লাগাচ্ছে। কূটনৈতিক যোগাযোগের কিছু মুহূর্ত থাকা সত্ত্বেও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ধারাবাহিকভাবে ইসরায়েলের পক্ষে ঝুঁকে পড়েছে, আন্তর্জাতিক ফোরামে সামরিক সহায়তা, গোয়েন্দা সহায়তা এবং রাজনৈতিক আবরণ সরবরাহ করছে। একই সময়ে, ইরানের প্রতি ওয়াশিংটনের দৃষ্টিভঙ্গি নিষেধাজ্ঞা এবং বিক্ষিপ্ত কূটনীতির মধ্যে দোদুল্যমান, যার মধ্যে সামান্যই ধারাবাহিকতা রয়েছে। রাশিয়া এবং চীন তাদের পক্ষ থেকে তেহরানকে পশ্চিমা প্রভাবের প্রতিপক্ষ হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে, যা এই সংঘাতের বৈশ্বিক মাত্রাকে আরও দৃঢ় করেছে। এই দৃঢ় প্রতিকূলতার পরিণতি সবচেয়ে বেশি বহন করছে এই অঞ্চলের বেসামরিক জনগণ। ইরানে, বছরের পর বছর ধরে নিষেধাজ্ঞা অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিয়েছে, ভিন্নমতকে দমন করেছে এবং সরকারকে অভ্যন্তরীণ বিরোধীদের উপর দমন করার অজুহাত দিয়েছে। ইসরায়েলে, যুদ্ধের ভয় - এবং পর্যায়ক্রমিক রকেট হামলা - অবরোধের মানসিকতা, সামরিকীকরণ সমাজ এবং রাজনীতিতে কট্টরপন্থী উপাদানগুলিকে শক্তিশালী করেছে। ইতিমধ্যে, বৃহত্তর আরব বিশ্ব, বিশেষ করে ফিলিস্তিনিরা, আঞ্চলিক শক্তির কৌশলগত গণনার অধীনস্থ হওয়ায় তাদের নিজস্ব আকাঙ্ক্ষাগুলি অব্যাহতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সম্ভবত সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হল, আগ্রাসনকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য এবং কূটনৈতিক বন্ধনের জন্য উভয় পক্ষই ঐতিহাসিক স্মৃতিকে বেছে বেছে ব্যবহার করছে। প্রতিরোধমূলক যুদ্ধকে বৈধতা দেওয়ার জন্য ইসরায়েলের হলোকাস্টের আহ্বান এবং ইরানের ইহুদিবাদকে ঔপনিবেশিক চাপিয়ে দেওয়ার মতো কাঠামো তৈরি করা, কেবল আদর্শিক ফাঁককে আরও গভীর করে তোলে। যখন ইতিহাস শিক্ষকের পরিবর্তে অস্ত্র হয়ে ওঠে, তখন পুনর্মিলনের পথ মিথ, শহীদত্ব এবং পারস্পরিক দানবীকরণের স্তরের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়। একটি ভিন্ন ভবিষ্যত কল্পনা করা অসম্ভব নয়;যেখানে আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা বৃদ্ধির পরিবর্তে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হয়, যেখানে ধ্বংসের পরিবর্তে উন্নয়নের জন্য পারমাণবিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় এবং যেখানে ঐতিহাসিক ক্ষত স্বীকার করা হয়, কাজে লাগানো হয় না। কিন্তু এই ধরনের ভবিষ্যতের জন্য দূরদর্শিতা এবং সাহসের নেতৃত্বের প্রয়োজন, জনপ্রিয় জাতীয়তাবাদের অদূরদর্শিতা বা সামরিক কৌশলের নিন্দাবাদ নয়। আপাতত, পথটি অন্ধকার বলে মনে হচ্ছে। ইসরায়েল যখন ইরানের পারমাণবিক অবকাঠামোকে নিষ্ক্রিয় করার এবং এর আঞ্চলিক প্রভাবকে দুর্বল করার জন্য তার অভিযান অব্যাহত রেখেছে, এবং ইরান যখন অসম কৌশল এবং অবাধ্যতার সাথে প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে, তখন আরও বৃহত্তর সংঘাতের আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে। ঝুঁকি কেবল আরেকটি প্রক্সি যুদ্ধ নয় বরং বিশ্বব্যাপী প্রভাব সহ সরাসরি সংঘাত। বিশ্ব এই পরিস্থিতিতে ঘুমিয়ে পড়ার সামর্থ্য রাখে না। আন্তর্জাতিক অভিনেতাদের কেবল ইরান এবং পশ্চিমাদের মধ্যে নয়, বরং ইরান এবং তার আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে নতুন করে সংলাপের জন্য চাপ দেওয়া অপরিহার্য। আস্থা তৈরির ব্যবস্থা, আঞ্চলিক নিরস্ত্রীকরণ আলোচনা এবং জনগণের সাথে জনগণের কূটনীতি অপরিহার্য। ইতিহাসের শিক্ষা, যদি সৎভাবে পরীক্ষা করা হয়, তাহলে আমাদের বলা হয় যে পরম ভয় এবং আদর্শিক অনড়তার দ্বারা পরিচালিত কোনও সংঘাতই ভালোভাবে শেষ হয় না। উভয় পক্ষ যখন একে অপরের নিরাপত্তা উদ্বেগের বৈধতা স্বীকার করতে এবং সৎ বিশ্বাসে কাজ করতে ইচ্ছুক হবে তখনই কেবল সংঘর্ষের ঘূর্ণিঝড় ভাঙতে পারে। মধ্যপ্রাচ্য অতীতের বিশ্বাসঘাতকতার ভূত এবং ভবিষ্যতের যুদ্ধের ভয় দ্বারা আচ্ছন্ন থাকবে। এবং ক্ষেপণাস্ত্র হামলা এবং পারমাণবিক হুমকির মধ্যে নীরবতার মধ্যে, অঞ্চলের জনগণ তাদের নেতাদের ঐতিহাসিক আবেগের মূল্য দিতে থাকবে।

রামকেলি মেলা ইতিহাস, ভক্তি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সম্মিলন মালদহে

রামকেলি মেলা শুধুমাত্র একটি মেলা নয়, এটি হল এক ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় উৎসব, যার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে আছেন শ্রীচৈতন্যদেব। প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে মালদহের রামকেলি এলাকায় এই মেলা আয়োজন হয়, যা শুধু স্থানীয় জনগণের নয়, গোটা রাজ্যের ধর্মপ্রাণ মানুষ ও ইতিহাসপ্রেমীদের কাছে এক বিশেষ আকর্ষণ। মালদহের রামকেলি গ্রাম এককালে নবদ্বীপের মতোই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। এই অঞ্চলেই নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত আচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, এবং এখানেই তিনি নৃসিংহের পূজার মাধ্যমে বৈষ্ণব আন্দোলনের ভিত রচনা করেন। এই ঐতিহাসিক পরম্পরা বহন করেই রামকেলি মেলার উৎপত্তি, এবং তা আজও বহন করে চলেছে সেই আধ্যাত্মিক চেতনার স্নিগ্ধ আলো। প্রাচীন যুগে রামকেলি ছিল হুসেন শাহের রাজকালে নবাবদের অন্যতম প্রশাসনিক কেন্দ্র। এখানেই বাস করতেন রূপ ও সঞ্জয় গোস্বামী, যাঁরা পরবর্তীকালে বৈষ্ণব ধর্মের প্রধান পথপ্রদর্শক হিসেবে মহাপ্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। চৈতন্য মহাপ্রভুর আগমন এই মাটিকে শুধু পবিত্র করেনি, বরং এক নতুন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জাগরণের সূচনা করে। রামকেলি মেলার প্রধান আকর্ষণ হল মহাপ্রভুর স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলিতে ভক্তদের পদচারণা। চৈতন্য মহাপ্রভু যে স্থানটিতে এসে বিশ্রাম নিয়েছিলেন, যেখানে তাঁর সঙ্গে রূপ-সঞ্জয় গোস্বামীদের সাক্ষাৎ হয়েছিল;সেই 'চৈতন্য বটতলা' আজও ভক্তদের কাছে এক তীর্থক্ষেত্র। মেলার সময় এই স্থান ঘিরে গড়ে ওঠে বিশাল জমায়েত, গান, কীর্তন, ধর্মসভা এবং প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে। মেলা একদিকে যেমন ধর্মীয় শ্রদ্ধা ও আচার-অনুষ্ঠানের প্রতীক, তেমনই অন্যদিকে তা এক বৃহৎ জনসমাগমের উপলক্ষ। মেলাকে ঘিরে বহু হস্তশিল্পী, স্থানীয় ব্যবসায়ী, ও পুণ্যার্থীরা এখানে আসেন। বাউল গান, মঙ্গলগীতি, ও বৈষ্ণব পদাবলির সুরে ভরে ওঠে গোটা পরিবেশ। রামকেলি হয়ে ওঠে যেন বৈষ্ণব আধ্যাত্মিকতার এক জীবন্ত কেন্দ্র। বিগত কয়েক দশকে এই মেলা শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে এক সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক প্রদর্শনীর রূপ নিয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন, মেলাকমিটি ও সংস্কৃতি দপ্তরের বিভিন্ন উদ্যোগে এখানে বিভিন্ন কর্মশালা, নাটক, লোকগান প্রতিযোগিতা এবং ঐতিহাসিক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এতে করে নতুন প্রজন্মের কাছে রামকেলির ঐতিহ্য, চৈতন্যদেবের শিক্ষা ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের প্রতি আগ্রহ জন্মাচ্ছে। এই মেলার আরও একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রতীক হয়ে ওঠা তার পরিবেশ। ইতিহাসে দেখা যায়;রামকেলি যেমন চৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্মের পীঠস্থান, তেমনই এই অঞ্চল মুসলিম স্থাপত্য, মসজিদ, ও সুফি সাধনার ক্ষেত্র হিসেবেও পরিচিত। মেলার সময় এই দুই সংস্কৃতির সহাবস্থান এক মেলবন্ধনের চিত্র তুলে ধরে, যা আজকের সময়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক। তবে এই মেলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে কিছু চ্যালেঞ্জও। প্রতি বছর মানুষের ভিড় বেড়ে যাওয়ায় পরিবেশ দূষণ, ট্রাফিক ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য নিয়ে বাসিন্দাদের জীবনযাত্রা ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মেলার সময় জল, শৌচাগার, নিরাপত্তা, এবং চিকিৎসা পরিষেবার ব্যবস্থা সঠিকভাবে না হলে এই ধর্মীয় উৎসবের পবিত্রতা ব্যাহত হতে পারে। যদিও প্রশাসন ও স্থানীয় সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে এই সমস্যাগুলি মোকাবিলার যথেষ্ট চেষ্টা হয়, তবে এখনও অনেক ক্ষেত্রে আরও সুপরিকল্পিত ও পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন আছে। রামকেলি মেলা আজ শুধুমাত্র একটি তীর্থ বা ধর্মীয় আয়োজন নয়, এটি বাংলার ইতিহাস, সংস্কৃতি, এবং আধ্যাত্মিকতার এক গুরুত্বপূর্ণ দিক হয়ে উঠেছে। এই মেলা আমাদের মনে করিয়ে দেয়; ধর্মীয় আচার যদি মানবিকতা, সহিষ্ণুতা ও ঐতিহ্যকে একত্র করে, তবে তা শুধুই ব্যক্তিগত বিশ্বাস নয়, বরং একটি বৃহত্তর সামাজিক চেতনার অংশ হয়ে ওঠে। এই চৈতন্যদেবের স্মৃতিবিজড়িত ভূমি, সেই বৈষ্ণব ধারার জাগরণ কেন্দ্র, রূপ-সঞ্জয় গোস্বামীর ত্যাগ ও শিষ্যত্ব গ্রহণ, সব মিলিয়ে রামকেলি মেলা এক পবিত্র কাহিনি। এটি কেবল অতীত স্মরণ নয়, বরং ভবিষ্যতের দিশা, যেখানে ভক্তি, সংস্কৃতি ও সহাবস্থান একত্রে পথ দেখায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তি, রাজনীতি ও সংস্কৃতির মিশেলে সমাজ যেদিকে এগোচ্ছে, তাতে এই ঐতিহ্যবাহী মেলাগুলিকে শুধু সংরক্ষণ করলেই চলবে না, বরং তার অন্তর্নিহিত মানবিক বার্তাগুলিকে ছড়িয়ে দেওয়াও জরুরি। রামকেলি মেলার মূল শিক্ষা হল;একতা, সংযম, বিশ্বাস এবং সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ। এই শিক্ষাগুলি যদি আমরা জীবনে প্রতিফলিত করি, তবেই এই মেলা শুধু অতীতের স্মারক নয়, বরং জীবন্ত চেতনার রূপে বিরাজ করবে আগামী দিনেও। সুতরাং রামকেলি মেলা কোনও সাধারণ মেলা নয়, এটি আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের এক মূল্যবান অংশ। তার গৌরব, তার শিক্ষা ও তার ঐতিহ্য রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের সকলের। ধর্মীয় চেতনার উজ্জ্বল দ্বন্দ্ব হয়, ঐতিহাসিক সচেতনতা নিয়ে এবং সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের মধ্যে দিয়ে এই মেলাকে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই হওয়া উচিত আমাদের অন্যতম কর্তব্য।

হাতির আক্রমণের হাত থেকে বাঁচতে বনদফতরের অভিনব ভাবনা মৌমাছি প্রতিপালন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৯ জুন ঃ হাতির আক্রমণ রুখতে বনবস্তি এলাকাগুলোয় ঘুরে বেড়াবে হাতির চরম শত্রু! ভাবছেন এই শত্রুটি কে? কী হাতির আক্রমণে হাত থেকে বাঁচতে বনদফতরের অভিনব ভাবনা মৌমাছি প্রতিপালন কিন্তু কেন মৌমাছিকে হাতির শত্রু বলা হচ্ছে জানেন? গবেষণা বলছে, মৌমাছির গুঞ্জন ও কামড় থেকে হাতিরা দূরে থাকতে চায়। সেই প্রাকৃতিক ভয়কে কাজে লাগিয়ে হাতিকে জঙ্গলেই আটকে রাখার পরিকল্পনা নিয়েছে বনদফতর। তাই হাতির উপদ্রব রুখে জীবিকার সহায়তায় ডুয়ার্সে বনদফতরের অভিনব প্রকল্প। ডুয়ার্সের জঙ্গল লাগোয়া বনবস্তিগুলিতে বছরভর হাতির উপদ্রব নতুন কিছু নয়। ফসলের ক্ষতি, ঘরবাড়ি ভাঙচুর, রাতভর আতঙ্ক- এই চিরচেনা দুর্ভোগে এবার এক নতুন সমাধান খুঁজে পেল রাজ্য বনদফতর। লাটাগুড়ি রেঞ্জ অফিসার সঞ্জয় দত্ত এবং জলপাইগুড়ির ডিএফও বিকাশ ভি পরিকল্পনায় গড়ে উঠেছে এক অভিনব 'মৌমাছি প্রতিপালন' প্রকল্প। যেখানে হাতির স্বভাবকেই হাতিয়ার করছে বনদফতর। এই প্রকল্পে লাটাগুড়ি রেঞ্জের ৬টি জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে 'এলিফ্যান্ট সেফ সোসাইটি' নামে একটি পরিবেশবান্ধব এনজিও। স্থানীয় বাসিন্দারা এখন শিখছেন মৌমাছি পালন, মৌচাক তৈরি ও মধু সংগ্রহ। বনদফতরের প্রতিশ্রুতি- এই মধু স্থানীয় বাজারে বিক্রির ব্যবস্থাও করা হবে, যাতে বনবাসীদের পান বিকল্প আয়ের পথ। এই দুই দিক-প্রাকৃতিক উপায়ে হাতির উপদ্রব রোধ এবং জীবিকার বিকল্প-দুটিকেই একসঙ্গে মিলিয়ে প্রকল্পটি তৈরি হয়েছে। আপাতত পরীক্ষামূলক হলেও সফল হলে এই প্রকল্প ছড়িয়ে পড়বে গোটা ডুয়ার্সে। পরিবেশ রক্ষা ও মানবিক সহায়তার মিলিত পদক্ষেপে বনদফতরের এই উদ্যোগ প্রশংসা কুড়িয়েছে পরিবেশবিদ মহলে। হয়তো এইবার জঙ্গলপারের রাতগুলো একটু শান্তিতে কাটবে!

নিম্নচাপের রেকর্ড বৃষ্টি বাঁকুড়ায়, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত ১

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৯ জুন ঃ নিম্নচাপের টানা দুদিনের বৃষ্টিতে জলের তলায় চলে গেল বাঁকুড়া থেকে মানকানালি সংযোগকারী রাস্তার উপর থাকা গন্ধেশ্বরী নদীর মানকানালি সেতু। গতকাল থেকেই সেতুর উপর দিয়ে তিন থেকে চার ফুট উচ্চতায় প্রবল বেগে জল বইতে শুরু করে। এর ফলে ওই সেতুর উপর দিয়ে যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে মানকানালি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকা। বাঁকুড়া সদর শহর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে মানকানালি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৪ থেকে ১৫ টি গ্রাম। এর ফলে ওই গ্রামগুলির মানুষ শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য সমস্ত বিষয়েই নির্ভরশীল বাঁকুড়া সদর শহরের উপর। কিন্তু সেতু জলের তলায় চলে যাওয়ায় এখন চূড়ান্ত দুর্ভোগে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। গত ২৪ ঘণ্টায় বাঁকুড়া শহরে বৃষ্টিপাত হয়েছে ১৪২.৩ মিলিমিটার। এই পরিসংখ্যানের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে ২০২১ সালের ১৬ জুনের বৃষ্টিপাতের রেকর্ড। সেবার ১৩৩.৩ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছিল। বৃহস্পতিবারের ভয়াবহ বৃষ্টিতে জলমগ্ন বাঁকুড়া শহরের একাধিক এলাকা। ভেঙে পড়েছে একাধিক মাটির বাড়ি। বহু পরিবার আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছে। আর এই দুর্যোগের মধ্যেই ঘটে গেল এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। সাহাপুর এলাকায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল রেবা মাজি নামে এক গৃহবধূর। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকালে পুকুরে স্নান সেরে বাড়ি ফিরছিলেন রেবাদেবী। রাস্তায় ভেজা গায়ে বিদ্যুতের ছেঁড়া তার জড়িয়ে যায়। তাতেই প্রাণ হারান তিনি। প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, বহুদিন ধরেই এলাকায় ঝুলন্ত ও বিপজ্জনক বৈদ্যুতিক তার ছিল, কিন্তু বিদ্যুৎ দপ্তর তা সারানোর কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। এদিন রেবাদেবীর মৃত্যুর পর এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়েছে। বিদ্যুৎ দপ্তরের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে। এদিকে, একটানা বৃষ্টিতে শহরের ১৪, ১৬, ১৭ ও ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে হাঁটু জল, কোথাও কোমর সমান। যানবাহন থমকে গেছে, বন্ধ বহু দোকান। স্কুলে পড়ুয়াদের যাতায়াতেও চরম সমস্যা। বেশ কয়েকটি মাটির বাড়ি ভেঙে পড়েছে। বাসিন্দারা প্রাণে বাঁচলেও ঘরছাড়া হতে হয়েছে অনেককেই।

চট্টগ্রাম কলোনি প্রাথমিক বিদ্যালয় মডেল বুথ হিসেবে তৈরি হয়েছে

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৯ জুন ঃ চট্টগ্রাম কলোনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৬৫ নম্বর বুথকে মডেল বুথ হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। যে বুথটিকে নদীয়া জেলার ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে। এই মডেল বুথ পরিচালনা করবেন বিশেষ উপায়ে শারীরিকভাবে সক্ষম ভোটকর্মীরাই। কালীগঞ্জের বিবেকানন্দ বিদ্যাভবনের ১৮২ ও ১৮৩ নম্বর বুথ পরিচালিত হবে মহিলাদের দিয়ে। ২০২৬ সালে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন যাতে কোনোরকম অসুবিধা না হয় তার জন্য নির্বাচন কমিশন কালীগঞ্জ বিধানসভার উপনির্বাচনকে চূড়ান্ত মহড়া হিসেবে ধরেই এগিয়ে চলছে। এই বুথগুলির সুরক্ষায় যেমন মোতায়েন রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী তেমনি বুথের ভিতরে ও বাইরে বসানো হয়েছে সিসি ক্যামেরা, রয়েছে ওয়েকলব ক্যামেরার মাধ্যমে ওয়েব কাস্টিং এরও ব্যাবস্থা। চলবে লাইভ স্ট্রিমিং। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর সহ সরাসরি দিল্লির নির্বাচন কমিশন লাইভ স্ট্রিমিং-এর মাধ্যমে এই বুথগুলিতে বাড়তি নজরদারি রাখবেন বলেও সুত্রের খবর। এদিন সকাল ৭টা থেকে সন্ধ্যে ৬ টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত ভোট গ্রহণ পর্ব চলবে। সূত্রের খবর এই উপ নির্বাচনের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে ১৪ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী ও ১০০০ রাজ্য পুলিশ মোতায়েন থাকবে। মোট ভোটার ২ লক্ষ ৫৪ হাজার ৮৯৪ জন। পুরুষ ভোটার ১ লক্ষ ৩১ হাজার ৬০৮ জন এবং মহিলা ভোটার ১ লক্ষ ২৩ হাজার ২৮২ জন। এছাড়াও তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন ৪ জন। রিটার্নিং অফিসার ফৈয়াদ আহমেদ জানান এই নির্বাচনে মোট ১৬২ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ৩০৯ টি বুথের ভোট গ্রহণ করা হবে। প্রতিটি বুথেই সিসিটিভি ক্যামেরা, সহ ওয়েব ক্যামারার ব্যাবস্থা করা হয়েছে। কুড়িটি QRT টিম থাকবে গোটা নির্বাচন প্রক্রিয়ায়।

নন্দীগ্রামে 'বিস্ফোরণ', হাত উড়ল বৃদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, তমলুক, ১৯ জুন ঃ পাটের সুতো ভেবে হাত দিতেই বোমা বিস্ফোরণ। ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল বৃদ্ধার হাত। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামের কালীচরণপুরে। বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বৃদ্ধা। কিন্তু কীভাবে বৃদ্ধার বাড়ি সংলগ্ন এলাকায় এল বোমা? নেপথ্যে কে বা কারা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। জানা গেছে, আহত বৃদ্ধার নাম নিহারি দাস অধিকারী (৬৬)। নন্দীগ্রামের ১ নম্বর ব্লকের কালীচরণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭ নম্বর জলপাইগ্রামের বাসিন্দা তিনি। পুলিশ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার সকালে বাড়ির সামনে পরিত্যক্ত জায়গায় পাটের সুতো জাতীয় কিছু পড়ে থাকতে দেখেন বৃদ্ধা। হাত দিতেই ভয়ংকর কাণ্ড। বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে ওঠে এলাকা। বিস্ফোরণের তীব্রতায় ছিটকে পড়ে যান বৃদ্ধা। উড়ে যায় তাঁর হাতের একাংশ। তড়িঘড়ি বাসিন্দারা বৃদ্ধাকে উদ্ধার করে নন্দীগ্রাম হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাম্রলিপ্ত গভমেন্ট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। কোথা থেকে বোমা এল ওই জায়গায়? কারণ জানার চেষ্টায় তদন্তকারীরা।

মেট্রো কর্মীরা মহিলা যাত্রীকে সাহায্য করলেন

কলকাতা, ১৯ জুন ঃ ১৭.০৬.২০২৫ তারিখে প্রায় ১৯.০৫ মিনিটে, সেন্ট্রাল মেট্রো স্টেশনে প্রায় ২৭ বছর বয়সী এক মহিলা যাত্রী চলন্ত ট্রেনে অসুস্থ বোধ করতে শুরু করলে তাকে ট্রেন থেকে নামানো হয়। কর্তব্যরত সিকিউরিটি হেল্পলাইন নম্বর (৯০০৭০৪১৭৮৯) এর মাধ্যমে তথ্য পেয়ে স্টেশনের কর্মীরা এবং আরপিএফ কর্মীরা তার সাহায্যে ছুটে আসেন। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে তাকে স্টেশন মাস্টারের অফিসে নিয়ে আসা হয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসা গ্রহণের পর, তিনি সুস্থ বোধ করতে শুরু করেন এবং তার সহকর্মীদের সাথে যোগাযোগ করেন। কিছুক্ষণ পর, তার সহকর্মীরা সেন্ট্রাল মেট্রো স্টেশনে আসেন এবং তিনি তাদের সাথে স্টেশন ত্যাগ করেন। স্টেশন ছাড়ার আগে, তিনি সময়মত সাহায্যের জন্য মেট্রো কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান।

বাগডোগরা-গ্যাংটক রুটে ১০ আসনের কপ্টার চালু হতে চলেছে পুজোর আগেই

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৯ জুন ঃ ২৬ আসনের এমআই-১৭২ হেলিকপ্টার পরিষেবা বাতিল করে পুজোর আগেই বাগডোগরা-সিকিম রুটে ১০ আসনের ছোট কপ্টার চালু করতে উদ্যোগী হয়েছে সিকিমের পর্যটন ও বেসামরিক বিমান চলাচল দপ্তর। সড়কপথের ঝামেলা কমিয়ে আরও বেশি পর্যটক টানতে গত বছরের ৬ মার্চ সিকিম সরকার বাগডোগরা থেকে গ্যাংটক পর্যন্ত ২৩ আসনের এমআই-১৭২ হেলিকপ্টার পরিষেবা চালু করে। আশা ছিল কপ্টার পরিষেবার জন্য খুবই কম সময়ে বাগডোগরা থেকে গ্যাংটকে পৌঁছে যাওয়া সম্ভব দেখে পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়বে। কিন্তু সেটা হয়নি। সিকিম পর্যটন ও বেসামরিক বিমান চলাচল দপ্তরের কর্তারা জানান, এক বছরেরও বেশি সময় ধরে এমআই-১৭২ হেলিকপ্টার পরিষেবা চললেও যাতায়াতের পথে ১১-১২ জনের বেশি যাত্রী হয়নি। অনেক সময় মাত্র ৫-৬ জন যাত্রী নিয়ে হেলিকপ্টার চালাতে হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন আবহাওয়ায় হেলিকপ্টার পরিষেবা চালু রাখা সম্ভব হবে এই বিশ্বাসও ছিল। কিন্তু বাস্তবে সামান্য মেঘলা আবহাওয়ায় এমআই-১৭২ হেলিকপ্টার উড়তে পারেনি। পরিষেবা বন্ধ রাখতে হয়েছে। ফলে পর্যটকরা হতাশ হয়েছে। এছাড়াও এমআই-১৭২ হেলিকপ্টারের আকার এতটাই বড় যে সিকিমের ১১টি হেলিপ্যাডের বেশিরভাগ জায়গায় নামতে পারেনি। মাত্র একদুটি হেলিপ্যাডে নেমেছে। বাকি হেলিপ্যাডগুলি খুবই ছোট। তাই পর্যটকদের লাচুং, লাচেনে উড়িয়ে নেওয়া সম্ভব হয়নি। এরফলে যাত্রী কম হয়েছে। লোকসান বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ২০ কোটি টাকা। এমআই-১৭২ হেলিকপ্টারটি সিকিম রাজ্য সরকার এবং সিকিম পর্যটন উন্নয়ন কর্পোরেশনের মধ্যে চুক্তির ভিত্তিতে লিজে নেওয়া হয়। পরিচালনার দায়িত্বে ছিল স্কাইওয়ান এয়ারওয়েজ। সিকিমের পর্যটন ও বেসামরিক বিমান চলাচল দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব সিএস রাও জানান, একে বড় হেলিকপ্টার। খরচ বেশি। প্রতিটি পর্যটন কেন্দ্র বিশেষ করে উত্তর সিকিমে পর্যটকদের নামানো সম্ভব হয়নি। তার উপর যাত্রী সংখ্যা কম। ওই কারণে এমআই-১৭২ হেলিকপ্টার বাতিল করে বাগডোগরা-সিকিম রুটে ১০ আসনের ছোট হেলিকপ্টার চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু স্কাই ওয়ানের মতো অপারেটররা ছোট হেলিকপ্টার সরবরাহ করে না। ওই কারণে কয়েকটি নতুন সংস্থার সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে সিকিম সরকার। সিকিমের পর্যটন ও বেসামরিক বিমান চলাচল দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্ষায় পর্যটন বন্ধ থাকে। এই সময় নতুন পরিষেবাটি চূড়ান্ত করা হবে। পুজোর আগেই ১০ আসনের হেলিকপ্টার পরিষেবা চালু হয়ে যাবে। তবে এবার নতুন চুক্তি স্বাক্ষরের আগে একাধিক সংস্থার সঙ্গে কথা বলছেন সিকিম রাজ্য সরকারের কর্তারা। পরিষেবা নিয়মিত রাখা, পর্যটকদের নিরাপত্তা সহ বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পাথর ব্যবসায়ীকে প্রতারণার দায়ে গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৯ জুন ঃ রামপুরহাটের পাথরব্যবসায়ীর কাছ থেকে দু ট্রাক পাথর নিয়ে সেই টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগে সোনামুখী থানার পুলিশ মূল অভিযুক্তকে নিমতা থানা এলাকা থেকে গ্রেফতার করেছে। বৃহস্পতিবার তাকে বিষ্ণুপুর আদালতে পেশ করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে রামপুরহাটের পাথর ব্যবসায়ী চন্দন সিং এর কাছে গত ইং ২৮।১১।২৪ তারিখে ফোন মারফত সোনামুখী থেকে দুই ট্রাক পাথরের অর্ডার আসে। তারপরের দিন তিনি দুই ট্রাক পাথর সোনামুখীতে পাঠান। মাল ডেলিভারি হওয়ার পর পেমেন্টের জন্য ফোন করলে ফোন সুইচ অফ পাওয়া যায়। পরে তিনি জানতে পারেন যে, ওই ব্যক্তি তার কাছ থেকে পাথর নিয়ে সোনামুখীতে অন্য দুই ক্রেতাকে বিক্রি করে ৯৪,০০০।- টাকা পেমেন্ট নিয়ে চম্পট দিয়েছেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গত ইং ৮।১২।২৪ তারিখে চন্দন সিং ওই প্রতারকের বিরুদ্ধে সোনামুখী থানাতে একটি মামলা দায়ের করেন। ঘটনার তদন্তে নেমে যে গাড়িতে করে প্রতারক টাকা নিতে এসেছিল সেই গাড়ির দুই ড্রাইভার বাঁকুড়া নিবাসী পাপাই সূত্রধর ও অনিমেষ রায়কে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় যে, প্রতারক তাদেরকে ভাড়া করেছিল শুধুমাত্র পেমেন্টের টাকাটি তার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এবং সেই মতো তারা দক্ষিণেশ্বরে সুনীল কুমার হাজরা নামে এক ব্যক্তি কে ওই টাকাটি দিয়েছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে নজরদারি এবং প্রচেষ্টায় অবশেষে বুধবার মূল অভিযুক্ত তথা মাস্টারমাইন্ড শিবু মুখার্জি ওরফে রায় বাবুকে নিমতা থানা এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় এবং তার কাছ থেকে দুটি মোবাইল ফোন ও ৪৩৫০০ টাকা জব্দ করা হয়।

দুর্গাপুরে নিখোঁজ হওয়া চার শিশু উদ্ধার শিয়ালদায়

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১৯ জুন ঃ অবশেষে ১৩ দিন পর বেনাচিতি বাজার থেকে নিখোঁজ হওয়া চার শিশুকে শিয়ালদা থেকে উদ্ধার করল পুলিশ। বৃহস্পতিবার তাদের আসানসোল জেলা আদালতে পেশ করা হয়। এদিন ওই শিশুদের পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেয় পুলিশ। উল্লেখ্য, দুর্গাপুর ১১ নম্বর ওয়ার্ডের কুড়ুরিয়া ডাঙ্গা এলাকার পাসি পাড়ার বাসিন্দা ওই ৪ শিশু। চলতি মাসের ৫ জুন বেনাচিতি বাজার থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়। ওই দিন বেনাচিতি বাজারের রাস্তার ধারে বসে আম বিক্রি করতে গিয়েছিলো ওই চার শিশু। তারপর আর বাড়ি না ফেরায় পরিবারের লোকজন দুর্গাপুর থানায় নিখোঁজ ডাইরি করে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ বেনাচিতি বাজারের সিসিটিভির ফুটেজ দেখে তদন্ত শুরু করে। বুধবার তাদের শিয়ালদা থেকে উদ্ধার করে পুলিশ। প্রাথমিক অনুমান, বাড়িতে বকাবকির জন্য হয়তো ট্রেন ধরে পালিয়ে গিয়েছিল। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার দ্বারা ত্রিপুরায় বিস্তারিত পরিচালনগত সুরক্ষা পরিদর্শন

মালিগাঁও, ১৯ জুন ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব, অন্যান্য বরিষ্ঠ আধিকারিকদের সাথে ১৮ জুন ২০২৫ থেকে লামডিং ডিভিশনের অধীনে ত্রিপুরার গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্থাপনা এবং পরিচালনগত সুযোগ-সুবিধাগুলির দুই দিনের পরিদর্শন করেন। ধর্মনগর রেলওয়ে স্টেশনে পরিদর্শন শুরু হয়। এর পর, ধর্মনগর থেকে আগরতলা স্টেশন পর্যন্ত একটি ইউন্ডো ট্রেইলিং পরিদর্শন করা হয়। এই পদ্ধতি, যার মধ্যে একটি চলন্ত ট্রেন থেকে ট্র্যাক এবং পরিকাঠামোর পুংখানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ করা হয়, ট্র্যাক জ্যামিতি, ব্যালাস্ট স্থিতি এবং অন্যান্য সুরক্ষা-গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলির ত্রুটি সনাক্তকরণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে ট্রেন চলাচলে ট্র্যাক সুরক্ষার জন্য প্রাসঙ্গিক, কারণ ত্রিপুরার মতো অঞ্চলে অস্থির ভূখণ্ডের সাথে ভারী বৃষ্টিপাত হয়। ১৯ জুন তারিখে জেনারেল ম্যানেজার আগরতলা কোচিং ডিপো পরিদর্শন করেন, যা এই অঞ্চলে যাত্রীবাহী কোচগুলির পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনগত প্রস্তুতি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা, সুরক্ষা মানদন্ড এবং ক্রমবর্ধমান যাতায়াত চাহিদা দূর করার জন্য সুযোগ-সুবিধার ক্ষমতা মূল্যায়নে একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করা হয়। এই উপলক্ষ্যে, জেনারেল ম্যানেজার আগরতলা কোচিং ডিপোতে একটি নবনির্মিত ইলেকট্রনিক ল্যাবরেটরির উদ্বোধনও করেন। তিনি আগরতলায় স্টাফ রানিং রুমও পরিদর্শন করেন, যা ট্রেন অপারেটিং ক্রুদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্রামস্থল। পরিদর্শনটি থাকার ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যবিধি মান এবং প্রদান করা সুযোগ-সুবিধার উপর কেন্দ্রিত ছিল, যা ক্রুদের সতর্কতা এবং সুরক্ষিত ট্রেন পরিচালন নিশ্চিত করার জন্য অপরিহার্য। পরিদর্শনের সময়,

জেনারেল ম্যানেজার রেলওয়ে কর্মী এবং সুপারভাইজারদের সাথে মতবিনিময় করেন, সুরক্ষা প্রোটোকল পর্যালোচনা করেন এবং পরিকাঠামো, যাত্রীদের আরাম এবং সময়ানুবর্তিতার ক্ষেত্রে উচ্চ মান বজায় রাখার গুরুত্বের উপর জোর দেন। তিনি আধিকারিকদের বিশেষ করে বর্তমানের বর্ষা মৌসুমের পরিপ্রেক্ষিতে সতর্ক এবং সক্রিয় থাকার নির্দেশ দেন। এই পরিদর্শন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দূর-দূরের এবং কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলিতে পরিষেবার মান এবং সুরক্ষা বৃদ্ধির জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের চলমান প্রচেষ্টাগুলিকে তুলে ধরে। পরিকাঠামোগত স্থিতি, চালকদের কল্যাণ এবং পরিচালন প্রস্তুতির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, এই সফর সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে নির্ভরযোগ্য এবং দক্ষ রেল পরিষেবা প্রদানের প্রতি জোনের প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে।

আদিবাসী সংগঠনের ডেপুটেশন পূর্বস্থলী ব্লকে, দশ দফা দাবিতে স্মারকলিপি পেশ

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ১৯ জুন ঃ আদিবাসী সম্প্রদায়ের ন্যায্য অধিকার ও সামাজিক সুরক্ষার দাবিতে ভারত-যাকাত মাঝি পারগানা মহল নামে

এক আদিবাসী সংগঠনের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিরার (১৯ জুন) পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লক অফিসে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এদিন সংগঠনের নেতৃত্বে বহু আদিবাসী মানুষ ব্লক অফিস চত্বরে উপস্থিত হয়ে নিজেদের দাবি-দাওয়া নিয়ে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন।এই দিনের কর্মসূচিতে মূলতঃ দশ দফা দাবি তুলে ধরা হয়। সংগঠনের সদস্যরা বিডিওর হাতে একটি স্মারকলিপি তুলে দেন, যেখানে আদিবাসী সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন দাবির উল্লেখ করা হয়েছে। মূল দাবিগুলির মধ্যে ছিল ১. জাহের থান ও মাঝির থান গুলির রেকর্ডীকরণ ও সংরক্ষণ- আদিবাসী সংস্কৃতির অপরিহার্য অংশ হিসেবে জাহের থান এবং মাঝির থানগুলি রক্ষা করতে হবে। এগুলিকে সরকারি রেকর্ডে অন্তর্ভুক্ত করে সংরক্ষণের জন্য অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। ২. ভুয়ো ওএসটি সার্টিফিকেট চিহ্নিতকরণ- বাজারে অনেক ভুয়ো ওএসটি (অনুসূচীত জনজাতি) সার্টিফিকেট ঘোরাফেরা করছে, যার ফলে প্রকৃত আদিবাসীরা বঞ্চিত হচ্ছেন। এই ধরনের জাল সার্টিফিকেটগুলিকে চিহ্নিত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৩. গৃহনির্মাণ ও শৌচালয় প্রদান- গরিব ও প্রকৃত আদিবাসী পরিবারদের জন্য সরকারি আবাসন ও শৌচালয়ের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে তারা সম্মানের সঙ্গে বসবাস করতে পারেন। ৪. নিয়মিত জনজাতি উন্নয়ন সভা- আদিবাসী জনজাতির উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্লক ও পঞ্চায়েত স্তরে নিয়মিত উন্নয়ন সভা ডাকতে হবে এবং সেই সভায় জনজাতি প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করতে হবে। ৫. অভিযোগ জানানোর নির্দিষ্ট ব্যবস্থা- আদিবাসীদের সমস্যার কথা জানাতে ও সুরাহার জন্য ব্লক অফিসে নির্দিষ্ট অভিযোগ গ্রহণ কেন্দ্র গড়ে তোলা উচিত। ৬. মাঝি ও পারগানাদের সম্মান ভাতা- আদিবাসী সমাজের ঐতিহ্যগত নেতৃত্ব ব্যবস্থা বজায় রাখতে মাঝি ও পারগানাদের জন্য মাসিক সম্মান ভাতা চালু করার দাবি জানানো হয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য দাবির মধ্যে ছিল আদিবাসীদের জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়ন, সরকারি দপ্তরে আদিবাসী ভাষার ব্যবহারের স্বীকৃতি, এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও জনজাতি কোটা সঠিকভাবে প্রয়োগ নিশ্চিত করার প্রস্তাব। ডেপুটেশন চলাকালীন সংগঠনের পক্ষে বক্তব্য রাখেন বেশ কয়েকজন নেতৃস্থানীয় সদস্য। তারা জানান, এই দাবিগুলি শুধু তাদের অধিকার রক্ষার জন্য নয়, বরং আদিবাসী সমাজের সার্বিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। প্রশাসন যেন দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে, সেই দাবিও জানানো হয়। শেষে বিডিও সমস্ত দাবিগুলি মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং স্মারকলিপি গ্রহণ করেন। তিনি আশ্বাস দেন, দাবিগুলি যথাযথ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে এবং যথাসম্ভব দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করা হবে।

বিধাননগরকে বিক্রেতামুক্ত স্টেশন হিসেবে ঘোষণার পথে শিয়ালদহ ডিভিশন

কলকাতা, ১৯ জুন ঃ বিধাননগর ও দমদমের মতো জনাকীর্ণ স্টেশনগুলিতে কার্যকর ভিড় ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা, যাত্রীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা যায় এবং যানজট কমানো যায়। কলকাতার শহরতলির পরিবহন ব্যবস্থার লাইফলাইন হিসেবে, বিধাননগর ও দমদম স্টেশনগুলি যাত্রীদের ভিড় মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উদাহরণস্বরূপ, সাধারণ দিনে বিধাননগর স্টেশনে প্রায় ১.৭ লক্ষ যাত্রী যাতায়াত করেন যার মধ্যে আমরা কেবল সকাল ও সন্ধ্যার ব্যস্ত সময়ে ১ লক্ষেরও বেশি যাত্রী ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লাভ করি। দমদম স্টেশনে প্রায় ১.৫ লক্ষ যাত্রীর সমাগম হয়, যার ফলে এই ০২টি স্টেশনে বিপুল সংখ্যক যাত্রী ভিড়ের সম্মুখীন হন, যা রেলওয়েকে দীর্ঘমেয়াদী সমাধান খুঁজতে বাধ্য করে। শ্রী রাজীব সাক্সেনা, DRM/ Sealdah এর গতিশীল নেতৃত্বে বিভাগ সম্ভাব্য হটস্পটগুলি সনাক্ত করতে এবং এর সম্ভাব্য সমাধানের জন্য উপরে উল্লিখিত ০২টি স্টেশনে ভিড়ের ঘনত্ব এবং যাত্রীদের চলাচলের উপর গুরুত্বপূর্ণ রিয়েল- টাইম পর্যবেক্ষণ করেছেঃ ১. পিক আওয়ারে পদদলিত হওয়ার মতো পরিস্থিতি এড়াতে যাত্রীদের জন্য আরও বেশি জায়গা প্রদানের জন্য অনুমোদিত স্টেশন সহ সমস্ত বিক্রেতাস্টল অপসারণের জন্য বিধাননগরকে বিক্রেতা-মুক্ত স্টেশন করা হবে। ২. যাত্রীদের আরও ভাল টিকিটিং সুবিধা প্রদানের জন্য দমদমের দ্বিতীয় প্রবেশদ্বারে আরপিএফ ব্যারাকের কাছে নতুন টিকিট বুকিং অফিস চালু করার কথা ভাবা হচ্ছে। ৩. কলকাতা মেট্রোর কমলা এবং হলুদ লাইন চালু হবার পর, দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন শহর কলকাতার নতুন পরিবহন কেন্দ্র হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনের জন্য উন্নত সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের সক্রিয় অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ, যাতে সল্টলেক, সেক্টর-ভি এবং নিউটাউন এলাকার মানুষ বারাসত, বনগাঁ, হাসনাবাদ সেকশনের সাথে আরও নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে। এর ফলে দমদম এবং বিধাননগর স্টেশনের ভিড় কমবে। ৪. এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, প্রতিদিন যথাক্রমে ২২২ এবং ২১৬ জোড়া শহরতলির ইএমইউ লোকাল ট্রেন দমদম এবং বিধাননগর স্টেশনে চলাচল করে। অতিরিক্ত ভিড় এড়াতে, ভিড় ব্যবস্থাপনার স্বার্থে এবং জরুরি পরিস্থিতিতে সাড়া দেওয়ার জন্য কর্মী এবং নিরাপত্তা কর্মীদের কৌশলগতভাবে মোতায়েন করা হবে। ৫. ট্রেনের সময়সূচী, প্ল্যাটফর্ম পরিবর্তন ইত্যাদি সম্পর্কে যাত্রীদের অবহিত করার জন্য স্পষ্ট ট্রেন ইনফর্মেশন বোর্ড এবং পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমের মাধ্যমে নিয়মিত ঘোষণা নিশ্চিত করা হবে। শিয়ালদহ বিভাগ কলকাতা এবং সংলগ্ন জেলাগুলির লাইফলাইন এবং এটি প্রতিদিন ১৫-১৮ লক্ষ যাত্রীর চাপ মোকাবেলা করে। দমদম এবং বিধাননগর স্টেশনে অবৈধ ভেন্ডার দ্বারা নিয়মিত দখল এবং অপ্রয়োজনীয় রেললাইন পারাপার পরিস্থিতি আরও খারাপ করে এবং দুর্ঘটনার সম্ভাবনা বাড়ায়। ট্রেন চলাচলের নিরাপত্তা, সুরক্ষা এবং সময়ানুবর্তিতার স্বার্থে সকল যাত্রীদের লাইন পারাবার থেকে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ভাগীরথী নদীতে পড়ে গিয়ে নিখোঁজ যুবক

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৯ জুন ঃ কালিগঞ্জ উপনির্বাচনের কাজে ভোটার পরিবহণের সময় ভাগীরথী নদীতে নৌকাডুবির ঘটনায় নিখোঁজ হলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার কেতুগ্রামের নলিয়াপুর গ্রামের বাসিন্দা লালন হালদার (৩৬)। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকালে লালন হালদার তাঁর বাবা রতন হালদারের সঙ্গে একটি নৌকা চালিয়ে নদিয়ার শিলুড়ি চর থেকে ভোটারদের নিয়ে যাচ্ছিলেন কালীগঞ্জ বিধানসভার ফুলবাগান কেন্দ্রের দিকে। মাঝনদীতে আচমকাই লালন ভারসাম্য হারিয়ে নদীতে পড়ে যান এবং তলিয়ে যান। ঘটনার পর পরই স্থানীয় প্রশাসন ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে। এখনো পর্যন্ত লালনের সন্ধান মেলেনি। ঘটনাটি ভোট গ্রহণ চলাকালীন নিরাপত্তা ও পরিবহণ ব্যবস্থার উপর প্রশ্ন তুলেছে। নদীপথে ভোটার পরিবহণে উপযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল কিনা, তা নিয়েও উঠেছে বিতর্ক। এ বিষয়ে নদীয়ার জেলাশাসক এস অরুনপ্রসাদ কে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান বিষয়টি আমি খোঁজ নিয়ে দেখছি তারপর বিস্তারিত জানাতে পারব।

নোটিশ

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমি সামসুর মল্লিক, আমার পিতা- আলম মল্লিক, আমার পিতামহ- দাসু মল্লিক, আমার পিতা- আলম মন্ডল, আমার পিতামহ-কালী মন্ডল, আমার পিতা- আলম সেখ, আমার পিতামহ- পাঁচু সেখ, আমার পিতা- আলম মল্লিক, আমার পিতামহ- কাসু মল্লিক এবং আমার পিতা- আলম সেখ, আমার পিতামহ দাশু সেখ সাং- খাজুরী, পোঃ- ঘাটেশ্বর, থানা- ধুবুলিয়া, জেলা-নদীয়া নামীয় ব্যক্তিগণ এক এবং অভিন্ন এবং সেই মর্মে মাননীয় এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, কৃষ্ণনগর, নদীয়া আদালত হইতে একটি হলফনামা প্রস্তুত করা হইয়াছে, যাহার নম্বর ৮০৭৩, তাং- ৩০-০৫-২০২৫।

কোয়েল পারভিন
অ্যাডভোকেট
ডিস্ট্রিক জর্জ কোর্ট
কৃষ্ণনগর, নদীয়া
এনরোলমেন্ট নং.- (F)/1085/536/2018

Bapuji GRAM PANCHAYAT
Maniknagar, 13 No Bazar, PS-HW Point Coastal, Dist.- South 24 Pgs., W.B.
NIT NO.-121(20)/BGP/2025 Dated-16/06/2025 Last date of Submission On or before **30/06/2025 (up-to 1.30PM)** Date of Opening - **3/07/2025 (From 02:00 P.M)** (For viewing Tender:- **www.wbtenders.gov.in**)
Thanking You
Sd/- Pradhan
Bapuji Garm Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিইএন/২, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন এবং সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনও পাবলিক সেক্টর উদ্যোগ-এর সাথে রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **সিনি. ডিইএন/২/এইচডব্লুএইচ : ক্র.নং ১, ৮৮_২০২৫-২৬, তারিখ ১৬.০৬.২০২৫। কাজের বিবরণ:** এইএন/বিডব্লুএন-এর অধিকারক্ষেত্রের অধীনে এলএইচএস নং ২ ও ১০-তে পাম্প রুমের ব্যবস্থা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **আনুমানিক ব্যয়:** ১,১৯,৭৭,২৩৭.৮০ টাকা। **বায়না মূল্য:** ২,০৯,৯০০ টাকা। **ক্র.নং ২, ৮৯_২০২৫-২৬, তারিখ ১৬.০৬.২০২৫। কাজের বিবরণ:** এইএন/বিডব্লুএন-এর অধীনে এসএসই/ডব্লু/বিডব্লুএন শাখায় কেএএন ও জিআরপি স্টেশনে পিএফ উঁচু করা ও বর্তমান সারফেসের উন্নয়ন এবং এইএন/বিডব্লুএন-এর অধীনে টিআইটি স্টেশনে ল্যাটারাল সহ ভার্টিকাল দূরত্বের সঙ্গে যুক্ত বর্তমান সারফেসের উন্নয়ন ও পিএফ উঁচু করা এবং এইএন/বিডব্লুএন-এর অধীনে এসএসই/ডব্লু/বিডব্লুএন শাখায় সিএইচসি স্টেশনে বর্তমান সারফেসের উন্নয়ন ও পিএফ উঁচু করা। **আনুমানিক ব্যয়:** ৫,১৩,৫৪,৭৫১.২৮ টাকা। **বায়নামূল্য:** ৪,০৬,৮০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ:** ১২ মাস। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য:** শূন্য প্রতিটির জন্য। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ০৮.০৭.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো প্রতিটির জন্য। যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বন্ধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হয় তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম হেরফের হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। যদিও, পরের দিন অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।

(HWH-151/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

জুলাই' ২০২৫ মাসের জন্য ই-অকশন কর্মসূচীর বিজ্ঞপ্তি

নং. এস.৪/এস/ডিএপি/২০২৫-২৬ তারিখ ১৮.০৬.২০২৫

চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার/এডিএমএন, পূর্ব রেলওয়ে, ২য় তল, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নলিখিত ডিপো/ডিভিসনের জন্য নিম্ন তালিকা অনুযায়ী অতিরিক্ত ই-অকশন অনুষ্ঠিত করবেন:

ক্র.	ডিপো/ডিভিসন	অধিকারক্ষেত্র	তারিখ		
১.	বেলুড় স্ক্র্যাপ ইয়ার্ড ডিপো	বেলুড় স্ক্র্যাপ ইয়ার্ড ডিপো, হাওড়া ও আসানসোল ডিভিসন	০৩.০৭.২৫	১৭.০৭.২৫	২৮.০৭.২৫
২.	হালিশহর ডিপো	হালিশহর ডিপো ও শিয়ালদহ ডিভিসন	০৪.০৭.২৫	১৮.০৭.২৫	৩০.০৭.২৫
৩.	জামালপুর ডিপো	জামালপুর ডিপো ও মালদা ডিভিসন	০৭.০৭.২৫	১৬.০৭.২৫	২৯.০৭.২৫
৪.	হাওড়া ডিভিসন	হাওড়া ডিভিসন	০৯.০৭.২৫	১৮.০৭.২৫	৩০.০৭.২৫
৫.	আসানসোল ডিভিসন	আসানসোল ডিভিসন	০৭.০৭.২৫	১৫.০৭.২৫	২৪.০৭.২৫
৬.	শিয়ালদহ ডিভিসন	শিয়ালদহ ডিভিসন	০৮.০৭.২৫	১৭.০৭.২৫	২৮.০৭.২৫
৭.	মালদা ডিভিসন	মালদা ডিভিসন	০৪.০৭.২৫	১৪.০৭.২৫	২৫.০৭.২৫

বি.দ্র. : ই-অকশনের কর্মসূচী, অন্যান্য বিবরণ এবং নিয়ম ও শর্তাবলী ওয়েবসাইট **http://www.ireps.gov.in/**থেকে পাওয়া যাবে।

(Stores-17/2025-26) চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার/অ্যাডমিন

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

হাওড়া ডিভিসন থেকে যাত্রা শুরু করা এলএইচবি রেক সম্বলিত ১৬টি যাত্রিবাহী ট্রেনের ১৬টি আরএসএলআর কামরায় পার্সেল স্পেস লিজিংয়ের জন্য ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে দুই বছরের জন্য হাওড়া ডিভিসন থেকে যাত্রা শুরু করা এলএইচবি রেক সম্বলিত ১৬টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ১৬টি আরএসএলআর কামরায় পার্সেল স্পেস লিজিংয়ের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলী সম্বলিত অহস্তান্তরযোগ্য অকশন ক্যাটালগ **www.ireps. gov.in**-তে পাওয়া যাবে। **www.ireps.gov.in**-তে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে এই ই-অকশনের জন্য বিডিং জমা করা যাবে। ই-অকশন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে হলে, ব্যবসায়ীদের **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে একবারের জন্য রেজিস্ট্রেশন করা বাধ্যতামূলক। ব্যবসায়ীদের ক্লাস-৩ ডিজিটাল সিগনেচার অবশ্যই নিতে হবে। **অকশন ক্যাটালগের বিস্তারিত বিবরণ:**

- **অকশন ক্যাটালগ নং :** পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-এল২৫-৬জি। **কামরা :** এলএইচবি রেক সম্বলিত ১৬টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ১৬টি আরএসএলআর। **অকশন শুরুর তারিখ ও সময়:** ২৭.০৬.২০২৫, দুপুর ১টা।

(HWH-149/2025-26) **সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, হাওড়া**

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

SBI **এসএমই সেন্টার, বিধান নগর (১৫৭৪৫)**
জোনাল অফিস বিল্ডিং (৪ তলা), ১ /১৬ ভি.আই. পি রোড, কলকাতা-৭০০০৫৪, ই-মেইলঃ sbi.15745@sbi.co.in

পরিশিষ্ট IV {(নিয়ম ৪(১)} দখলের বিজ্ঞপ্তি স্থাবর সম্পত্তির জন্য

A/C No.:- (CC)-30749343692

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, SMEC বিধাননগরের অনুমোদিত কর্মকর্তা, আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন এবং পুনর্গঠন এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ সালের ৩ নং নং) এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইংটারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর ৩ নং নিয়মের সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, ০৪.০১.২০২৫ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছেন যার মধ্যে ঋণগ্রহীতা মেসার্স চক্রবর্তী ফিড সেন্টার, **প্রপার্টিঃ সুমিত চক্রবর্তী, পুত্র নারায়ণ চক্রবর্তী, ব্যবসা এবং বাড়ির ঠিকানাঃ ৪৪৪ /১৫৯৮, ঝোওয়াতলা নাটুংগ্রাম, লিংক রোড, ১ নং গুরুদহ হাই স্কুল, পোঃ শ্যামনগর, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩১২৭। এবং গ্যারান্টরঃ শ্রী অমিত কুমার চক্রবর্তী, পুত্র নারায়ণ চক্রবর্তী, ঠিকানা- ১ নং গুরুদহ সরকারি কলোনি, পোঃ শ্যামনগর, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩১২৭** নোটিশে উল্লেখিত পরিমাণ **১০,৫৬,৫৬৬.০০ টাকা (দশ লক্ষ ছাপান্ন হাজার পাঁচশ ছেষট্টি টাকা মাত্র) ২৭.১২.২০২৪** তারিখের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদার উক্ত পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারকে বিশেষ করে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) এবং উক্ত বিধি ৪(১) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে ২০২৫ সালের ১৮ জুন তারিখে এখানে বর্ণিত স্টকগুলির দখল নিয়েছেন।
ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদার, বিশেষ করে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা নীচে উল্লিখিত স্টকগুলির সাথে লেনদেন করবেন না এবং স্টকগুলির সাথে যেকোনো লেনদেনের জন্য স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার কাছ থেকে ২৭.১২.২০২৪ তারিখের ১০,৫৬,৫৬৬.০০ টাকা (দশ লক্ষ ছাপান্ন হাজার পাঁচশ ছেষট্টি টাকা মাত্র) চার্জ সাপেক্ষে আরও সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, খরচ এবং চার্জ সহ চার্জ প্রযোজ্য হবে।
ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৪) এর বিধানগুলির প্রতি, উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে, সুরক্ষিত সম্পদ উদ্ধার করার জন্য।

স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা

সম্পত্তিটি মৌজা গুরুদহ, জে.এল. নং ২১, এলওপি নং ২৬৫, সিএস দাগ নং ২০৮ (পি) হোল্ডিং নং ৪৩৯ /১৩৫০ ভাটপাড়া পৌরসভার অধীনে, ওয়ার্ড নং ২৭, থানা জগদ্দল, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। দলিল জমির পরিমাণ অনুসারে - **০৩টি ছটাক এবং ১১টি চিত্তক, ১০০ বর্গফুট ৩.৬৮৭৫ কোট্টা ২০০৭ সালের দলিল নং।- ৪৮৪ অনুসারে।**
সম্পত্তিটি শ্রী সুমিত কুমার চক্রবর্তী এবং শ্রী অমিত কুমার চক্রবর্তীর নামে রয়েছে।
বাট এবং সীমানাঃ - (দলিল অনুসারে)- উত্তরেঃ সৌমেন মুখার্জির বাড়ি এবং জমি, দক্ষিণেঃ ৮ ফুট প্রশস্ত কমন প্যাসেজ রোড, পূর্বেঃ প্রয়াত গোপাল মন্ডলের বাড়ি এবং জমি। পশ্চিমেঃ বলরাম সাহার বাড়ি এবং জমি।

তারিখ ঃ ১৮।৬।২০২৫ অথোরাইজড অফিসার
স্থানঃ বিধাননগর স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

অফবিট

মালবাজারের রহস্যময় ভূতুড়ে ডাকবাংলোয় কেউ রাতে থাকে না!

বিশেষ প্রতিনিধি

উত্তরবঙ্গের মালবাজারের কাছে অবস্থিত লাটপঞ্চুরের ডাকবাংলোটি যেন এক রহস্যের আড়ালে ঢাকা। পাহাড়ের কোলে, ঘন জঙ্গলের মাঝে এই ঔপনিবেশিক যুগের এই বাংলোটি শুধু তার প্রাচীন স্থাপত্যের জন্যই নয়, বরং ভূতুড়ে গল্পের জন্যও কুখ্যাত। স্থানীয়দের মতে, এই ডাকবাংলোতে রাত কাটানোর সাহস কেউ করে না। ব্রিটিশ আমলের এই বাংলোর চারপাশে জড়িয়ে আছে অলৌকিক ঘটনা, রহস্যময় মৃত্যু এবং ভৌতিক উপস্থিতির গল্প, যা আজও দুঃসাহসী পর্যটকদের দূরে রাখে। এই প্রতিবেদনে আমরা লাটপঞ্চুরের এই ভূতুড়ে ডাকবাংলোর রহস্যময় ইতিহাস ও বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করব।

ডাকবাংলোর ইতিহাস। ঔপনিবেশিক যুগের সাক্ষী

লাটপঞ্চুরের ডাকবাংলোটি ১৮০০-এর দশকে ব্রিটিশ শাসনকালে নির্মিত হয়েছিল। ব্রিটিশরা ডাক পরিষেবা এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য এই ধরনের বাংলো নির্মাণ করত। ঘন জঙ্গল, পাহাড়ি পথ এবং প্রত্যন্ত অবস্থানের কারণে এই বাংলোগুলো প্রায়শই বিচ্ছিন্ন থাকত। লাটপঞ্চুরের এই বাংলোটিও তার ব্যতিক্রম নয়। এটি মূলত ডাকবাহকদের বিশ্রামের জন্য এবং ব্রিটিশ অফিসারদের অস্থায়ী আশ্রয় হিসেবে ব্যবহৃত হত। তবে, স্থানীয়দের মতে, এই বাংলোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বেশ কিছু অমীমাংসিত মৃত্যুর ঘটনা। ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের সময় এই অঞ্চলে বেশ কিছু ব্রিটিশ সৈন্য এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের মৃত্যু হয়েছিল, যা এই বাংলোর ভূতুড়ে খ্যাতির জন্ম দিয়েছে।

ভূতুড়ে গল্প। রাতের নিস্তব্ধতায় অলৌকিক উপস্থিতি

লাটপঞ্চুরের ডাকবাংলোর চারপাশে অসংখ্য ভৌতিক গল্প প্রচলিত। স্থানীয় বাসিন্দারা দাবি করেন, রাতের বেলা বাংলোর ভিতরে অদ্ভুত শব্দ শোনা যায়-পায়ের শব্দ, ফিসফিস কথা, এমনকি কান্নার

আওয়াজ। কেউ কেউ বলেন, এক ব্রিটিশ অফিসারের আত্মা এখানে ঘুরে বেড়ায়, যিনি ম্যালেরিয়ায় মারা গিয়েছিলেন। আরেকটি গল্পে উঠে আসে এক স্থানীয় নারীর কথা, যিনি প্রেমে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই বাংলোর কাছে আত্মহত্যা করেছিলেন। তার আত্মা নাকি রাতের বেলা বাংলোর বারান্দায় দেখা যায়। বাংলোর চৌকিদাররাও এই গল্পের সত্যতা মেনে নেন। একজন প্রবীণ চৌকিদার, রাম বাহাদুর, বলেন, এখানে রাত কাটানোর সাহস কারোর নেই। আমি নিজে একবার রাতে বাংলোর ভিতরে অদ্ভুত ছায়া দেখেছি। তিনি আরও জানান, বাংলোর পুরনো কাঠের দরজা-জানালা মাঝে মাঝে নিজে থেকেই খুলে যায়, যা সবাইকে ভয় পাইয়ে দেয়। এই ধরনের গল্পের কারণে পর্যটকরা দিনের বেলা বাংলোটি দেখতে এলেও রাতে থাকতে ভয় পান।

বর্তমান অবস্থা। পরিত্যক্ত কিন্তু আকর্ষণীয়

আজ লাটপঞ্চুরের ডাকবাংলোটি প্রায় পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। এর দেয়ালে ফাটল ধরেছে, ছাদের কিছু অংশ ভেঙে পড়েছে, এবং ঘরগুলোতে মাকড়সার জাল আর ধুলোর স্তূপ। তবুও, এর ঔপনিবেশিক স্থাপত্য এবং রহস্যময় আবহ এখনও অক্সটকদের আকর্ষণ করে। দুঃসাহসী পর্যটক এবং ভৌতিক গল্পের শিকারীরা দিনের বেলা এখানে ছবি তুলতে এবং বাংলোর ইতিহাস জানতে আসেন। তবে, স্থানীয় প্রশাসন এবং বাংলোর তত্ত্বাবধায়করা রাতে এখানে থাকার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দেন। কিছু পর্যটক দাবি করেছেন, তারা বাংলোর কাছে গিয়ে অদ্ভুত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন। কলকাতার এক পর্যটক, অমিত রায়, বলেন, দিনের বেলায় বাংলোটি সুন্দর, কিন্তু সন্ধ্যার পরে চারপাশের নিস্তব্ধে ভয় লাগে। আমরা স্থানীয়দের কাছ থেকে শুনেছি, রাতে এখানে থাকলে অলৌকিক ঘটনা ঘটে। এই ধরনের গল্পের কারণে বাংলোটি পর্যটকদের কাছে একটি রহস্যময় আকর্ষণ হয়ে উঠেছে।

কেন ভূতুড়ে বলা হয়?

ডাকবাংলোগুলোর ভূতুড়ে খ্যাতির পিছনে কিছু ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক কারণ রয়েছে। ব্রিটিশরা ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এই বাংলোগুলো নির্মাণ করেছিল, যেখানে প্রায়শই রোগ, দুর্ঘটনা বা সংঘর্ষে অনেকের মৃত্যু হত। এছাড়া, এই বাংলোগুলোর বিচ্ছিন্ন অবস্থান এবিশেষে, রাতের নিস্তব্ধতা এবং অন্ধকার মানুষের কল্পনাশীলতাকে উস্কে দিত। ভারতীয় লোকগাথার সঙ্গে ব্রিটিশ ভৌতিক গল্পগুলো মিশে এই বাংলোগুলোর চারপাশে রহস্যের জাল বুনেছে। লাটপঞ্চুরের বাংলোটিও এর ব্যতিক্রম নয়।

প্রশাসনের ভূমিকা ও ভবিষ্যৎ

স্থানীয় প্রশাসন এই বাংলোটির সংরক্ষণের জন্য কিছু উদ্যোগ নিয়েছে, তবে অর্থের অভাবে কাজ এগোয়নি। কিছু বিশেশজ্ঞ মনে করেন, এই বাংলোটিকে একটি ঐতিহ্যবাহী পর্যটন স্থানে রূপান্তর করা হয়। এর মাধ্যমে একদিকে ঐতিহাস সংরক্ষিত হবে, অন্যদিকে স্থানীয় অর্থনীতি উপকৃত হবে। তবে, ভূতুড়ে গল্পের কারণে এই উদ্যোগগ বাস্তবায়নে বাধা রয়েছে।

লাটপঞ্জনরের ডাকবাংলো শুধু একটি পৌরাণিক স্থাপনা নয়, এটি ইতিহাস, রহস্য এবং লোকগাথার একটি মিশ্রণ। এর ভূতুড়ে খ্যাতি সত্যি হোক বা কল্পনা, এই বাংলো মালবাজারের একটি অনন্য আকর্ষণ। দুঃসাহসী পর্যটকদের জন্য এটি একটি রোমাঞ্চকর গন্তব্য, তবে রাতে থাকার সাহস করা এখনও অনেকের জন্য চ্যালেঞ্জ। আপনি যদি রহস্য ও ভৌতিক গল্পের প্রতি আকৃষ্ট হন, তাহলে লাটপঞ্চুরের এই ডাকবাংলো আপনার জন্য অপেক্ষা করছে-তবে রাতে থাকার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে দুবার ভেবে নিন!

বিমানের 'ব্ল্যাক বক্স' ক্ষতিগ্রস্ত, সব তথ্য পেতে পাঠানো হতে পারে আমেরিকায়

আমদাবাদ, ১৯ জুনঃ গত ১২ জুন আমদাবাদে ভেঙে পড়েছিল এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান। একদিন পর ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল বিমানের 'ব্ল্যাক বক্স'। মনে করা হয়েছিল, তা থেকেই দুর্ঘটনার আসল কারণ বেরিয়ে আসবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তেমন কোনও পোক্ত তথ্য উঠে আসেনি। আগামী কয়েকদিনেও তা সম্ভব হবে বলে মনে করা যাচ্ছে না। কারণ, ক্ষতিগ্রস্ত

হয়েছে সেই 'ব্ল্যাক বক্স'-ও। সূত্রের খবর, বিপর্যস্ত এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানের 'ব্ল্যাক বক্স' এতটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যে তা থেকে তথ্য বের করা কার্যত মুশকিল। এমনকী, এ দেশে থেকে তা সম্ভব নয়! এই কারণে সেটিকে বিদেশে পাঠানো হতে পারে। আপাতত 'ব্ল্যাক বক্স' থেকে যে টুকু তথ্য মিলেছে তা পর্যাপ্ত নয়। তাই সম্পূর্ণ তথ্য উদ্ধার করতে সেটিকে আমেরিকা পাঠানো হবে বলে জানা গেছে। যদিও সরকারিভাবে এখনও কিছু জানান হয়নি এই ইস্যুতে। 'ব্ল্যাক বক্স'-এ আদতে দুই ধরনের ডিভাইস থাকে। ককপিট ভয়েস রেকর্ডার এবং ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডার। কিন্তু তা থেকে এখনও দুর্ঘটনার আসল কারণ সংক্রান্ত কোনও তথ্য মেলেনি। এখন খবর, সেটিকে ওয়াশিংটন ডিসি-র ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্টেশন সেফটি বোর্ডের কাছে পাঠানো হবে। সেটিকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন ভারতীয় কয়েকজন আধিকারিক। তারা খেয়াল রাখবেন যাতে সব সেফটি প্রটোকল ফলো করা হয়। আগেই জানা গেছিল, ওই এয়ার ইন্ডিয়ার লন্ডনগামী বোয়িং ৭৮৭-৮ বিমানটি আমেরিকায় তৈরি হওয়ায়, আন্তর্জাতিক নিয়ম মেনে তদন্তে যুক্ত হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্টেশন সেফটি বোর্ড ও বোয়িং সংস্থাও। সেক্ষেত্রে 'ব্ল্যাক বক্স' থেকে তাঁরা কিছু উদ্ধার করতে পারে কিনা, সেটাই দেখার। 'ব্ল্যাক বক্স', অর্থাৎ ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডার ও ককপিট ভয়েস রেকর্ডার, বিমানের প্রযুক্তিগত এবং ককপিটে শেষ মুহূর্তের কথোপকথনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ধরে রাখে। কোনও বিমান দুর্ঘটনার কারণ নির্ধারণে এই যন্ত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমদাবাদের দুর্ঘটনা কীভাবে ঘটল তা এখনও পরিষ্কার নয়। কেউ মনে করছেন যান্ত্রিক ত্রুটি, কেউ মনে করছেন 'হিউম্যান এরর'। আবার কারও ধারণা, পাখির ধাক্কায় এমন হয়েছে। আসল তথ্য এই 'কালো বাক্স'টিই দিতে পারবে।

ইরান-ইজরায়েলের সংঘাতেই সব নজর এর ফাঁকেই বড় অ্যাকশনে বায়ুসেনা

নয়াদিল্লি, ১৯ জুনঃ কেউ সুরক্ষিত নয়। বিশ্বজুড়ে কেবলই যুদ্ধ আবহ। আজ রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধ তো কাল ইজরায়েল-হামাসের। এখন মুখোমুখি সংঘাতে ইরান-ইজরায়েল। দুই দেশই আক্রমণের আঁচ ক্রমশ বাড়িয়ে চলেছে। কয়েকদিন আগে এই পরিস্থিতির মুখে পড়তে হয়েছিল ভারতকেও। সীমান্তের ওপার থেকে লাগাতার হামলা চালানোর চেষ্টা করেছিল পাকিস্তান। সেই হামলা প্রতিটা সফলভাবে প্রতিহত করেছে ভারত। সংঘর্ষ বিরতি হলেও প্রতিরক্ষা শিথিল করছে না সরকার। বরং নিরাপত্তা আরও মজবুত করতেই বড় সিদ্ধান্ত। যুদ্ধ আবহের মাঝেই ফের বড়

অ্যাকশনে নামছে ভারতীয় বায়ুসেনা। বড়সড় বিমান মহড়া হতে চলেছে ফের, তাও আবার পাকিস্তানের গা ঘেঁষেই। জানা গিয়েছে, গুজরাটে বায়ুসেনা বড় মাপের মহড়া চালাবে বিভিন্ন যুদ্ধবিমান নিয়ে। আগামী ২০ জুন এই মহড়া চলবে। একেবারে পাকিস্তানের সীমান্ত ঘেষেই উড়বে সুখোই, রাফালের মতো যুদ্ধবিমানগুলি। এই মহড়ার জন্য ইতিমধ্যেই নোটাম জারি করা হয়েছে। যখন বায়ুসেনার মহড়া চলবে, তখন ওই আকাশপথ ব্যবহার করতে পারবে না অন্য কোনও বিমান। প্রসঙ্গত, ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের পর একাধিকবার এমন মহড়া দিয়েছে বায়ুসেনা। কখনও রাজস্থানের সীমান্ত, কখনও জম্মু-কাশ্মীর। ভারতীয় বায়ুসেনার এই শক্তি প্রদর্শনে কার্যত থরহরিকম্প পাকিস্তান। ফের একবার পাকিস্তানের ঘুম ওড়াতেই গুজরাটের সীমান্তবর্তী এলাকায় মহড়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল বায়ুসেনা।

ব্যাক্তিগত সংগ্রহে রাখার উপন্যাস

অনিমেষ মুখার্জী

'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দিবে অধিকারহে বিধাতা?...' রবীন্দ্রনাথের 'সবলা' কবিতায় নারী সম্পর্কিত যে মনোভাব কবির প্রকাশ পেয়েছে তা সেই সময়ের নিরিখে সত্যি। আধুনিক সময়ও কি সে কথা বলে? প্রশ্ন বিতর্কিত। কেউ বলেন- নারী আজ স্বাধীন। কারো মতে- নারী আজ পরাধীন। সোমা নায়কের 'আলোর পথে সভ্যতা'- উপন্যাস পড়তে পড়তে মনে হলো নারীকে তিনি ভিন্নমাত্রিক চোখে দেখেছেন। মূলত এটি সামাজিক উপন্যাস। গৃহের ভেতরের ও বাইরের পরিবেশকেই ঔপন্যাসিক প্রাধান্য দিয়েছেন। কোনোরকম ভাষার মারপ্যাঁচ না রেখেই তিনি সহজ, অনাড়ম্বর বাক্য বিন্যাসে গড়ে তুলেছেন এক মেদহীন রচনা। সত্যি সহজ কথা যে সহজ ভাবে বলা যায় তা সোমা প্রমাণ করেছেন। প্রমাণ করেছেন লেখার পরতে পরতে। তার প্রাকৃতিক বর্ণনা পড়লে চমকে যেতে হয়। মানে প্রতিটা শব্দের মধ্যে রয়েছে দৃশ্যের আস্বাদ। নদীমাতৃক দেশের বাসিন্দা সোমা সেটা তার লেখায় প্রতিভাত। সুবর্ণরেখা নদীর তীরের পাশে সুবর্ণচর গ্রামের কথা উল্লেখ করেছেন সোমা- 'সুবর্ণচর' নামের মতই মিষ্টি একটা সবুজ সহজ গ্রাম। সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলার মত এই গ্রামে বসবাসকারী মানুষগুলো ভীষণ সহজ ও সরল যেন একে অন্যের পরিপূরক, সময় অসময়ে একে অন্যের ছায়া। এই বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম ও তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। গ্রাম্য পরিবেশের যে পিক্টোরিয়াল বিউটি তা কিছু শব্দের স্ট্রোকে লেখিকা তুলে ধরেছেন। এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র 'সভ্যতা'। এখন প্রশ্ন আসতেই পারে- চরিত্রের নাম সভ্যতা? এ কেমন নাম? কিন্তু সোমা খুব ভেবে চিন্তেই এই নামকরণ করেছেন। নদী ও নারীর মধ্যে যে গভীর সম্পর্ক এবং সম্পর্কের যে বহমানতা তা যুগ যুগ ধরে প্রমাণিত। আবার নারী হল সভ্যতার উৎস। একমাত্র নারীই পারে ভ্রূণ বহন করতে। সেদিক দিয়েই মনে হয় সোমা তার চরিত্রের নামকরণ করেছেন। সভ্যতা নামের মধ্যেই তার চারিত্রিক গুণাবলী রয়েছে। পাঠক লক্ষ্য করে দেখবেন, সভ্যতা এই নামকরণের মধ্যে কোনো নেতিবাচক ইঙ্গিত নেই। বরং সমগ্র উপন্যাস পড়লে তার জীবনের নানা দিকের মধ্যে পজিটিভিটিই প্রকাশিত। উপন্যাসের সম্পূর্ণ পাঠের পরে মনে হলো এই অনুমান সঠিক। সভ্যতাকে কেন্দ্র করেই এখানে নানান চরিত্র উঠে এসেছে। সাহিত্য,

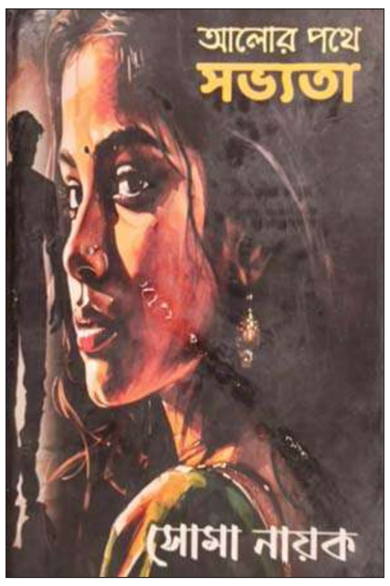

শ্রীপর্ণা, রুদ্র, অবসরপ্রাপ্ত মাস্টারমশাই আনন্দবাবু এবং আরো অনেকেই। যদিও কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দু হলো সভ্যতা। নারী কেন্দ্রিক উপন্যাস হয়েও এই উপন্যাস নারীবাদী নয়। তথাকথিত অনেক নারীবাদী উপন্যাসে পুরুষকে কালো চরিত্র রূপে প্রতিফলিত করা হয়। সোমা নায়ক সে পথে হাঁটেননি। তথাকথিত নারীবাদীদের পুরুষ বিদ্বেষের উপাদান উপস্থাপিত করেন। সোমা নায়কের কাছে সেটা একেবারেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। নারীর চোখ দিয়ে তিনি উপন্যাস দেখেছেন ঠিকই। কিন্তু কখনোই তা একপেশে হয়ে ওঠেনি। এক্ষেত্রে মাস্টারমশাইয়ের চরিত্রটা উল্লেখযোগ্য। মাস্টারমশাই যেনো বৃক্ষের মতোই এক আশ্রয়। তার কাছে সভ্যতা খুঁজে পায় জীবনের দিশা। এই উপন্যাসের ইতিবাচক দিক হলো সভ্যতা ও প্রকৃতির মেলবন্ধন। সেই সঙ্গে অন্যান্য চরিত্রের সঙ্গে প্রকৃতির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পরশ। প্রকৃতি যেন এই উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র। আরেকটি বর্ণনা তুলে ধরলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে-এমন মায়া মাখা হেমন্তের প্রেমে পড়বে না তেমন মানুষ বিরল। সুবর্ণচর আসলে তো শুধু একটা গ্রাম নয়। প্রকৃত শিল্পীর নিখুঁত তুলির টানে আঁকা, অনির্বচনীয় এক ক্যানভাস- যেখানে চোখ, কান, মন খোলা রাখলেই জীবনের সমস্ত রূপ রস গন্ধ আস্বাদন করা যায় অনায়াসে। এই উপন্যাসে প্রেম এসেছে স্বাভাবিক ভাবে। সে প্রেম মার্জিত। প্রেমে শরীর ও মন গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সভ্যতা ও সাহিত্যের যে প্রেম সম্পূর্ণ তা অনেকটাই মনকেন্দ্রিক। শরীর এখানে গৌণ। অন্তরের আকর্ষণ এখানে তীব্র। কিন্তু তা আক্ষরিক অর্থে শুধুই যৌন নির্ভর নয়। যেন লেখিকা উভয়ের চরিত্রের মধ্যে দিয়ে বলেছেন ভোগ নয় ত্যাগেই প্রেমের জয়। প্রেমে সব সময় বিবাহ অনিবার্য পরিণতির দিকে এগোয় না। ভালোবাসা এই চার অক্ষর থেকে যায়. স্মৃতির ঘরে। অপ্রাপ্তির মধ্যেও এক রকমের পূর্ণতা রয়েছে। সেই পূর্ণতা নিয়েও অনেকে তার নিজস্ব গন্তব্যে এগিয়ে যায়। কথায় আছে- বিরহেই সে রহে। বিরহ অনেক ক্ষেত্রে প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখে। আর একটা কথা, সব সম্পর্কের পরিণতি বিবাহ নয়। সে কথা জোর দিয়ে বলেছেন সোমা। বিবাহ যে এক ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক বন্ধন সে বন্ধন একটা সময়ের পরে কেবলমাত্র অভ্যাসের জন্ম দেয়, সে কথা অনুচ্চারিতভাবে সত্য বলে মনে হয়। যদিও সোমা উপন্যাসের পরিসমাপ্তিতে সভ্যতাকে নিজের পায়ে দাঁড় করানোর কথা বলেছেন। সোমার লেখনি খুবই সুন্দর ও প্রাণবন্ত। কিন্তু উপন্যাসটি আরও ছোট হলে ভালো হতো। একটু সম্পাদনার প্রয়োজন ছিল। উপন্যাসের প্রচ্ছদটিতে নারীর মুখশ্রী রয়েছে। কভার পেজ দেখলে এক ধরনের চোখের আরাম বা রিলিফ হয়। এজন্য প্রচ্ছদশিল্পী অয়নদীপ চক্রবর্তীর ধন্যবাদ প্রাপ্য। সবশেষে এটুকুই বলার সোমা নায়কের উপন্যাস ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখার মতো।

আলোর পথে সভ্যতা-সোমা নায়ক
মূল্য-৪০০ টাকা
প্রকাশক-ঘরে বাইরে পাব্লিকেশন

ভাঙা হবে বিমানবন্দরের পাশে সমস্ত উঁচু উঁচু বিল্ডিং! বড় নির্দেশ উড়ান মন্ত্রকের

নয়াদিল্লি, ১৯ জুনঃ এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান দুর্ঘটনা থেকে শিক্ষা। বড় সিদ্ধান্ত নিল অসামরিক উড়ান পরিবহন মন্ত্রক। আহমেদাবাদ বিমানবন্দরের কাছেই বিজে হস্টেলের উপরে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান ভেঙে পড়ার পর একদিকে যেমন প্রশ্ন উঠেছিল নিরাপত্তা নিয়ে, তেমনই বিমানবন্দরের আশেপাশে উঁচু ইমারত বা বিল্ডিংয়ে ধাক্কা লাগার ঝুঁকি নিয়েও উদ্বেগ বেড়েছিল। এবার এই উঁচু উঁচু বিল্ডিং তৈরিতে রাশ টানতেই বড় সিদ্ধান্ত অসামরিক উড়ান মন্ত্রকের। আহমেদাবাদের দুর্ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন একটি খসড়া বিল আনল অসামরিক উড়ান মন্ত্রক। এয়ারক্রাফ্‌ট (ডেমোলিশন অব অবস্ট্রাকশনস) রুলস ২০২৫ শীর্ষক এই খসড়া বিলে বিমানবন্দরের আশেপাশে বিল্ডিংয়ের উচ্চতা নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলা হয়েছে। যে বিল্ডিংয়ের কারণে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা বা ঝুঁকি রয়েছে, তা ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ১৮ জুন এই খসড়া বিল প্রকাশ করা হয়। শীঘ্রই অফিসিয়াল গেজেটে প্রকাশিত হবে। তখন থেকেই এই নিয়ম কার্যকর হবে। এই বিলে স্পষ্ট বলা রয়েছে, এয়ারডোম জোনের অধীনে থাকা বিল্ডিং ও গাছ, যা উচ্চতার সীমা লঙ্ঘন করছে, তার বিরুদ্ধে প্রশাসনকে দ্রুত পদক্ষেপ করতে হবে যাতে ভবিষ্যতে বিমান চলাচলের পথে বাধার

সৃষ্টি না হয়। খসড়া বিলে বলা হয়েছে, যদি বিমানবন্দর বা অ্যারোডোমের আশেপাশে কোনও বিল্ডিং প্রস্তাবিত উচ্চতার সীমা লঙ্ঘন করে, তবে অ্যারোডোমের অফিসার ইনচার্জ নোটিস পাঠাবেন। ওই বিল্ডিংয়ের মালিককে বিল্ডিংয়ের প্ল্যান থেকে শুরু করে আয়তন-উচ্চতা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ৬০ দিনের মধ্যে জমা দিতে হবে। যদি কেউ তা না করেন, তবে বিল্ডিংয়ের উচ্চতা কমিয়ে দেওয়া, এমনকী সম্পূর্ণ বিল্ডিং ভেঙে দেওয়াও হতে পারে। আরও বলা হয়েছে, যদি ডিজিসিএ বা কোনও অফিসার উচ্চতা সীমা লঙ্ঘন দেখতে পান, তবে তারাও সরাসরি বাড়ি মালিককে নির্দেশ দিতে পারেন গাছ কাটা বা বিল্ডিং ভাঙার জন্য। ৬০ দিনের মধ্যে সেই নির্দেশ পালন করতে হবে। যদি বৈধ কোনও কারণ দেখানো হয়, তবে তা সর্বাধিক আরও ৬০ দিন সময় পাওয়া যেতে পারে। বিমানবন্দরের আশেপাশে কোন বিল্ডিংয়ের উচ্চতা কতটা, তা ভেরিফিকেশনের জন্য আধিকারিকরা বিল্ডিংয়ের মালিককে জানিয়ে দিনের বেলা পরিদর্শনে যেতে পারবেন বলেই জানানো হয়েছে। যদি কেউ অসহযোগিতা করে, তবে ডিজিসিএ ও জেলাশাসককে রিপোর্ট করতে হবে। জেলাশাসকই গাছ কাটা বা বিল্ডিং ভাঙার কাজ করবেন। যদি বিমানবন্দরের আশেপাশে কোনও অবৈধ বিল্ডিং বা নির্মাণ থাকে, সেক্ষেত্রেও একই নিয়ম অনুসরণ করে তা সরিয়ে বা ভেঙে ফেলা হবে। যাদের বিল্ডিং ভাঙা পড়বে বা গাছ কাটা যাবে, তারা ক্ষতিপূরণও পাবেন। ভারতীয় বায়ুযান অধিনিয়মের ২২ ধারার অধীনে তারা বৈধ নথি ও প্রমাণ নিয়ে ক্ষতিপূরণের আবেদন করতে পারবেন। তবে সরকারি নির্দেশিকা জারির পর যদি কোনও নতুন বিল্ডিং বা কাঠামো তৈরি করা হয়, যা উচ্চতাসীমা লঙ্ঘন করছে, তারা কোনও ক্ষতিপূরণ পাবে না।

CHANGE OF NAME

I,Gobind Das mohta son of Narayan Das Mohta,residing at DC-2/5,Deshbandhu nagar,Baguiati,North 24Parganas,Pin-700059, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Govind Das Mohta declared before the Ld.1st class judicial magistrate at Kolkata,dated 18.06.2025.affidavit no 4210.Gobind Das mohta and Govind Das Mohata both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, SAJIT SK S/O AJIM SK resident of Vill-Chhotopata, P.O. Baharkuli, P.S. Kalna, Dist. Purba Bardhaman and permanent resident of Vill. Patilpara, PO. Baidyapur, P.S. Kalna, Dist. Purba Bardhaman, Pin-713122 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name SAJIT SK instead of SAJIT, my mother's actual name TANJILA BIBI in place of TANILA BIBI, vide an affidavit sworn before the Ld. Addl. Chief Judicial Magistrate 1st Class at Kalna, Purba Bardhaman on 17/06/2025. SAJIT S/o TANILA BIBI and SAJIT SK S/o TANJILA BIBI both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি SUKH RANI YADAV (GOALA) W/O-Chirkut Yadav, father's Name Kungabihari Yadav ঠিকানা- Mirpara, P.0.-Bhattanagar, P.S.-Liluah, Dist-Howrah, Chirkut Yadav So. Late Kungabihari Yadav এবং Chirkut Goala So. Late Kungabihari Goala এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME

I, Mullik Shakir Jakir S/o Jakir Mallick Residing at Singhajore, Dewanpara, P.o - Bhagabatipur, Chanditala, District - Hooghly, Pin - 712701 West Bengal India shall henceforth be known as Shakir Mallick.I declare that Mullik Shakir Jakir and Shakir Mallick is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 19-06-2025.

CHANGE OF NAME

I, Jashoda Goel W/o Suresh Kumar Goel Residing at 106, Bangur Avenue, Block - C, 5th Floor, P.o - Bangur Avenue, P.s - Lake Town District - North 24 Parganas, Pin - 700055 West Bengal India shall henceforth be known as Jashoda Devi Goel. I declare that Jashoda Goel and Jashoda Devi Goel is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 19-06-2025.

CHANGE OF NAME

I, Quazi Badrul Zaman S/o Late Kaji Sadur Rahaman Residing at Gohalberia, P.o - Amardaha, P.s - Shyampur, District - Howrah, Pin - 711312 West Bengal India shall henceforth be known as Kaji Badrujaman. I declare that Quazi Badrul Zaman and Kaji Badrujaman is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 19-06-2025.

CHANGE OF NAME

I, Tanuja Begum (Old Name) W/o Quazi Abdur Rouf Residing at North Kazi Para, Kazi Para, Barasat, Kolkata - 700124 West Bengal shall henceforth be known as Tanuja Begam (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 04/2025 Dated 19-06-2025. Tanuja Begum (Old Name) and Tanuja Begam (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, SUPARNA BANIK (Old Name) W/O DEBASIS PANIGRAHI Residing at B 83 Dinesh Pally Purba Putiary, P.S - Regent Park, District - Kolkata, Pin - 700093, West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as SUPARNA BANIK PANIGRAHI (New Name) as declared before the Notary public govt of India at Kolkata vide affidavit dated 19-06-2025. SUPARNA BANIK (Old Name) and SUPARNA BANIK PANIGRAHI (New Name) both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I,Gobinda Das mohta son of Narayan Das Mohta,residing at DC-2/5,Deshbandhu nagar,Baguiati,North 24Parganas,Pin-700059, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Govind Das Mohta declared before the Ld.1st class judicial magistrate at Kolkata,dated 18.06.2025.affidavit no 4211.Gobinda Das mohta and Govind Das Mohata both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি দীপ কুমার গায়েন পিতা তন্ময় কুমার গায়েন (Old Name) ঠিকানা- দৌলতপুর, পোঃ থানা- আরামবাগ ওয়ার্ড নং ৭ জেলা-হুগলী পিন নং ৭১২৬০১ পঃবঃ। আরামবাগ কোর্টের ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হুগলী জেলা এফিডেভিট দ্বারা তন্ময় গায়েন (New Name) নামে পরিচিত হলাম। এফিডেভিট (SL. No. 929) তারিখ ০৬.০৬.২০২৫ তন্ময় কুমার গায়েন (Old Name) এবং তন্ময় গায়েন (New Name) একই ব্যক্তি হিসাবে গন্য হইলাম।

নাম পরিবর্তন

আমি Sahely Bhattachatya (পুরাতন নাম) পিতা Saikat Bhattacharya ঠিকানা 205 Parui Kancha Road, District- Kolkata, Pin- 700061 West Bengal India Ld. Judicial Magistrate (First Class) at Alipore Dated 20-05-2025 এর Affidavit no 30991 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sahely Bhattacharya (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sahely Bhattacharya (নতুন নাম) ও Sahely Bhattachatya (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME

I, Sukla Mazumdar D/o Swadesh Bhusan Chanda Residing at Flat No. 4C, 37A, Garcha Road, Ballygunge, District - Kolkata, Pin - 700019 West Bengal India shall henceforth be known as Sukla Majumdar. I declare that Sukla Mazumdar and Sukla Majumdar is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 19-06-2025.

CHANGE OF NAME

I, Suresh Goel S/o Late Brahamand Goel Residing at 106, Bangur Avenue, Block - C, 5th Floor, P.o - Bangur Avenue, P.s - Lake Town District - North 24 Parganas, Pin - 700055 West Bengal India shall henceforth be known as Suresh Kumar Goel. I declare that Suresh Goel and Suresh Kumar Goel is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 19-06-2025.

My Client Smt. Padma Ganguly, wife of Prabir Ganguly, of Vill Bamanpara, P.O Munshirhat P.S Jagatballavpur, 711410 ,Dist Howrah, purchased one landed property from Sk Ruhul Amin, son of Sk Mojamel Hoque and others, constituted attorney of Prabir Ganguli, son of Nilanjan Ganguly, vide power of attorney deed no 050801330 for the year 2025, register before A.D.S.R Bargachia, Howrah, the property situated at Mouza Kamlapur, J.L No 53, L.R Khatian No 1568, R.S. Dag No 961, L.R Dag No 1004, measuring about 3.30 Decimal by sale deed no 050801408 for the year 2025 registered at A.D.S.R Bargachia. My client has applied mutation of the said land. If anybody has objection he may be contract Jagatballavpur B.L & L.R.O Office within 1 (One) month, otherwise the case will be heard Ex-parte (Sk Sabbir Ahmed (Advocate) Enrolment No WB/852/2003.

বার্ধক্যেও বড়লোকের বিটি লো-র স্রষ্টার নিত্যসঙ্গী চরম অভাব, বাঁচিয়ে রেখেছেন বাংলার হারিয়ে যাওয়া ভাদু গান

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৯ জুন ঃ লালমাটির শহর বীরভূম, কমবেশি সবাই এই নামের সঙ্গে পরিচিত।

আর এই বীরভূমের বাসিন্দা রতন কাহার। কতজন চেনেন তাঁকে! ' কেউ খোঁজ রাখে না' - এক সময় আক্ষেপের সুর ঝরে পড়েছিল তাঁর গলায়। তাঁর গাওয়া গান অন্য শিল্পীরা গেয়ে লাইমলাইটে জায়গা করে নিয়েছেন। তাঁর গানে মিশেছে র‍্যাপ, মিশেছে রিমিক্স, হয়েছে ডিজে। আজও বিভিন্ন বিয়েবাড়ি হোক, অথবা অনুষ্ঠান বাড়িতে তাঁর লেখা গান হিট লিস্টে থাকে। কিন্তু গানের স্রষ্টা কে, অনেকেই জানেন না আজও। তবে তিনি পেয়েছেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কার। বীরভূমের সদর শহর সিউড়ির বাসিন্দা রতন কাহার।' 'বড়লোকের বিটি লো' গানের স্রষ্টা তিনিই । ৯০ বছর বয়সের শিল্পী এখনও গান গেয়ে চলেছেন সিউড়ির বাড়িতে। তিনিই বাঁচিয়ে রেখেছেন বাংলার হারিয়ে যাওয়া ভাদু গান। বীরভূমের সিউড়ির ভট্টাচার্য্য পাড়ার বাসিন্দা প্রবীণ লোকসঙ্গীত শিল্পী রতন কাহার। একসময় ' আলকাপ' দলে যোগ দিয়েছিলেন। যাত্রাদলে 'মেয়ে' সাজার অভিজ্ঞতাও রয়েছে তাঁর। যৌবন থেকেই তিনি বেঁধেছেন অজস্র ভাদু ও ঝুমুর গান। পুরস্কার- শংসাপত্র যা পেয়েছেন, তা আর রাখার জায়গা নেই একচিলতে পাকা ঘরে। তবে অভাব নিত্যসঙ্গী তাঁর। কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে এমনটাই জানালেন তিনি। যেখানে আর পাঁচটা সাধারণ মানুষ সোশ্যাল মিডিয়ায় রাতারাতি জনপ্রিয়তা লাভ করছে সেখানেই রতন কাহারের মতো এক শিল্পীর অভাব যেন নিত্যদিনের সঙ্গী। শিল্পীর চোখে মুখে বয়সের ভার লক্ষ্য করা যায়। আগের মতো সেই ভাবে আর চলাফেরা এবং গান গাওয়া হয়ে ওঠে না। তবে চর্চা তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন আজও। তিনি বলেন, তিনি কখনও কারওর কাছে হাত পাততে শেখেননি। আর সেই কারণেই আজ অভাব তার নিত্যদিনের সঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত অভাব এর সঙ্গে দিন কাটাচ্ছেন তিনি। লোকলজ্জার ভয়ে সামনাসামনি কিছু তিনি না জানালেও তিনি আমাদের একান্ত ভাবে জানান 'মাস গেলে ওষুধের খরচ হয় তিন থেকে চার হাজার টাকা'। মাসের শেষে সেই টাকা কোথায় থেকে আসবে সেই নিয়ে চিন্তায় থাকতে হয়। তিনি বলেন পদ্মশ্রী পুরস্কার পাওয়ার পর তার সম্মান বাড়লেও বাড়ছে না আয়ের অঙ্ক। অনুষ্ঠানে মেলে না সাম্মানিক, সংসার চালাতে হিমশিম রতন কাহারের। শুধু 'বড়লোকের বিটি লো' নয়, এর পাশাপাশি তিনি লিখেছেন একাধিক গান। তবে তাঁর লেখা আজ সমস্ত গানের খাতা মোড়া রয়েছে মাকড়সার জালে। আজ কেউ তাঁর খোঁজ রাখেন না।

শিলিগুড়িতে এটিএম লুট

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৯ জুন ঃ রাতের অন্ধকারে শিলিগুড়িতে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংকের এটিএম থেকে খোয়া গেল সাড়ে দশ লক্ষ টাকা। এটিএমের বিপরীত দিকে একটি বাড়িতে থাকা এক ব্যক্তি গোটা ঘটনাটির ভিডিয়ো করেন। সেটি তদন্তের স্বার্থে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বুধবার রাত দুটো থেকে তিনটের মধ্যে একটি সাদা গাড়িতে মুখ ঢেকে চার-পাঁচজন দুস্কৃতী ঘটনাস্থলে আসে। এলাকার এক বাসিন্দা জানিয়েছেন, তাঁর বাড়ির বিপরীতেই রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকের এটিএমটি। মাঝরাতে সেখানে দুস্কৃতীরা ঢোকে। তাঁর মেয়ে ঘটনাটি দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ১০০ নম্বরে ফোন করার চেষ্টা করেন, কিন্তু পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব হয়নি। এরপর তিনি বাবাকে সব জানান। ঘরের ব্যালকনি থেকে ওই ব্যক্তি দেখেন, দুস্কৃতীরা এটিএম থেকে বেরিয়ে আসে এবং সেটিতে আগুন লাগিয়ে দেয়। তিনি বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই গাড়ির একটি অংশ এবং ঘটনাস্থলের ভিডিয়ো তুলে রাখেন, যা পরে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় প্রধান নগর থানার বিশাল পুলিশবাহিনী এবং দমকল বিভাগের কর্মীরা। দ্রুত আগুন নেভানো হয় এবং পুলিশ প্রাথমিক তদন্তে এটিএম লুটের বিষয়টি নিশ্চিত করে। ব্যাংকের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে যান। ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দিলীপ বর্মন ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রশাসনের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন। তদন্তে নেমেছে পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে তারা। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও উত্তর দিনাজপুর জেলার প্রতিটি থানায় সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

Office of the Prodhan
Bakhrabad Gram Panchayat
Kaliachak-III Dev. Block, Malda
Vill+P.O.: Sabdalpur, PS : Baishnabnagar, Dist : Malda
eTender Notice

eTender has been floated work under Bakhrabad G.P. of Baishnabnagar P.S, Malda, **eTender No.- 07(e)/BKB/25-26, Dated: 18th June, 2025, 08 (e)/BKB/25-26, Dated: 18th June, 2025, & NIT No. 03/BKB/25-26, 04/BKB/25-26, 05/BKB/25-26, 06/BKB/25-26 Dt. 17.06.2025** Bonafied contructors are requested to visit-www.wbtenders.gov.in or **http://etender.wbprd.nic.in** or Contact Office Notice Board.

Sd/- Pradhan
Bakhrabad Gram Panchayat

DAINHAT MUNICIPALITY

For Details of floated e-tender against the Development work under **E-NIT 07D.M/ENGG/ 2025-26, Date-19/06/2025 E-NIT-08D.M/ENGG/2025-26 Date-19/06/2025**
For Details Visit: **http:// dainhatmunicipality.org & wbtenders.gov.in**
Office ph no **7478003845**
Sd/- **Chairman, Dainhat Municipality**

Notice Inviting E-Tender

TenderRef:(i) TAP/e-NIT-07/2025-26 (ii) TAP/e-NIT-08/2025-26 (iii) 257/TGP/NIT/CFC/UNTIED/2025 DATE:16-06-2025 BID SUB. CLOSING DT: 23-06-2025 AT 10AM Technical bid opening DT 25-06-2025 AT 11 AM

Electronic Tenders are hereby invited by the Prodhan, Tapna Gram Panchayat, Uluberia-I Block for implementation of forteen (14) No. work within Tapna Gram Panchayat, Howrah. Details are available in (**http://wbtenders.gov.in & http://etender.wb.nic.in**) and Office Notice Board.

Sd/-
Prodhan
Tapna Gram Panchayat

(এটি শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে একটি বিজ্ঞাপন এবং ভারতের বাইরে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রকাশনা, বিতরণ বা প্রকাশের জন্য নয় এবং এটি কোনও অফার ডকুমেন্ট ঘোষণা নয়।)

জিটিটি ডেটা সলিউশনস লিমিটেড
(পূর্বে সিনার্যাড কমিউনিকেশনস লিমিটেড নামে পরিচিত)
নিবন্ধিত অফিসঃ ৮০ বুরতোলা স্ট্রিট, বড়বাজার, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০০৭
টেলিফোনঃ ৭৭১৯৯১৩৩৫১ যোগাযোগ ব্যক্তিঃ মিঃ ইব্রাহিম নিমুচওয়ালা, কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
ইমেলঃ **info@gttdata.ai**, ওয়েবসাইটঃ **www.gttdata.ai, CIN L62099WB1986PLC2**

আংশিক পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ারের ধারকদের উদ্দেশ্যে প্রথম এবং চূড়ান্ত স্মারক-সহ-জামিনীকরণ বিজ্ঞপ্তি
(আইএসআইএনঃ IN9959B01015) রেকর্ড তারিখে অর্থাৎ শুক্রবার, ১১ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('আইন') এর বিধান অনুসারে, যা তদধীন প্রণীত প্রাসঙ্গিক নিয়মাবলীর সাথে পঠিত, ১১ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে আংশিকভাবে পরিশোধিত জাল ধারক ছিলেন এমন ব্যক্তিদের জন্য প্রথম এবং চূড়ান্ত কল নোটিশ জারি করা হয়েছে, যা রেকর্ড তারিখ। কল পেমেন্টের সময়কাল ৫ মে, ২০২৫ তারিখে শেষ হয়ে গেছে।
এই প্রসঙ্গে, কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের (কমিটি) রাইটস ইস্যু কমিটি, যা কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক যথাযথভাবে অনুমোদিত, ১৮ জুন, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তার সভায়, প্রথম এবং চূড়ান্ত কলের পরিমাণ টাকা পরিশোধের জন্য প্রথম এবং চূড়ান্ত স্মারক-সহ-বাজেয়াপ্তির নোটিশ পাঠানোর অনুমোদন দিয়েছে। আংশিকভাবে পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ারের ধারকদের জন্য প্রতি আংশিকভাবে আপ ইক্যুইটি শামের জন্য ১৯.৫০ (যার মধ্যে রয়েছে ৭.৫০ টাকা ফেস ভ্যালু এবং ১২.০০ টাকা সিকিউরিটিজ প্রিমিয়াম) (প্রথম এবং চূড়ান্ত অনুস্মারক-কাম-বাজেয়াপ্তির নোটিশ)। এই ধরনের আংশিকভাবে পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ারের ধারকদের জন্য, যাদের প্রথম এবং চূড়ান্ত কল মানি পরিশোধের জন্য অপরিশোধিত থাকে।
সেই অনুযায়ী, ১৯ জুন, ২০২৫ তারিখে কল মানি পরিশোধ না করা সকল সদস্যদের প্রথম এবং চূড়ান্ত অনুস্মারক-কাম-বাজেয়াপ্তির নোটিশ পাঠানো শুরু হয়েছে।
অর্থপ্রদানের সময়কাল সোমবার, ২৩ জুন, ২০২৫ থেকে সোমবার, ৭ জুলাই, ২০২৫ (উভয়দিন অন্তর্ভুক্ত)। চেক / ডিমান্ড ড্রাফ্টের মাধ্যমে অর্থপ্রদান করতে হবে (জিটিটি ডেটা সলিউশন লিমিটেডকে প্রদেয় - প্রথম এবং চূড়ান্ত কল মানি - আরএ / সি (আবাসিক শেয়ারহোল্ডারদের জন্য), জিটিটি ডেটা সলিউশন লিমিটেড - প্রথম এবং চূড়ান্ত কল মানি - এনআর অ্যাকাউন্ট (অনাবাসিক শেয়ারহোল্ডারদের জন্য)।
দয়া করে মনে রাখবেন যে, প্রথম এবং চূড়ান্ত অনুস্মারক-সহ-বাজেয়াপ্তির নোটিশ অনুসারে, প্রথম এবং চূড়ান্ত কল পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে, আইন, কোম্পানির অ্যাসোসিয়েশনের ধারা এবং অফার লেটার অনুসারে কোম্পানির আংশিকভাবে পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার, যার উপর ইতিমধ্যেই প্রদত্ত পরিমাণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, বাজেয়াপ্ত হতে পারে। কোম্পানি এই ধরনের সদস্যদের প্রদেয় যেকোনো লভ্যাংশ থেকে, যদি থাকে, আংশিকভাবে পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার বা কোম্পানির সাথে সম্পর্কিত কল এবং সুদের জন্য বকেয়া সমস্ত অর্থ কেটে নেওয়ার অধিকারী হবে।
এই বিষয়ে সমস্ত চিঠিপত্র নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠানো যেতে পারে-

MUFG
MUFG ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (পূর্বে লিংক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড নামে পরিচিত)
(ইউনিটঃ জিটিটি ডেটা সলিউশনস লিমিটেড)
সি-১০১, প্রথম তলা, ২৪৭ পার্ক, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী মার্গ, বিক্রোলি (পশ্চিম) মুম্বাই - ৪০০ ০৮৩. মহারাষ্ট্র, ভারত
টেলিফোন নম্বরঃ +৯১ ৮১০৮১১৪৯৪৯
ফ্যাক্স নম্বরঃ ০২২-৪৯১৮৬০৬০
ই-মেইল আইডিঃ **gtt.call money@in.mpms. mufg .com**
ওয়েবসাইটঃ **https://in.mpms.mufg.com/**
SEBI নিবন্ধন নম্বরঃ INR000004058
যোগাযোগ ব্যক্তি ঃ শান্তি গোপালকৃষ্ণন

জিটিটি ডেটা সলিউশনস লিমিটেডের জন্য
(পূর্বে সিনেরেড কমিউনিকেশনস লিমিটেড নামে পরিচিত)
স্বা /-
ইব্রাহিম নিমুচওয়ালা
কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

তারিখ- জুন ১৯, ২০২৫
স্থান- পুনে

পুরী ও চেন্নাই যাওয়ার দুটি এক্সপ্রেস শালিমারের বদলে ছাড়বে হাওড়া থেকে

কলকাতা, ১৯ জুন ঃ দক্ষিণ-পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ পশ্চিমবঙ্গ থেকে ওড়িশার পুরী এবং তামিলনাড়ুর চেন্নাই যাওয়ার দুটি গুরুত্বপূর্ণ এক্সপ্রেস ট্রেনযাত্রার স্টেশন বদলের ঘোষণা করেছে। শালিমার স্টেশনের বদলে আগামী ২৫ আগস্ট থেকে এই দুই ট্রেন হাওড়া স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করবে। দুটি ট্রেন হল - ১২৮৪১ / ১২৮৪২ শালিমার-চেন্নাই করমণ্ডল এক্সপ্রেস এবং ১২৮২১/ ১২৮২২ শালিমার-পুরী ধৌলি এক্সপ্রেস। বর্তমানে এই ট্রেন দুটি শালিমার স্টেশন থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন গন্তব্যে চলাচল করে। নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, আগামী ২৫ আগস্ট থেকে হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেন দুটি ছাড়বে। এই সিদ্ধান্তে যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করা হচ্ছে, কারণ হাওড়া স্টেশন যাতায়াতের ক্ষেত্রে অনেক বেশি সহজলভ্য।

করমণ্ডল এক্সপ্রেসের নতুন সময়সূচী- আপ (হাওড়া থেকে যাত্রা) ঃ বর্তমান সময় শালিমার থেকে ৩.১৫ অপরাহ্ন, নতুন সময় হাওড়া থেকে ৩.১০ অপরাহ্ন। ডাউন (হাওড়ায় আগমন)ঃ বর্তমান শালিমারে ১১.০৫ পূর্বাহ্ন, নতুন সময় হাওড়ায় ১১.০০ পূর্বাহ্ন **ধৌলি এক্সপ্রেসের নতুন সময়সূচী**- আপ (হাওড়া থেকে যাত্রা)ঃ বর্তমানে শালিমার থেকে সকাল ৯.১৫, নতুন সময় হাওড়া থেকে ৯.১০। ডাউন (হাওড়ায় আগমন)ঃ বর্তমানে শালিমারে সন্ধ্যা ৭.২৫, নতুন সময় হাওড়ায় সন্ধ্যা ৭.৩০।

ভূত বাংলোয় পরিণত ছাত্রাবাস, পুনরায় চালুর দাবি গঙ্গারামপুরবাসীর

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ১৯ জুন ঃ বছরের পর বছর পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকার ফলে একরকম ভূত বাংলোয় পরিণত হয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের তপশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের ছাত্রাবাস। রাতে ওই এলাকায় বাড়ছে অসামাজিক কার্যকলাপ। এই পরিস্থিতিতে ছাত্রাবাসটি পুনরায় চালুর দাবি তুলেছেন এলাকাবাসী ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। উল্লেখযোগ্যভাবে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঙ্গারামপুর উচ্চ বিদ্যালয়। এবছরও মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যে সপ্তম স্থান অর্জন করেছে এই বিদ্যালয়ের এক ছাত্র। বিদ্যালয়ে বর্তমানে প্রায় ২ হাজার ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করছে। এর মধ্যে তপশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের ছাত্ররা আগে ছাত্রাবাসে থেকে লেখাপড়া করত। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাহুল দেব বর্মন বলেন, ছাত্রাবাসটি বহু বছর ধরে বন্ধ পড়ে রয়েছে। একসময় ছাত্ররা এখানে থেকে পড়াশোনা করত, কিন্তু ভবনের অবস্থা এতটাই খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে বৃষ্টিতে ছাউনি দিয়ে জল পড়ত। পরে সরকার নতুন ভবন তৈরি করে দেয়, কিন্তু তা এখনও চালু হয়নি। জানা গেছে, ২০০৯ সালে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে তৎকালীন প্রাণী সম্পদ বিকাশ দফতরের মন্ত্রী প্রয়াত নারায়ণ বিশ্বাস ছাত্রাবাস ভবনের উদ্বোধন করেছিলেন। আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সমৃদ্ধ এই ভবনে ২০ জন ছাত্র থাকার ব্যবস্থা, রান্নাঘর, একসঙ্গে ২০ জন বসে খাওয়ার জায়গা এবং শৌচাগার নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু উদ্বোধনের পরে কেটে গিয়েছে প্রায় এক যুগ। তবুও চালু হয়নি ছাত্রাবাসটি। দীর্ঘদিন ধরে অব্যবহৃত থাকার ফলে এখন সেটি এক প্রকার

ভূতুড়ে বাড়ির চেহারা নিয়েছে। এলাকার ছাত্র অরূপ বর্মন জানায়, স্কুলে পড়তে আসি কিন্তু দূর থেকে আসা অনেক ছাত্র থাকার জায়গা পায় না। ছাত্রাবাস থাকলে আমাদের বড় সুবিধা হতো। রাত বাড়লেই এই ফাঁকা বিল্ডিং ঘিরে অসামাজিক কার্যকলাপ শুরু হয় বলেও অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। এই বিষয়ে গঙ্গারামপুরের বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ রায় বলেন, ছাত্রাবাসটি চালুর জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে বারবার আবেদন করেছি। দ্রুত যাতে এটি চালু করা যায়, সেই বিষয়ে উচ্চমহলে কথা বলছি। বর্তমানে এই সমস্যা সমাধানে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ ও দ্রুত ছাত্রাবাস চালুর দাবি জানিয়েছেন শিক্ষক, অভিভাবক ও স্থানীয় মানুষজন।

My Client Smt. Padma Ganguly, wife of Prabir Ganguly, of Vill Bamanpara, P.O Munshirhat P.S Jagatballavpur, 711410 ,Dist Howrah, purchased one landed property from Sk Ruhul Amin, son of Sk Mojamel Hoque and others, constituted attorney of Prabir Ganguli, son of Nilanjan Ganguly, vide power of attorney deed no 050801330 for the year 2025, register before A.D.S.R Bargachia, Howrah, the property situated at Mouza Kamlapur, J.L No 53, L.R Khatian No 1568, R.S. Dag No 961, L.R Dag No 1004, measuring about 3.30 Decimal by sale deed no 050801408 for the year 2025 registered at A.D.S.R Bargachia. My client has applied mutation of the said land. If anybody has objection he may be contract Jagatballavpur B.L & L.R.O Office within 1 (One) month, otherwise the case will be heard Ex-parte (Sk Sabbir Ahmed (Advocate) Enrolment No WB/852/2003.

Namkhana Gram Panchayat
Shibnagar Abad, Namkhana
Mail-namkhanagp@gmail.com

Office of the Namkhana Gram Panchayat, Namkhana,South 24 pgs, Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. **NIT No: (1) 15/ NAMGP/25 (2025-26), (2) 16/NAMGP/25 (2025-26), dt: - 19/06/2025, Fund- 15th FC – Un-Tied & Tied)** Last Date of Bid Submission: **26/06/2025, 17:00 Hrs.** Date of Opening: **28/06/2025, 17:00 Hrs.** For details Pl. contact the Office of the Namkhana Gram Panchayat, South 24PGS,.or Visit: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan
Namkhana Gram Panchayat

মৃত্যুর ৫৩ দিন পর পটাশপুরে নাবালিকার আত্মহত্যার ঘটনায় নয়া মোড়

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ১৯ জুন ঃ পটাশপুরে ১৪ বছরের কিশোরী যৌন নির্যাতনের অপমান সহ্য করতে না পেরে আত্মঘাতীর অভিযোগে উত্তেজনা এলাকায়। গ্রেফতার দুই আত্মীয় কিশোর। অত্যাচারের ভিডিয়ো করে ভাইরালের ভয় দেখিয়ে বারে বারে নির্যাতনের প্রয়াস। সেই অপমান সহ্য করতে না পেরেই আত্মঘাতী নাবালিকা। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুর ১ নম্বর ব্লকের নৈপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মির্জাপুর গ্রামে আত্মঘাতী এক ১৪ বছরের নাবালিকা। প্রাথমিকভাবে আত্মহত্যার কারণ স্পষ্ট না হলেও, সম্প্রতি পুলিসের তদন্তে উঠে এসেছে অত্যন্ত মারাত্মক অভিযোগ। বাড়িতে পরিবারের লোকজন না থাকার সুযোগ নিয়ে একা কিশোরীকে পেয়ে যৌন নির্যাতন চালায় আর সেই ভিডিও রেকর্ডিং করে অভিযুক্তরা। ভিডিয়ো ভাইরাল করে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে একাধিকবার যৌন নির্যাতনের চেষ্টা চালিয়েছিল অভিযুক্তরা। অপমান সহ্য করতে না পেরে আত্মঘাতী হয় কিশোরী। অভিযুক্ত দু'জনই তার আত্মীয়-- একজন কাকাতো ভাই, অপরজন জ্যাঠাতুতো ভাই। পরিবারের অভিযোগ, অভিযুক্তরা গোপনে ওই নির্যাতনের ভিডিয়ো রেকর্ড করে। আত্মঘাতীর পর কারণ বুঝতে ধন্দে ছিল পরিবার। এই মানসিক চাপ ও অপমান সহ্য করতে না পেরে প্রায় দেড় মাস আগে আত্মহত্যা করে ওই কিশোরী। বুধবার তার হিন্দু ধর্ম মতে ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করা হয়। পুলিস সূত্রে খবর, মৃত্যুর পর প্রথমে একটি ইউডি কেস রুজু করা হয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তদন্তে পুলিস ওই ভিডিয়ো ক্লিপ হাতে পায়। সেই সূত্র ধরেই উঠে আসে যৌন নির্যাতনের চিত্র। এরপরই তৎপর হয় পটাশপুর থানার পুলিস। দীর্ঘ অনুসন্ধান চালিয়ে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গ্রেফতার করা হয় দুই অভিযুক্ত কিশোরকে, যাদের বয়স ১৮ বছরের নিচে। বুধবার তমলুকের জুভেনাইল আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের হোম হেফাজতের নির্দেশ দেন। আপাতত অভিযুক্ত দু'জন সংশোধনাগারে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার পর থেকেই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। প্রতিবেশীদের অনেকেই এই ঘটনার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তুলেছেন। অপরদিকে, ঘটনার রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াও দেখা দিতে শুরু করেছে এলাকায়। অপরদিকে পটাশপুরের আত্মঘাতী কিশোরীর বাড়িতে তার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান এলাকার সাংসদ সৌমেন্দু অধিকারী। এলাকার একজন সাংসদ হিসেবে পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন তিনি। এছাড়াও সামাজিক এইভাবে অবক্ষয় নিয়ে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

হাসপাতালের চাঙর ভেঙে পড়ে আহত ব্যক্তি

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ১৯ জুন ঃ , পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ঘটল বিপজ্জনক একটি দুর্ঘটনা। বুধবার রাতে ডায়রিয়া ওয়ার্ডের সংলগ্ন বাথরুমের ছাদের

চাঙর ভেঙে পড়ে এক রোগীর আত্মীয়ের মাথায়। আহত হন রাজু ভৌমিক নামে ওই ব্যক্তি। জানা গেছে, তাঁর স্ত্রী ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। রাতে স্ত্রীর পাশে থেকে তিনি বাথরুমে যান। সেই সময় আচমকাই ওপর থেকে একটি বড় চাঙর খসে পড়ে তাঁর মাথায় আঘাত লাগে। মুহূর্তের জন্য হতচকিত হয়ে পড়েন তিনি। যদিও মারাত্মক দুর্ঘটনার হাত থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পান তিনি। ঘটনার পরেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সতর্ক হয়ে ডায়রিয়া ওয়ার্ডটি আপাতত বন্ধ করে দেয়। রোগীদের অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়। বিষয়টি নিয়ে হাসপাতালের BMOH ডাঃ সাইনাক সোম জানান, সুরক্ষার কথা মাথায় রেখেই ডায়রিয়া ওয়ার্ডের রোগীদের আপাতত সাধারণ ওয়ার্ডে স্থানান্তর করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার আহত রাজু ভৌমিক বলেন, ভাগ্য ভালো মাথার একটু পাশ দিয়ে পড়েছে। যদি একেবারে মাথার ওপর পড়ত, তাহলে বড় বিপদ হয়ে যেত। হাসপাতালের পরিকাঠামো নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে এই ঘটনার জেরে।

বাম জমানার মিথ্যা মামলায় হাজিরা দিতে আদালতে কাজল

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১৯ জুন ঃ ৩০ বছর পর আগে দায়ের করা বাম জমানার মিথ্যা মামলায় হাজিরা দিতে বোলপুর জুডিশিয়াল ফার্স্ট কোর্টে আসেন বীরভূম জেলা সভাধিপতি ফায়েজুল সেখ ওরফে কাজল। আগে প্রায় ৫৫টি মামলা থেকে রেহাই পেয়েছেন বর্তমান বীরভূম জেলা সভাধিপতি কাজল সেখ। বৃহস্পতিবার বোলপুর আদালতে হাজির হন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফাইজুল হক ওরফে কাজল সেখ। আদালতে কেন হাজির কাজল সেখ জানাজানি হতেই শোরগোল শুরু আদালত চত্বরে। বামফ্রন্টের দৌলতে প্রায় বোলপুর আদালতে হাজির হতে হয় বলে জানান কাজলবাবু। তিনি জানান, ১৯৯৫ সালে চারকল গ্রামে একটি মারামারির ঘটনায় তাকে একটি মিথ্যা মামলায় আসামী করা হয়। সেই জন্য বোলপুর জুডিশিয়াল ফার্স্ট কোর্টে হাজির হন তিনি। আশাকরি সওয়াল জবাবের মাধ্যমে এই মিথ্যা মামলা থেকে আমি রেহাই পাবো। আমার বিরুদ্ধে ৬৫ টি মিথ্যা মামলা দেওয়া হার্মাদ দল। তার মধ্যে ১৯ টি মামলা করা হয় ৩০২ ধারায়। ৫৫ টি মামলা নিস্পত্তি হয়েছে। মহামান্য আদালত আমাকে সেই মামলাগুলো থেকে বেকসুর খালাস দিয়েছেন। বাকি ১০ টি মামলা চলছে। উল্লেখ্য, চলতি বছরের ১০ ফেব্রুয়ারি একটি মামলা থেকে রেহাই পান কাজল সেখ। তার ফলে ১১টি মামলার মধ্যে এখন ১০টি মামলা দাঁড়িয়েছে। ২৩০৫১৯৯৪ সালে চারকল গ্রামে একটি মারামারির ঘটনায় ১৬ জন আসামি করা হয়। সেই মামলার নিস্পত্তি হয় চলতি বছরের ১০ ফেব্রুয়ারি। সেই মামলায় কাজল সেখের পরিবারের ৪ জনকে যুক্ত করা হয়। ওই মামলায় যুক্ত ৯ জন মারা গেছেন। ৭ জন আদালতে এসে হাজিরা দেন। বোলপুর আদালতের বিচারক মামলায় যুক্ত সকলকে নিস্পতি দেন। তার বক্তব্যে কাজল এদিন বলেন, আমি তৃণমুল কংগ্রেসকে আটকাতে বামফ্রন্টের করা একের পর এক মিথ্যা মামলা দিয়েছিল। আজ তা প্রমাণিত।

জামালপুরে শুরু প্যাকেটিং, প্রতি পরিবারে পৌঁছাবে জগন্নাথ দেবের প্রসাদ

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৯ জুন ঃ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ নির্দেশে দীঘার জগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদ পৌঁছে যাবে রাজ্যের প্রতিটি পরিবারের হাতে। সেই লক্ষ্যে পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকে বৃহস্পতিবার ১৯ জুন থেকে শুরু হয়েছে মহাপ্রসাদ প্যাকেটিংয়ের কাজ। পুরো প্রক্রিয়া চলছে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে, স্বাস্থ্যবিধি ও সুরক্ষা বজায় রেখেই। এদিনের এই কর্মযজ্ঞ পরিদর্শনে এসে অতিরিক্ত জেলা শাসক (সাধারণ) অমিয় রায় জানান, কাজের গতি ও নির্ভুলতা দেখে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জামালপুরের বিডিও পার্থ সারথী দে এবং পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খাঁন। বিডিও পার্থ সারথী দে জানান, জামালপুর ব্লকের ৪০৭০টি পরিবারের জন্য এই মহাপ্রসাদ প্যাকেটিং-এর কাজ শুরু হয়েছে এবং তা চলবে আগামী ৪ জুলাই পর্যন্ত। দুয়ারে রেশন কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিটি পরিবারেই পৌঁছে যাবে এই পবিত্র প্রসাদ। পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খাঁন বলেন, এটা মুখ্যমন্ত্রীর এক অভিনব উদ্যোগ। ঘরে বসেই মানুষ জগন্নাথ দেবের প্রসাদ পাবে-এটা এক বিশাল প্রাপ্তি। সাধারণ মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানাই। জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে চলা এই কার্যক্রমে উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে এলাকাবাসীর মধ্যে। ধর্মীয় অনুভূতির সঙ্গে যুক্ত এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সকলেই।

বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ সিনি. ডিইই/ এলএমজি/১৩ অব ২০২৫-২৬, তারিখঃ ১৭-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **ক্র. নং. ১, টেন্ডার নংঃ** ইএল/এলএম/ ২৫-২৬/০৯-আরটি, **কাজের নামঃ (i)** লামডিং ডিভিশনের গুয়াহাটি-ফরকাটিং জংশন এবং চাপারমুখ জংশন-সেনচোয়া জংশন-আমোনি সেকশনে ইএলবি এবং জরুরি স্লাইডিং বুমের ব্যবস্থা সাথে ০৯ টি ম্যানড ইঞ্জিনিয়ারিং এলসি গেটের ইন্টারলকিং এবং বদরপুর জংশন-আগরতলা সেকশনে ইএলবি এবং জরুরি স্লাইডিং বুমের ব্যবস্থা সাথে ০৮ টি ম্যানড ইঞ্জিনিয়ারিং এলসি গেটের ইন্টারলকিং (ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল)। **(ii)** লামডিং ডিভিশনের ইএলবি এবং জরুরি স্লাইডিং বুমের ব্যবস্থা সাথে ০৮ টি ম্যানড ইঞ্জিনিয়ারিং এলসি গেটের ইন্টারলকিং (এল/সি গেট নং. সিএস-২০, সিএস-২৩, সিএস-২৭, সিএস-৩২, ৮বিকে, কেবি-৫, কেবি-৬, কেবি-৭) (ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল সার্ভিস পোর্শন)। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৯৬,৯৮,৭৫৮.৬৪ টাকা; **বায়নার ধনঃ** ১,৯৪,০০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ০৮-০৭-২০২৫ তারিখের ১১.০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ০৮-০৭-২০২৫ তারিখের ১১.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৮-০৭-২০২৫ তারিখের ১১.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জিঅ্যান্ডসিএইচজি, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

OFFICE OF THE
AMGURI GRAM PANCHAYAT
PO-AMGURI BAZAR, PS. MAYNAGURI, DISTRICT-JALPAIGURI
e NIT No. 001/AGP/25-26
(2025_ZPHD_866479_1/2/3/4/5)

For and on behalf of the Artha-O-Parikalpana Upa-Samiti, Amguri Gram Panchayat, maynaguri, Jalpaiguri is inviting online percentage rate tenders for execution of the 5 nos. work. Time and Date of Submission Bids From 09:00 Hrs on **19-06-2025** to 18:00 Hrs on **25-06-2025**. Time and Date of opening Technical Bids From 10:00 Hrs on **28-06-2025**. For details please visit https://wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Amguri Gram Panchayat

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডেপুটি সিএমই (প্রোড.)/খড়গপুর ওয়ার্কশপ, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ই-ওপেন টেন্ডার নংঃ এমপি-কেজিপিডব্লু-২এমসিডি৯৯- ২৫-০৩, তারিখঃ ১৮.০৬.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য খড়গপুর ওয়ার্কশপের ক্যারেজ শপ নং ২৭ ও ২৮-এ এলএইচবি কোচগুলির কয়েল স্প্রিং-এর জন্য মেসার্স কে.ইলেক্ট্রনিক্স, মুম্বাই নির্মিত ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ক্র্যাক ডিটেক্টর (২এমসিডি/৯৯)-এর সামগ্রিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ** ১২,২৭,২০০ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ২৪,৬০০ টাকা (বিজ্ঞাপিত মূল্যের ২%)। **বন্ধের তারিখ ঃ** ১০.০৭.২০২৫ বেলা ৪টা। **ওয়েবসাইটের বিবরণঃ www.ireps.gov.in। দ্রষ্টব্যঃ** বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও সময়ে সময়ে ইস্যু করা সংশোধনী সহ প্রয়োজনীয় তথ্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে।
(PR-292)

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Parks & Squares), KMC** invites e-quotation online percentage rate two bid system for the following works :
1. NIT No. : KMC/EE_PS/X/97/01/25-26 (1st call) Name of work : **Repairing and renovation of Rabindranath Tagore Park at Santinagar More in Ward No.-97, Br.-X**. Estimated Cost: **Rs. 2,94,554.42**. Earnest Money: **Rs. 5,900.00**. Period of Completion: **60 Days**.
2. NIT No. : KMC/EE_PS/X/91/01/24-25 (1st call) Name of work : **Repairing and renovation of boundary wall and grill at pond side park at Suri Pukur at N. K. Ghosal Road in Ward No.-91, Br.-X**. Estimated Cost: **Rs. 2,19,091.82**. Earnest Money: **Rs. 4,400.00**. Period of Completion: **25 Days**. Last date and time of submission of bid : **28.06.2025 - 1 p.m.** (for sl. no. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **21.06.2025 (10 a.m.)** (for sl. no. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 & 2).

The **Director General (S&D), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :
1. NIT No. : S_D/S-I/XV/141/06/25-26 Name of work : **Removal of silt, floating materials from nikashi drain near Nadial Masjid (Dr. A. K. Road) in Ward No.-141, under Br.-XV**. Estimated Cost (Including CESS): **Rs. 4,79,326.11**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 Days**. Bid submission start date (online) : **24.06.2025** at **2 p.m.** Last date and time of submission of bid (online): **02.07.2025** up to **2 p.m.**
2. NIT No. : KMC/DG(S_D)/NOR/DPS/25-26/12 (1st call) Name of work : **Renovation of broken and damaged boundary wall caused by expansion of big tree at Maniktala Drainage Pumping Station**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 3,87,229.77**. Earnest Money: **Rs. 7,900.00**. Period of Completion: **25 Days**. Date of opening of technical bid: **30.06.2025** at **1 p.m**. Bid submission start date (online) : **20.06.2025** at **1 p.m.** Last date and time of submission of bid (online): **28.06.2025** at **1 p.m**.
3. NIT No. : S_D/S-I/XV/144/18/25-26 Name of work : **Removal of silt & foreign materials from nikashi drain at Riverside Road (Fakirpara) in Ward No.-141 under Br.-XV**. Estimated Cost (Including CESS): **Rs. 4,11,066.94**. Earnest Money: **Rs. 8,500.00**. Period of Completion: **45 Days**.
4. NIT No. : S_D/S-I/XV/135/27A/25-26 Name of work : **Chockage clearing and removal of floating materials from nikashi drain near Sirkawali Gali, Noori Masjid etc. in Ward No.-135 under Br.-XV**. Estimated Cost (Including CESS): **Rs. 4,83,098.96**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **180 Days**. Bid submission start date (online) : **20.06.2025** at **2 p.m.** (for sl. no. 3 & 4). Last date and time of submission of bid (online): **28.06.2025** up to **2 p.m**. (for sl. no. 3 & 4). The bid forms and other details are available on and from **24.06.2025** at **2 p.m.** (for sl. no. 1) / **20.06.2025** at **1 p.m.** (for sl. no. 2) and **20.06.2025** at **2 p.m.** (for sl. no. 3 & 4). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1, 3 & 4) and **https://wbtenders.gov.in** (for sl. no. 2).

The **Dy. C. E. (SWM-I), KMC** invites e-tender percentage rate two bid systems for following work :
NIT No. : SWM-I/WD-044/BR-V/01/2025-26 Name of work : **Construction of boundary wall and gate of existing battery operated hydraulic dumper shed (BOHD) at Ward No.-044, Br-V, under SWM-I Department**. Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 1,75,941.76**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **30 Days**. Price of Tender: **NIL**. Bid submission start (online) date : **24.06.2025 (6 p.m.)**. Bid opening for technical proposal (online) date : **07.07.2025 (11 a.m.).** Bid submission closing (online) date : **04.07.2025 (6 p.m.)**. The tender documents will be available on and from **23.06.2025 (6 p.m.)** from the website **https://wbtenders/gov.in** and **www.kmcgov.in**

The **Director General (Mech.)/Roads, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :
1. NIT No. : KMC/ASPH/PB/GM-04/2025-26 Name of work : **Maintenance and removing of slurry from slurry pits inside of the Dm50 plant premises at Asphaltum Palmer Bazar Plant under Roads(M) Department**. Estimated Cost: **Rs. 3,35,133.00**. Earnest Money: **Rs. 7,000.00**. Period of Completion: **182 Days**. Last date and time of submission of bid : **04.07.2025, 1 p.m.** Bid opening date for technical proposal (online): **07.07.2025, 1 p.m.**
2. NIT No. : KMC/DG(M)/ASP/GG/M-09/2025-26 Name of work : **Engagement of movable type loader on hire basis for different work under Aswphaltum Goragacha**. Estimated Cost: **Rs. 4,70,139.00**. Earnest Money: **Rs. 9,500.00**. Period of Completion: **90 Days**. Last date and time of submission of bid : **03.07.2025 (1 p.m.)**. Bid opening date for technical proposal (online): **05.07.2025 (2 p.m.)**.
3. NIT No. : KMC/DG(M)/ASP/GG/M-19/2025-26 Name of work : **Engagement of contractual driver and helper for operation of tipper trucks under Asphaltum Goragacha**. Estimated Cost: **Rs. 4,67,064.00**. Earnest Money: **Rs. 9,500.00**. Period of Completion: **180 Days**. Last date and time of submission of bid : **03.07.2025 (1.30 p.m.)**. Bid opening date for technical proposal: **05.07.2025 (2.30 p.m.)**. The bid forms and other details are available on and from **24.06.2025 (after 1 p.m.)** (for sl. no. 1) **/ 24.06.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 2 & 3). The website **https://wbtenders.gov.in** (for sl. no. 1 to 3).

The **Executive Engineer (Roads), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :
1. NIT No. : KMC/ROADS/2025-2026/137 (1st call) Name of work : **Repairing road at Surya Sen Street, College Street and surrounding area in patches in Ward No.-40 under Br.-V**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 4,95,472.62**. Earnest Money: **Rs. 9,950.00**. Period of Completion: **120 Days**. Last date and time of submission of bid : **05.07.2025 - 12 noon**.
2. NIT No. : KMC/ROADS/2025-2026/91 (1st call) Name of work : **Repairing of road (in patches) with hot mixture laying at Park Street, Ripon Street and surroundings under Br.-VI**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 4,94,687.30**. Earnest Money: **Rs. 9,900.00**. Period of Completion: **120 Days**. Last date and time of submission of bid : **03.07.2025 - 12 noon**. The bid forms and other details are available on and from **25.06.2025 (12 noon)** (for sl. no. 1) and **21.06.2025 (12 noon)** (for sl. no. 2). The website **https://wbtenders.gov.in** (for sl. no. 1 & 2).

CORRIGENDUM

Tender published in this Newspaper on **17.06.2025 (Key No. 444/25-26)** of **Engineering (Civil)/Br-XIII** (for sl. no. 4) **NIT No. will be read as KMC/XIII/117/010/25-26/UTTARAN (1st call)** instead of NIT No. : KMC/XIII/117/010/25-26/BUSTEE (1st call) other terms & condition remain unchanged.

479/25-26

অনমনীয় এআইএফএফ ও এফএসডিএল, আইএসএল ঘিরে হঠাৎই আশঙ্কার কালো মেঘ!

নয়াদিল্লি, ১৯ জুনঃ ১৪ সেপ্টেম্বর শুরু হওয়ার কথা ইন্ডিয়ান সুপার লিগের। দলবদল শেষ। টিমগুলো প্রাক মরসুম প্রস্তুতিতে নেমেও পড়েছে। তারই মধ্যে দানা বাঁধছে আশঙ্কার কালো মেঘ। আইএসএল আদৌ হবে কিনা, তা নিয়েই দেখা দিয়েছে সংশয়। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন ও এফএসডিএলের মধ্যে চলছে দড়ি টানাটানি। পরিস্থিতি যেখানে দাঁড়িয়ে, তাতে কিন্তু কোনও পক্ষই নিজেদের দাবি ছাড়তে নারাজ। সমাধান সূত্র যদি না বেরোয়, আইসএলের ভবিষ্যৎ কী হবে, তা বলা যাচ্ছে না। ২০১০ সালে ফেডারেশনের সঙ্গে ১৫ বছরের চুক্তি করে এফএসডিএল (তৎকালীন আইএমজি-আর)। এই বছরের ডিসেম্বরে শেষ হচ্ছে চুক্তি। শোনা যাচ্ছে, ফেডারেশনের সঙ্গে নতুন চুক্তি না হলে আর লিগ চালাবে না এফএসডিএল। নতুন চুক্তি নিয়েই তৈরি হয়েছে জটিলতা। ১০ বছর আগের চুক্তি মতো বছরে ২০ কোটি টাকা বা লভ্যাংশের ২০ শতাংশ অর্থ এফএসডিএল দেয় ফেডারেশনকে। কিন্তু নতুন চুক্তিতে লভ্যাংশের ১৪ শতাংশ পাবে এআইএফএফ। তা নিয়েই তৈরি হয়েছে সমস্যা। ৩০ এপ্রিলের মধ্যে চুক্তিপত্রে সই করার কথা ছিল। যা এখনও হয়নি। এও শোনা যাচ্ছে, আইএসএল ক্লাবগুলোকে নাকি ইতিমধ্যেই এফএসডিএলের তরফে জটিলতার কথা জানিয়েও দেওয়া হয়েছে। আইএসএল শুরু হওয়ার পর থেকেই ফেডারেশন জানিয়েছিল, চুক্তির ১০ বছরের মেয়াদ শেষ হলে এআইএফএফ নিজের দায়িত্বেই চালাবে দেশের সর্বোচ্চ লিগ। ১০ বছর চুক্তি শেষ কোর্টে ফেডারেশনের নতুন গঠনতন্ত্রের খসড়া জমা দিয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এল নাগেশ্বর রাও। তার নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কোনও চুক্তিতে সই করতে পারবে না ফেডারেশন, আগেই নির্দেশ দেয় বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও পিএস নরসিমার ডিভিশন বেঞ্চ। ফলে পুরো পরিস্থিতিই জট পেকে রয়েছে। ফেডারেশন কিংবা এফএসডিএল

হওয়ার মুখেই ফেডারেশনের নয়া গঠনতন্ত্র পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলেছে বলে জানা যাচ্ছে। নয়া গঠনতন্ত্রে স্পষ্ট লেখা আছে, দেশের সর্বোচ্চ লিগ পরিচালনা করবে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। অন্য কোনও সংস্থা এই লিগ পরিচালনা করতে পারবে না। সুপ্রিম কোনও সমাধান সূত্র এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছে না। দেশের সর্বোচ্চ আদালত যদি ফেডারেশনের খসড়া চুক্তি মেনে নেয়, তা হলে আইএসএল আয়োজনের পুরো দায়িত্ব নেবে তারাই। সে ক্ষেত্রে এফএসডিএল কী করবে, তা দেখার জন্য মুখিয়ে রয়েছে ফুটবল মহল।

বন্ধু করুণের সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে চাই

আবেগঘন বার্তা রাহুলের

লিডস, ১৯ জুনঃ একই রাজ্যের ক্রিকেটার দু'জনেই। বয়সভিত্তিক ক্রিকেটেও খেলেছেন একই সঙ্গে। দুইজনের মধ্যে সম্পর্কের গভীরতাও যথেষ্ট। এবার এই দুই ক্রিকেটার প্রথমবারের মতো জাতীয় দলের জার্সিতে একসঙ্গে টেস্ট খেলতে চলেছেন। কর্ণাটকের লোকেশ রাহুল ও করুণ নায়ার দুইজনেই ভারতের হয়ে টেস্ট খেলে ফেলেছেন। রাহুলের টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতা অবশ্য অনেকটাই বেশি নায়ারের থেকে। তবে এই দুই বন্ধু একসঙ্গে কখনও টেস্টে নামেননি। এবার সেই আক্ষেপের পর্ব শেষ হতে চলেছে। ভারত ও ইংল্যান্ডের মধ্যে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ শুক্রবার থেকে শুরু হতে চলেছে। লিডসের হেডিংলেতে কাল থেকে শুরু হবে প্রথম টেস্ট। এই টেস্টে ওপেনার হিসাবে রাহুলের জায়াগা নিশ্চিত। আর করুণ নায়ারকে সম্ভবত দেখা যাবে ব্যাটিং অর্ডারের ষষ্ঠ স্থানে। প্রথম টেস্টের আগে রাহুল জানিয়েছেন, তিনি করুণ নায়ারের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে টিম ইন্ডিয়ার প্রতিনিধিত্ব করতে চান। কেএল জানিয়েছেন, নায়ারের ভারতীয় টেস্ট দলে ফিরে আসার বিষয়ে তিনি খুবই উত্তেজিত। নায়ার এবং রাহুল, দু'জনেই ৩৩ বছর বয়সি। ছোটবেলা থেকেই একসঙ্গে বয়সভিত্তিক ক্রিকেট খেলছেন। দু'জনেই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। গত কয়েক বছর ধরে রাহুল ভারতীয় দলের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু টেস্ট ক্রিকেটে ট্রিপল সেঞ্চুরি করা সত্ত্বেও নায়ারকে আট বছর ধরে দলের বাইরে রাখা হয়েছিল। রাহুল তাঁর আইপিএল দল দিল্লি ক্যাপিটালসের মিডিয়া টিমকে বলেন, ''আমরা ১১ বছর বয়সে একসঙ্গে ক্রিকেট খেলা শুরু করেছিলাম এবং তারপর থেকে আমরা এই যাত্রায় আছি। আমাদের দু'জনের জীবনেই উত্থান-পতন ছিল। করুণ সুযোগ পেয়েছিল। ওর টেস্টে ত্রিশতক রানের ইনিংসও রয়েছে। তার পরেও অনেক কারণে তাকে কঠিন সময়ের মুখোমুখি হতে হয়েছিল।'' ঘরোয়া ক্রিকেটে নায়ারের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের কথা উল্লেখ করে রাহুল বলেন, ''গত দুই-তিন বছরে নায়ার যেভাবে পারফর্ম করেছে তা অসাধারণ। ও অনেক সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার পরও ভারতীয় দলে প্রত্যাবর্তন করতে সফল হয়েছে। আমি আশা করি আমরা দু'জনেই দীর্ঘ সময় ধরে ভারতীয় দলের হয়ে খেলব। সেই সঙ্গে রাহুল জানিয়েছেন, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ভারত বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মার অভাব অনুভব করবে। গত মাসেই দু'জনেই টেস্ট থেকে অবসর নিয়েছেন। রাহুল বলেন, ''গত এক দশক ধরে বিরাট এবং রোহিত ভারতীয় ক্রিকেটের স্তম্ভ। তাঁদের অনুপস্থিতি একটি বিশাল ক্ষতি। আমার পুরো কেরিয়ারে আমি কখনও এমন কোনও ভারতীয় দলে খেলিনি যেখানে বিরাট বা রোহিত ছিলেন না।''

তরুণদের নিয়ে কলকাতা লিগে ঝড় তুলতে তৈরি হচ্ছে বাগান ব্রিগেড

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুনঃ কলকাতা লিগ মানেই শুধুই ঐতিহ্যের লড়াই নয়, বরং ভবিষ্যতের তারকাদের খোঁজে এক গভীর অন্বেষণ। সেই লক্ষ্যেই ২০২৫ সালের কলকাতা লিগকে সামনে রেখে একঝাঁক তরুণ প্রতিভাকে নিয়ে ঘরোয়া প্রস্তুতি শুরু

করে দিয়েছে মোহনবাগান। আরএফডিএলে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করা ২৪ জন তরুণ ফুটবলার, নতুন কয়েকজন সম্ভাবনাময় ফুটবলার ও অভিজ্ঞ কোচ ডেগি কার্ডোজোর তত্ত্বাবধানে গড়ে তোলা হচ্ছে সবুজ-মেরুনের পরবর্তী প্রজন্মের দল। মোহনবাগানের ম্যানেজমেন্ট খুব স্পষ্ট করে দিয়েছে, কলকাতা লিগে এবারে তারা অভিজ্ঞ দীপেন্দু বিশ্বাস, সুহেল আহমেদ ভাট বা অভিষেক সূর্যবংশীর মতো ফুটবলারদের প্রয়োজন না হলে খেলাতে চাইছে না। তারা চাইছে নতুনদেরই সুযোগ দিতে। মূল লক্ষ্য, ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করা এমন একটি দল, যারা ভবিষ্যতে সিনিয়র টিমে ঢুকে জাতীয় পর্যায়ে সবুজ-মেরুনের নাম উজ্জ্বল করতে পারবে। এই লক্ষ্যেই আরএফডিএলে আলো ছড়ানো প্রেম হাঁসদা, বিভান জ্যোতি লস্কা, দীপ্রভাত ঘোষ, আদিত্য অধিকারী, গোগোচা ও মহম্মদ বিলালদের দলে নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি অনূর্ধ্ব-২০ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতীয় দলের হয়ে খেলা রোশন সিং থাঙ্গজাম ও রোহিত সিং-এর অন্তর্ভুক্তিও দলে নতুন প্রাণ যোগাচ্ছে। দলের কোচ ডেগি কার্ডোজো স্পষ্ট করে দিয়েছেন, ''গতবার আরএফডিএলে আমরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছি। সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে চাই। তবে আমাদের মূল লক্ষ্য হল এই দল থেকে সিনিয়র টিমে খেলোয়াড় তুলে আনা। এর অর্থ, শুধুমাত্র খেলার ফল নয়, বরং প্রতিভা বিকাশই এবারের প্রকৃত উদ্দেশ্য।'' কার্ডোজোর অধীনে দল গতবার যে আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলেছে, তা থেকেই আশার আলো দেখছেন অনেকে। প্রেম হাঁসদা কিংবা গোগোচার মতো তরুণরা দলে থাকায় সামগ্রিক গতিশীলতা বাড়বে বলেই মনে করছেন ফুটবলমহল। গত কয়েক বছর ধরেই মোহনবাগান কলকাতা লিগকে ব্যবহার করছে তাদের উঠতি ফুটবলারদের পরখ করার মঞ্চ হিসেবে। এই রীতি বজায় রেখেই এবারের স্কোয়াড তৈরি করা হয়েছে। সিনিয়রদের কমিয়ে তরুণদের চাপের মুখে খেলতে শেখানো হবে। এক দারুণ প্রক্রিয়া- যেখানে ফলাফল গৌণ, গুরুত্বপূর্ণ হল খেলার ধরন ও মানসিকতা। সফলতা যেমন তাৎক্ষণিক হয় না, তেমনি ভবিষ্যতের তারকা তৈরির প্রক্রিয়াও সময়সাপেক্ষ। মোহনবাগান সেই সময়, ধৈর্য ও পরিকাঠামোকে ব্যবহার করে গড়ে তুলতে চাইছে পরবর্তী জেনারেশন। কলকাতা লিগ সেই নির্মাণের প্রথম ধাপ। আর এই ধাপেই দেখা মিলবে কাদের পায়ে আছে সত্যিকারের সম্ভাবনার আলো।

জিম সেশনে নিজেকে প্রস্তুত করছেন অ্যালেক্স সাজি

হায়দরাবাদ, ১৯ জুনঃ বিগত কয়েক মরসুম ধরেই একেবারে ছন্দে নেই হায়দরাবাদ এফসি। গতবার দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ তথা আইএসএলের প্রথম থেকেই একাধিক ম্যাচে পরাজিত হতে হয়েছিল নিজামের শহরের এই ফুটবল ক্লাবকে। সেই নিয়ে যথেষ্ট হতাশ ছিল সমর্থকরা। তবে দল যে শীঘ্রই ঘুরে দাঁড়াবে সেই নিয়ে আশাবাদী ছিল সকলে। এক্ষেত্রে ভারতীয় কোচ থাংবোই সিংটোর উপরেই ভরসা রেখেছিল হায়দরাবাদ ম্যানেজমেন্ট। পূর্বে ও সীমিত শক্তি নিয়েই লড়াই করেছিল এই ফুটবল ক্লাব। পয়েন্ট টেবিলের তলানিতে থাকতে হলেও খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্স মন জয় করেছিল সকলের। তবে সিজনের প্রথম থেকেই দলের ঘুরে দাঁড়ানোর পরিকল্পনা থাকলেও সেটা সম্ভব হয়নি। একটা সময় তাঁদের আইএসএল খেলা নিয়ে ধোঁয়াশা ছিল এই দলের। তবে শেষ মুহূর্তে নয়া লগ্নিকারী সংস্থার হাতধরে টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছিল এই ফুটবল ক্লাব। তবে শেষ বেলায় দল গঠনের কাজ শুরু করার ফলে সেবার অনুশীলনের খুব একটা সুযোগ পায়নি একবারের আইএসএল জয়ীরা। মূলত দেশীয় ফুটবলারদের নিয়েই আইএসএল শুরু করতে হয়েছিল তাঁদের। পরবর্তীতে সময় এগোনোর সাথে সাথে দলের সঙ্গে যোগ দিতে শুরু করেছিলেন বিদেশি ফুটবলাররা। তারপর চেন্নাইয়িন এফসিকে আটকে প্রথম পয়েন্ট পেয়েছিল একবারের আইএসএল জয়ীরা। তারপর অ্যাওয়ে ম্যাচে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়ে প্রথম জয়। যা নিঃসন্দেহে বাড়তি অক্সিজেন যুক্ত করেছিল ফুটবলারদের মধ্যে। কিন্তু পরবর্তীতে একের পর এক ম্যাচে মিলেছিল হতাশা। যারফলে তলানিতে থেকেই শেষ হয় মরসুম। সেই হতাশা কাটিয়ে এবার আসন্ন ফুটবল মরসুমে ঘুরে দাঁড়াতে বদ্ধপরিকর নিজামের শহরের এই ফুটবল দল। সেইমতো পরিকল্পনা সাজাতে শুরু করেছে ম্যানেজমেন্ট। এসবের মাঝে এখন থেকেই নিজেকে প্রস্তুত করতে শুরু করেছেন অ্যালেক্স সাজি। বেশকিছু ঘণ্টা আগেই নিজের সোশ্যাল সাইটে সেই সম্পর্কিত একটি স্টোরি আপলোড করেন এই ভারতীয় ফুটবলার। যেখানে জিম সেশনে নানাবিধ ট্রেনিং করতে দেখা যায় হায়দরাবাদ এফসির এই ডিফেন্ডারকে। যা নিঃসন্দেহে নজর কেড়েছে সমর্থকদের। পুরনো সমস্ত কিছু ভুলে এবার নিজেকে মেলে ধরাই অন্যতম লক্ষ্য এই দাপুটে ফুটবলারের।

তারকা নেই, অজুহাত নেই! ইংল্যান্ডে গম্ভীরের অগ্নিপরীক্ষা

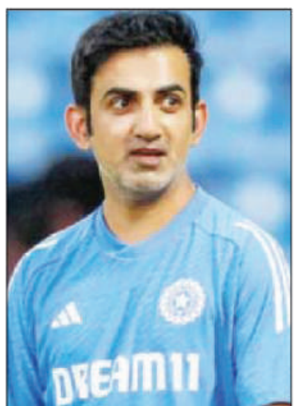

লিডস, ১৯ জুনঃ ২০২৪ সালের জুলাইয়ে গৌতম গম্ভীর ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রধান কোচ হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার সময় উত্তেজনা ও বিতর্কের ঝড় ওঠে। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে গম্ভীরের নেতৃত্বে ভারত আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতে সমালোচকদের মুখ বন্ধ করে। সাদা-বলের সাফল্য তাঁকে প্রশংসা এনে দিলেও, আসল পরীক্ষা এখন লাল-বলের ক্রিকেটে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে শুভমান গিল ও ঋষভ পান্থের নেতৃত্বে তরুণ ভারতীয় দলের পাশাপাশি সবার নজর থাকবে গম্ভীরের উপর, যিনি একটি রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাওয়া দলকে গড়ে তুলছেন। এই সিরিজটি ভারতের জন্য নতুন ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রের শুরু। গম্ভীর সবসময় ক্রিকেটকে দলগত খেলা হিসেবে গণ্য করেছেন, ব্যক্তিগত তারকাদের উপর নির্ভরশীলতার বিরোধিতা করে। ধারাভাষ্যকার হিসেবে তিনি মিডিয়ার তারকা-কেন্দ্রিক প্রচারণার সমালোচনা করেছেন। এবার ভাগ্যের পরিহাসে, তাঁর দল রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির মতো দুই কিংবদন্তি ছাড়াই ইংল্যান্ড বিরুদ্ধে মাঠে নামছে। গত মাসে এই দুজনেই টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। গম্ভীর এই পরিবর্তন চেয়েছিলেন কিনা তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও, এটি স্পষ্ট যে তাঁর দর্শনের প্রতিফলন এই তরুণ দল। যেখানে জসপ্রীত বুমরাহ ও রবীন্দ্র জাদেজা ছাড়া বড় কোনো তারকা নেই। গম্ভীরের কৌশলগত দক্ষতা কলকাতা নাইট রাইডার্সকে ২০২৪ সালে তৃতীয় আইপিএল শিরোপা এবং ভারতকে ২০২৫ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতিয়েছে। কিন্তু টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছে ধাক্কা খেয়ে। নিউজিল্যান্ডের কাছে ঘরের মাঠে প্রথমবার টেস্ট সিরিজ হার এবং নয় বছর পর অস্ট্রেলিযার কাছে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি হার গম্ভীরের জন্য বড় ধাক্কা। এই হারের ফলে ভারত ২০২৩-২৫ ডব্লিউটিসি ফাইনালে জায়গা করে নিতে ব্যর্থ হয়। সমালোচকরা বলতে শুরু করেন, গম্ভীরের কোচিং অভিজ্ঞতার অভাব এবং আইপিএল-এর মেন্টর ভূমিকার বাইরে তিনি টেস্ট ক্রিকেটের জটিলতা সামলাতে পারবেন কিনা। ৪২ বছর বয়সে গম্ভীর ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে কম বয়সী প্রধান কোচ হন। ছয় বছর আগে তিনি পেশাদার ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন। তরুণ ক্রিকেটারদের সঙ্গে তাঁর সহজ সম্পর্ক তৈরি হতে পারে। রোহিত ও কোহলির অবসরে তাঁর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকলেও, অজুহাতের জায়গা কম। ইংল্যান্ড সিরিজ তাঁকে নতুন সুযোগ দিচ্ছে। তরুণ দলকে পাঁচ দিনের ম্যাচে জিতিয়ে গম্ভীরকে তাঁর কৌশল প্রমাণ করতে হবে।

কলকাতা ডার্বিতে ব্রাজিলিয়ান দ্বৈরথ?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জুনঃ মোহনবাগান ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার রবসন রবিনহোকে সই করিয়ে আইএসএলের জন্য ছয়জন বিদেশি ফুটবলারের কোটা পূর্ণ করল। স্কটিশ মিডফিল্ডার গ্রেগ স্টুয়ার্ট হোমসিকনেসের কারণে দল ছাড়ায় তাঁর বদলি হিসেবে রবসনকে নিয়ে এল সবুজ-মেরুন। অন্যদিকে, ইস্টবেঙ্গল ব্রাজিলিয়ান মিগুয়েলকে দলে ভিড়িয়েছে। ফলে আসন্ন কলকাতা ডার্বিতে দুই ব্রাজিলিয়ান বন্ধুর মুখোমুখি লড়াইয়ের সম্ভাবনায় উৎসাহ তুঙ্গে। রবসন ও মিগুয়েল দুজনেই বাংলাদেশের বসুন্ধরা কিংসে একসঙ্গে খেলেছেন। তাঁরা ইস্টবেঙ্গলের বর্তমান কোচ অস্কার ব্রুজোর অধীনে প্রিয় ফুটবলার ছিলেন। মিগুয়েল লাল-হলুদের প্রস্তাব গ্রহণ করলেও রবসনকে বেছে নিলেন মোহনবাগান কোচ হোসে মোলিনা। বসুন্ধরা ছাড়ার পর রবসন ব্রাজিলের আগুয়া সান্তা ক্লাবে খেলছিলেন। সেখান থেকে তিনি এবার কলকাতার ঐতিহ্যবাহী ক্লাবে যোগ দিচ্ছেন। গ্রেগ স্টুয়ার্ট মোহনবাগান ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন স্কটল্যান্ডে ফিরে স্থানীয় ক্লাবে খেলার ইচ্ছায়। আগে থেকেই রবসনের সঙ্গে কথা চালিয়ে মোহনবাগান তাঁকে দলে টানে। অন্যদিকে মোহনবাগান মুম্বই সিটি এফসি-র ডিফেন্ডার মেহতাব সিংয়ের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছে। আনোয়ার আলির প্রস্থানে রক্ষণের শূন্যতা পূরণে মেহতাব গুরুত্বপূর্ণ হতে পারেন, যদিও তাঁর আগমন এখনও নিশ্চিত নয়। অতীতে মোহনবাগানে হোসে ব্যারেটো বা ইস্টবেঙ্গলে ডগলাস দ্য সিলভার মতো ব্রাজিলিয়ানরা কলকাতা ডার্বিকে রাঙিয়েছেন। এবার রবসন ও মিগুয়েলের দ্বৈরথে সল্টলেকের মাঠে সাম্বা ঝড় উঠবে।

পেনাল্টি মিস করে আল-হিলালের বিপক্ষে জিততে পারল না রিয়াল মাদ্রিদ

প্রথম আধা ঘণ্টায় আল-হিলালের প্রবল আক্রমণ সামলে এগিয়ে যায় রিয়াল মাদ্রিদ। যদিও বেশিক্ষণ ব্যবধান ধরে রাখতে পারেনি তারা। শেষ দিকে জয়ের সুবর্ণ সুযোগ পায় দলটি কিন্তু ফেদেরিকো ভালভের্দে পেনাল্টি মিস করায় হতাশায় মাঠ ছাড়ে ইউরোপের রেকর্ড চ্যাম্পিয়নরা।

ফ্লোরিডা, ১৯ জুনঃ ফ্লোরিডার মায়ামি গার্ডেন্সে বুধবার কিলিয়ান এমবাপেকে ছাড়া খেলতে নামা রিয়ালকে ১-১ গোলে রুখে দিয়েছে আল-হিলাল। দুটি গোলই হয়েছে ম্যাচের প্রথমার্ধে। গঙ্গালো গার্সিয়া রিয়াল মাদ্রিদকে এগিয়ে নেওয়ার পর সমতা টানেন রুবেন নেভেস। শেষ দিকে ভালভের্দের পেনাল্টি আটকে দলকে গুরুত্বপূর্ণ একটি পয়েঃট এনে দেন মরক্কান গোলরক্ষক ইয়াসিন বোনো। ইউরোপের ১৫ বারের চ্যাম্পিয়ন রিয়াল মাদ্রিদের তারকাসমৃদ্ধ দলের বিপক্ষে আত্মবিশ্বাসী শুরু করে আল-হিলাল। দ্বিতীয় মিনিটেই এগিয়ে যেতে পারতো তারা মিলিনকোভিচ-সাভিচের বুলেট গতির শটটি ঝাঁপিয়ে রুখে দেন থিবো কোর্তোয়া। দাপুটে পারফরম্যান্সে প্রথম ১০ মিনিটে পাঁচটি শট নেওয়া আল-হিলাল দশম মিনিটে আবারও দারুণ সুযোগ তৈরি করে। ছয় গজ বক্সের বাইরে থেকে মার্কোস লিওনার্দোর শট অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। চোটের ছোবলে রক্ষণভাগ নিয়ে মরসুম জুড়ে ভুগতে দেখা গেছে রিয়াল মাদ্রিদকে। এখানেও সেই একই দশা চোখে পড়ে। ১৯তম মিনিটে আবারও তাদের রক্ষণ ভেঙে ফেলে আল-হিলাল, জালে বলও পাঠায় তারা কিন্তি ব্যবধানে রেনান লোদি অফসাইডে থাকায় বেঁচে যায় রিয়াল। প্রবল চাপে ঘর সামলাতেই হিমশিম খাচ্ছিল রিয়াল মাদ্রিদ। তেমন কোনো আক্রমণই শাণাতে পারছিলেন না ভিনিসিউস-রদ্রিগোরা। প্রথমার্ধের কুলিং ব্রেকের পর অবশ্য তাদের মধ্যে সতেজতার ভাব ফেরে। পুনরায় খেলা

শুরুর পরপরই ৩২তম মিনিটে দারুণ এক আক্রমণ শাণায় তারা, রদ্রিগোর দূরপাল্লার শটটি ক্রসবার ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। পরের মিনিটেই কাঙ্ক্ষিত গোল পেয়ে যায় রিয়াল। রদ্রিগোর দারুণ এক পাস পেয়ে প্রথম ছোঁয়ায় দলকে এগিয়ে নেন স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড গঙ্গালো গার্সিয়া। পাল্টা আঘাত হানতে খুব বেশি সময় নেয়নি আল-হিলাল। তাদের আরেকটি আক্রমণ রুখতে গিয়ে ডি-বক্সে লিওনার্দোকে ফাউল করে বসেন রাউল আসেন্সিও। সফল স্পট কিকে সমতা টানেন রুবেন নেভেস। বিরতির আগে আরেক দফা বেঁচে যায় রিয়াল। সালেম আল দাওসারির বাঁকানো শট পোস্ট ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে আসেন্সিওর বদলি নেমে প্রথম মিনিটেই গোল পেতে পারতেন আর্দা গিলের, তবে তার শট ক্রসবারে বাধা পায়। পরক্ষণেই গঙ্গালো গার্সিয়ার কাছ থেকে হেড গোললাইনে ঠেকিয়ে দেন ইয়াসিন বোনো। প্রথমার্ধে কোণঠাসা রিয়াল বাকি সময়ে পরিষ্কারভাবেই আধিপত্য করে। গোলের জন্য অনেক শটও নেয় তারা, যদিও প্রতিপক্ষ গোলরক্ষককে খুব বেশি বেকায়দায় ফেলতে পারেনি তারা। ৮৭তম মিনিটে আল হিলালের ডি-বক্সে ফ্রান গার্সিয়া ফাউলের শিকার হলে, অনেকক্ষণ ভিএআর মনিটরে দেখে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। ভিনিসিউস-রদ্রিগো-বেলিংহ্যামদের আগেভাবে কোচ তুলে নেওয়ায়, পেনাল্টি নিতে আসেন ভালভের্দে তার দুর্বল শট ঝাঁপিয়ে আটকে দেন বোনো। দুই দলের ডাগআউটেই ছিলেন নতুন কোচ। ইন্টার মিলানকে তিন বছরের মধ্যে এবারসহ দুবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে তুলে আল হিলালের দায়িত্ব নিয়েছেন সিমোনে ইনজাগি। রিয়াল মাদ্রিদের মতো শক্তিশালী দলের বিপক্ষে দলের এমন দাপুটে পারফরম্যান্সে তার শুরুটা হলো দুর্দান্ত। অন্যদিকে, বায়ার লেভারকুজেনে ইতিহাস গড়ে রিয়াল মাদ্রিদের এসেছেন আলোন্সো। এদিনই দলটির জার্সিতে প্রথম মাঠে নামলেন লিভারপুল ছেড়ে আসা ট্রেন্ট-অ্যালেকজ্যান্ডার আর্নল্ড ও ডিন হাউসেন। কারোই নতুন অভিযানে শুরুটা আশানুরূপ হলো না।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com